ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা

ডঃ এম, ওমর চাপড়া

ইসলামিক ইকোনোমিকস্ রিসার্চ ব্যুরো, ঢাকা

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১
প্রথম অধ্যায় : দার্শনিক পটভূমি	২
ক) ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য	২
১) পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা	৩
২) আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা	৪
৩) মুদ্রা মানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা	৫
৪) সঞ্চয় সমাবেশ করণ	৮
৫) অন্যান্য কাজ	৯
* স্থিতিশীল, সুদমুক্ত এবং সমাজ কল্যাণধর্মী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা কি সম্ভব	৯
(খ) কতিপয় মৌলিক সংস্কার	৯
১) বিলাস বহুল ভোগ ও অপচয়মূলক ব্যয় বন্ধ করা	১০
২) বর্ধিত মূলধন শেয়ার সরবরাহ করা	১১
৩) ব্যাংকের ক্ষমতা হ্রাস করা	১৪
৪) সুষ্ঠু মূলধন বাজার গঠন	১৮
(গ) ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কতিপয় সমস্যা	১৯
১) আমানতের লোকসান	১৯
২) স্বল্প মেয়াদী ঋণ	২১
৩) কিস্তি ঋণ	২২
৪) সরকারী ঋণ চাহিদা পূরণ	২৩
৫) সম্পদ বিনিয়োগ করণ	২৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো	২৭
ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক	২৭
খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক	২৯
গ) অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান	৩৫
ঘ) বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠান	৩৯
ঙ) আমানত বীমা সংস্থা	৩৯
চ) বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা	৪১
তৃতীয় অধ্যায় : মুদ্রানীতি	৪৩
চতুর্থ অধ্যায় : উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও মডেল	৪৮
পঞ্চম অধ্যায় : ইসলামী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার উত্তোরণ	৫১
পরিশিষ্ট : টীকা	৫৪

www.bjilibrary.com

ইসলামী অর্থনীতিতে মূদ্রানীতি ও ব্যাংক ব্যবস্থার রূপরেখা

ডঃ এম, ওমর চাপড়া
অর্থনৈতিক উপদেষ্টা
সৌদি এরাবিয়ান মনেটারী এজেন্সী

১৯৭৮ সালের ৭-১২ অক্টোবরে মক্কাস্থ কিং আব্দুল আজীয ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর রিসার্চ ইন ইসলামিক ইকোনমিক্স-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত "মনেটারী এন্ড ফিসক্যাল ইকোনমিক্স অব ইসলাম" শীর্ষক সেমিনারে উপস্থাপিত নিবন্ধের সংশোধিত সংস্করণ।

ডঃ আনাস যারক্কা, ডঃ এন, এইচ, নকভী, ডঃ নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, ডঃ জিয়া উদ্দীন আহমদ, ডঃ সুলতান আবু আলী সহ সেমিনারে অংশ গ্রহণকারী অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান মন্তব্য ও পরামর্শের জন্য নিবন্ধকার তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছেন। তাঁদের পরামর্শের আলোকেই এই সংশোধিত বক্তব্য উপস্থাপণ করা হয়েছে।

নিবন্ধ তৈরীর ব্যাপারে সেক্রেটারিয়েল কাজে সার্বিক সহযোগিতার জন্য লেখক জনাব মবিন আহমদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

মানবজাতির এক বিরাট অংশের দারিদ্র, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার, আয় ও সম্পদের ব্যাপক বৈষম্য, বেকারত্বের উচ্চহার, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, মুদ্রাস্ফীতি এবং আর্থিক সম্পদের প্রকৃত মূল্যের অবক্ষয় সহ বহুবিধ অর্থনৈতিক সমস্যায় বিশ্ব আজ জর্জরিত। ইসলামী মূল্যবোধের সাথে এ সব সমস্যার কোন সংগতি নেই; কিন্তু তবু অন্যান্য দেশের মত মুসলিম বিশ্বেও এসব সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে। নিঃসন্দেহে এর পেছনে কিছু মৌলিক কারণও আছে। তবে একটা স্থিতিশীল এবং সঠিক মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যর্থতা যে এসব সমস্যা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাজ করছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ একটি সুষ্ঠু এবং ন্যায়ানুগ অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা ছাড়া কোন অর্থনীতির পক্ষেই এর সুস্থতা ও সাবলীলতা বজায় রাখা এবং আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিলে অবদান রাখা একেবারেই অসম্ভব। প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামের শিক্ষার আলোকে এরূপ একটি অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কি সম্ভব! আলোচ্য প্রবন্ধে এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং প্রসংগক্রমে অন্য কতিপয় আনুসংগিক প্রশ্নেরও উত্তর দেয়া হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথম অধ্যায়ে দার্শনিক পটভূমি উপস্থাপন করে দেখান হয়েছে যে, পুঁজিবাদী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার একটি নিজস্ব আদর্শিক ভিত্তি রয়েছে এবং সে কারণেই, যতক্ষণ না কতিপয় মৌলিক পরিবর্তনের মাধ্যমে একে ইসলামের আদর্শিক ছাঁচে ঢালাই করা হবে, ততক্ষণ তা ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য পূরণে কোন অবদান রাখতে পারবে না; এমনকি, সুদ রহিত করা হলেও তা সম্ভব নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুঁজিবাদী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলামের আদর্শিক ছাঁচে ঢালাই করার জন্য প্রস্তাবিত মৌলিক পরিবর্তনের আলোকে অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার সম্ভাব্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পেশ করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে প্রস্তাবিত কাঠামোকে প্রচলিত কাঠামোর মত মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপকতা ও দায়িত্বশীলতার বিচারে তা মূলতঃই ভিন্নতর। তৃতীয় অধ্যায়ে প্রস্তাবিত কাঠামোর অধীনে মুদ্রাস্ফীতির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে, প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত উদ্দেশ্যাবলীর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত কর্মসূচীর তাত্ত্বিক পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম দেশসমূহের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রস্তাবিত নতুন কাঠামোয় ক্রমিক রূপান্তরের জন্য কতিপয় পরীক্ষামূলক পরামর্শ উপস্থাপন করা হয়েছে।

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়
দার্শনিক পটভূমি

কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই এর অর্থ ও ব্যাংকিং খাত আদর্শিক শূন্যতার মধ্যে চলতে পারে না। তাই প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থারই নিজস্ব দার্শনিক ভিত্তি এবং নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য রয়েছে। অর্থনীতি যাতে এর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে এবং ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেজন্য এর বিভিন্নমুখী কার্যাবলী সম্পাদনের উপযোগী আবশ্যকীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্রমবিবর্তনের ধারায় ধীরে ধীরে গড়ে তোলা হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এমনি একটি অবিচ্ছেদ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা। মূলতঃ এ ব্যবস্থা পুঁজিবাদী আদর্শেরই ফলশ্রুতি এবং পুঁজিবাদের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অর্জন করাই এর একমাত্র কাজ।

একথা ঠিক যে, অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে প্রতিষ্ঠান (Institution) ধার করে নেয়ার মধ্যে মূলতঃ কোন দোষ নেই। কিন্তু ঐগুলোকে, নিজস্ব সাংস্কৃতিক লক্ষ্য পরিপূরণের উদ্দেশ্যে যথাযথ সংস্কার করে নিতে হয় অবশ্যই। প্রশ্ন হচ্ছে, গত দুই শতাব্দীকাল ধরে পর্যায়ক্রমে মুসলিম দেশসমূহে যে পুঁজিবাদী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা চালু হয়ে আসছে, কোন মৌলিক সংস্কার ছাড়াই, এর দ্বারা পুঁজিবাদী উদ্দেশ্য অর্জনের পরিবর্তে, ইসলামের লক্ষ্য হাসিল করা কি সম্ভব! এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হতে পারে, যদি ধরে নেয়া হয় যে, পুঁজিবাদী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা যেসব প্রতিষ্ঠান সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে, তা সবই আদর্শ নিরপেক্ষ এবং পুঁজিবাদের 'অন্তর্নিহিত' (Inherent) উদ্দেশ্য পরিপূরণে সেগুলোর কোন ভূমিকা নেই ১।

(ক) ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য দিকের ন্যায়, এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকেও ইসলামের প্রধান প্রধান আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজ করতে হবে।২ তাছাড়া ইসলামের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে এর নিজস্ব বিশেষ ক্ষেত্রের কাজগুলো সম্পাদন করতে হবে। নিম্নে ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করা হলোঃ

১। পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা;

২। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা;

৩। মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা, যাতে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম রূপে হিসাব-নিকাশের একটি নির্ভরযোগ্য একক (a reliable unit of account);

www.bjilibrary.com

বকেয়া পরিশোধের একটি সঠিক মানদন্ড (a just standard of deferred payment) এবং সঞ্চয়ের একটি স্থিতিশীল বাহন (a stable store of value) হতে পারে;

৪। পর্যাপ্ত সঞ্চয় সৃষ্টি এবং উপরোক্ত লক্ষ্যের সাথে সংগতিশীল কাঠামোর অধীনে, সঞ্চয়ের দক্ষতাপূর্ণ সমাবেশ করা (Mobilize) এবং

৫। সাধারণভাবে করণীয় ব্যাংকের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেয়া।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, উপরে বর্ণিত ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ কি পুঁজিবাদী উদ্দেশ্যের অনুরূপ নয়! বাহ্যিক দৃষ্টিতে অবশ্য এতদুভয়কে অভিন্ন মনে হতে পারে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দুয়ের মধ্যে এমন মৌলিক পার্থক্য রয়েছে যা ঐ ব্যবস্থা দুটোর মূলগত পার্থক্য থেকেই উদ্ভূত। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে নৈতিকতা ভিত্তিক, আর পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে ধর্ম ও নৈতিকতা নিরপেক্ষ। পরবর্তী আলোচনায় বিষয়টিকে অধিকতর পরিস্কার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে উপরোল্লেখিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

১। পূর্ণ কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের মাধ্যমে ব্যাপক ভিত্তিক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা

ইসলাম বৈরাগ্যের ধর্ম নয়। মানব জীবন সম্পর্কে ইসলাম ইতিবাচক ধারণা পোষণ করে। এ ধারণা, পৃথিবীতে মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি বা খলিফা, এ বিশ্বাসের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। বস্তুতঃ মানুষ যাতে আল্লাহর খলিফা হিসেবে যথার্থ মর্যাদার সাথে পৃথিবীতে জীবন যাপন করতে পারে, সে জন্যই ইসলামী শিক্ষা সম্বলিত হেদায়াতনামা দেয়া হয়েছে। এই হেদায়াত মানুষের জন্য রহমতের এক অমিয় ধারা স্বরূপ। এর লক্ষ্য হচ্ছে, মানব জীবনকে সমৃদ্ধশালী ও মর্যাদাশীল করে গড়ে তোলা; দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং ক্লেশপূর্ণ জীবন ইসলামের কাম্য নয়।

মুসলিম আইনবেত্তাগণ সর্বসম্মতিক্রমে রায় দিয়েছেন যে, মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন এবং তাদের যাবতীয় দুঃখ-কষ্টের অবসান করাই হচ্ছে শরীয়তের অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান প্রয়োগ করা হলে, এর লক্ষ্য দাঁড়ায়, যাবতীয় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ করে, মানুষের সকল দুঃখ-কষ্টের অপসারণ এবং মানব জীবনের গুণগত মানোন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা। মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, তাদের দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণ এবং মানব জীবনকে আশীর্বাদময় করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত যে কোন কর্ম প্রচেষ্টাকে ইসলাম পূণ্যের কাজ হিসেবে মর্যাদা দিয়েছে। সে কারণে মানব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এবং যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান ইসলামী ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উদ্দেশ্য। কারণ, এটা ব্যাপকভিত্তিক

www.bjilibrary.com

অর্থনৈতিক কল্যাণের লক্ষ্য হাসিল এবং আল্লাহর খলিফা হিসেবে মানুষের যথার্থ মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে সহায়তা করে। বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ও দক্ষ ব্যবহারও অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কারণ ইসলামী মতে, আকাশ ও পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ মানব কল্যাণের জন্যই সৃষ্ট। সুতরাং কোন প্রকার বাহুল্য খরচ বা অপব্যয় করে সম্পদ বিনষ্ট করা উচিত নয়, বরং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ সৃষ্টি করা হয়েছে, সে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যই সম্পদের পরিমিত ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জনের জন্য এমন নীতি গৃহীত হওয়া উচিত, যাতে মানবীয় ও বস্তুগত সম্পদের পূর্ণ ও দক্ষ ব্যবহার এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে এবং যার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন করা যাবে।

ইসলামের দৃষ্টিতে অপ্রয়োজনীয় এবং নৈতিক দিক থেকে অনাকাংখিত দ্রব্য সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে অর্জিত উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হারের কোন গুরুত্ব নেই। কারণ এইরূপ ব্যাপক উৎপাদন আল্লাহর দেয়া সম্পদের দ্রুততর ও মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার অনিবার্য করে তোলে। যার ফলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এই সম্পদে তাদের ন্যায্য মালিকানা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। তাছাড়া, এইরূপ বল্গাহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার, সম্পদের যথেচ্ছা বিনিয়োগ ও ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের নৈতিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত করে, যার ফলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের দৈহিক ও নৈতিক অবক্ষয় সাধিত হয়। তবে পূর্ণ কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অবশ্যই জরুরী। কিন্তু এর অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি অর্জনের গুরুত্ব আছে কি না, তা এর অপরাপর ফলাফল ও কার্যকারণের প্রেক্ষিতে সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। ৩

২। আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা

ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে, আর্থ-সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আয় ও সম্পদের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা। এই উদ্দেশ্য ইসলামের নৈতিক দর্শনেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামের দৃঢ় প্রতিশ্রুতিই হচ্ছে এর বুনিয়াদ। অপরপক্ষে পুঁজিবাদে যে আর্থ-সামাজিক সুবিচার ও আয়-সম্পদের সুষম বন্টনের কথা বলা হয়, তাতে এই মানবিক ভ্রাতৃত্বের আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতি অনুপস্থিত। পুঁজিবাদের এ বক্তব্য কেবল গ্রুপ প্রেসারেরই (Group Pressure) ফলশ্রুতি। পুঁজিবাদের গোটা ব্যবস্থা, বিশেষ করে, এর অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা উপরোক্ত উদ্দেশ্য-লক্ষ্য অর্জনে পরিচালিত নয়। যার ফলে, এ

www.bjilibrary.com

ব্যবস্থায় সৃষ্ট আয় ও সম্পদের পর্বত পরিমাণ বৈষম্য ক্রমাগত বৃদ্ধিই পেয়ে থাকে। তবে সমাজতন্ত্রের প্রভাব এবং রাজনৈতিক চাপের মুখে, সম্পদের উপর বর্ধিত হারে কর আরোপ এবং সম্পদের হস্তান্তর ব্যবস্থার মাধ্যমে, পুঁজিবাদে বিরাজমান বিরাট বৈষ্যম্যের কিছুটা অবসানের চেষ্টা করা হয় মাত্র। কিন্তু ইসলাম প্রথমে বৈষম্য সৃষ্টিকারী কারণগুলোর মূলোৎপাটন করেছে। অতঃপর বৈষম্য অধিকতর হ্রাস করে যাকাত, কর আরোপ এবং সম্পদ হস্তান্তর, ইত্যাদি অতিরিক্ত ব্যবস্থাসমূহ প্রদান করেছে, যাতে আয় ও সম্পদের বন্টন ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ধারণার সাথে পূর্ণ সংগতিশীল হতে পারে। সুতরাং অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা এবং মুদ্রানীতির এমন রূপায়ণ প্রয়োজন যাতে, এগুলো ইসলামী মূল্যবোধের বিভিন্ন সূত্রের সাথে উত্তমরূপে একীভূত হয় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে অবদান রাখতে পারে।

৩। মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা অর্জন করা

ইসলাম মানবীয় সকল আচার-আচরণে সততা ও ন্যায়নীতি অনুসরণের উপর অসামান্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর যেহেতু মুদ্রাস্ফীতি সামাজিক ন্যায়বিচার ও জনকল্যাণের উপর অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে, সেহেতু মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বিধান করা ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। মুদ্রাস্ফীতি মানেই হচ্ছে, হিসাব-নিকাশের সুবিচারপূর্ণ ও ন্যায়নিষ্ঠ একক হিসেবে কাজ করতে মুদ্রার ব্যর্থতা। মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রাকে বকেয়া পরিশোধের একটি অসম মানদন্ড এবং মূল্য সঞ্চয়ের অনির্ভরযোগ্য বাহনে পরিণত করে। মুদ্রাস্ফীতি ধীরে ধীরে আর্থিক সম্পদের ক্রয় ক্ষমতার ক্ষয় সাধন করে এবং এভাবে কিছু লোককে, তাদের অজ্ঞাতসারে হলেও, অন্যদের উপর জুলুম করার সুযোগ করে দেয়। এরূপে মুদ্রাস্ফীতি মুদ্রা-ব্যবস্থার দক্ষতা ব্যাহত করতে যতটা সক্ষম হয়, সামাজিক কল্যাণও ঠিক ততটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উৎপাদনশীল কর্ম প্রচেষ্টার (যাকে ইসলাম আদর্শ বলে ঘোষণা করেছে) পরিবর্তে ফটকা কারবারকে (ইসলাম যাকে নিরুৎসাহিত করেছে) পুরস্কৃত করা এবং আয় বৈষম্যকে (ইসলাম যাকে ঘৃণা করেছে) তীব্রতর করার মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নৈতিক মূল্যবোধকেও বিকৃত করে দেয়। সুদমুক্ত অর্থনীতির সাথেও মুদ্রাস্ফীতির বিরোধ রয়েছে। কেননা মুদ্রাস্ফীতি সুদমুক্ত অর্থনীতির সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণার মূল কার্যকারণকেই (Raison detre) ক্রমশঃ বিলোপ করে দেয়ার প্রয়াস পায়। ইসলাম ঋণ গ্রহীতার প্রতি অবিচারকেও অনুমোদন করেনি। কিন্তু উত্তম ঋণ (করজে হাসানা) অর্থাৎ বিনা সুদে ঋণ দান অথবা মুনাফার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রদত্ত ঋণের প্রকৃত মূল্য হ্রাসের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিঃসন্দেহে এরূপ ঋণ দাতার উপর জুলুম চাপিয়ে দেয়।

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী বিরাজমান মুদ্রাস্ফীতিজনিত পরিস্থিতি মোকাবিলার

www.bjilibrary.com

জন্য যাবতীয় আয় ও আর্থিক সম্পদের মূল্যের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (Indexation) বা আর্থিক সংশোধন (Monetary Correction) ব্যবস্থার আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। এতে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পাবে এবং ইসলামী অর্থনীতির উক্ত আর্থ-সামাজিক সুবিচারের শর্তও পূর্ণ হবে। কিন্তু যথার্থ আর্থিক সংশোধন করতে হলে, কেবলমাত্র আয় অথবা আর্থিক সম্পদের মূল্যের ক্ষতিপূরণ করাই যথেষ্ট হতে পারে না; বরং এজন্য ব্যক্তিগত ভোগ ও বিনিয়োগের নমুনা (Consumption and Investment pattern of Individuals) দ্বারা নির্ধারিত ক্রয় ক্ষমতার মূল্যের ক্ষতিপূরণ করাও আবশ্যক। তা ছাড়া, একটি মাত্র সাধারণ সূচকের (universal Index) ভিত্তিতে আয় ও আর্থিক সম্পদের মূল্য-ক্ষতিপূরণের দ্বারা আর্থ-সামাজিক সুবিচারের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব নয়, এজন্য বিভিন্ন ব্যয় (different expenditure pattern) নমুনা ভিত্তিক বহুসংখ্যক সূচক (Several Index) ব্যবহারের প্রয়োজন হবে। কিন্তু পদ্ধতিগত জটিলতা এবং উর্চ্চ প্রশাসনিক ব্যয়ের কারণে একটিমাত্র সাধারণ সূচকের ভিত্তিতে আয় ও আর্থিক সংযোজন (Index Linking) বাস্তবায়ন করাও এ যাবৎ সম্ভব হয়নি। আর এজন্য কেবলমাত্র কতিপয় আয় ও আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রেই মূল্য-ক্ষতিপূরণ করার প্রচেষ্টা চলে আসছে। বিশেষ করে মজুরী, বেতন ও অবসর ভাতার ক্ষেত্রসমূহেই এপদ্ধতি বেশী ব্যবহৃত হচ্ছে। কতিপয় আর্থিক সম্পদ, যেমন ব্যাংক ঋণ এবং আমানত, সরকারী বন্ড, (Govt. bonds)কর, ভাড়া এবং বন্ধকের ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার করা হচ্ছে।৪

বস্তুতঃ মূল্যের ক্ষতিপূরণ দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি জনিত বৈষম্যের আংশিক অবসান সম্ভব হতে পারে; মুদ্রাস্ফীতির প্রতিকার করা এর দ্বারা আদৌ সম্ভব নয়; বরং এ ব্যবস্থা মুদ্রাস্ফীতিকে আরও বাড়িয়েও তুলতে পারে।৫ মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস না পেলে এবং এর প্রতিবিধানকারী মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি ও আয়নীতি গৃহীত না হলে, মূল্যের ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি নিজেই ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।৬ এটা স্পষ্ট যে, মূল্যের ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির বাস্তবায়ন সীমিত পরিসরেই সম্ভব এবং কেবল মাত্র মুদ্রাস্ফীতির সাময়িক উপসমের জন্যই এ ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করা যেতে পারে।

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি রোধের জন্য শরীয়ত নির্দেশিত আর্থ-সামাজিক সুবিচারের নীতির সাথে সংগতিপূর্ণ বিকল্প স্থায়ী ব্যবস্থা হচ্ছে, মূল্যকে স্থিতিশীল করা, মূল্যের ক্ষতিপূরণ করা নয়।

ইসলামী আইনপ্রণেতাগণ আজ পর্যন্ত করজে হাসানার মূল্য-ক্ষতিপূরণের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করে আসছেন। তাঁরা সাধারণভাবে একে মূলতঃ সুদের সমতুল্য বিবেচনা করছেন। তাদের এ বিরোধিতা অর্থনৈতিক কারণেও সমর্থনযোগ্য; কেননা সুদমুক্ত ঋণদাতার প্রতি সুবিচার করার মহৎ উদ্দেশ্যে এই

www.bjilibrary.com

ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হলেও, ঋণগ্রহীতার উপর বিরাট জুলুমের সূত্রপাত হবার সম্ভাবনাও এতে রয়েছে।৭

ইসলামী মূল্যবোধ এবং মুদ্রাস্ফীতি পরস্পর বিরোধী। অপরপক্ষে দীর্ঘস্থায়ী মন্দা এবং বেকরাত্বও ইসলামে সমর্থন যোগ্য নয়। মন্দা ও বেকারত্ব জনগণের বিশেষ অংশের দুর্দশার কারণ হয় এবং তা ব্যাপক ভিত্তিক আর্থ-সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। মন্দা অনিশ্চয়তা বাড়ায় এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহণে বিনিয়োগকারীগণকে নিরুৎসাহিত করে। সুতরাং ইসলামের সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনের স্বার্থে মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দার মূলোৎপাটন করে, অর্থনৈতিক অস্থিরতা দূর করা বা একে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বিধান করা ইসলামী রাষ্ট্রের অবশ্য করণীয় হওয়া উচিত।

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা বা গ্রহণ-বর্জনকে (Trade off) একটি সাধারণ নীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে এরূপ সমঝোতার ধারণা (Trade off) প্রশ্নাতীত নয়। মুদ্রাস্ফীতি যেমন অবিচার মূলক এবং দীর্ঘ মেয়াদী কল্যাণের পরিপন্থী, জনসম্পদের বেকারত্বও তেমনি অবশ্যই ন্যায়পরায়ণতা বিরোধী। এটা শুধু মানুষ আল্লাহর খলিফা হওয়ার ধারণার বিরোধী তাই নয়, বরং তা আয়ের সুষম বন্টনকেও অসম্ভব করে তোলে। তাছাড়া, পূর্ণ কর্মসংস্থানের জন্য মুদ্রাস্ফীতিকে মেনে নেয়া জরুরী, অথবা মুদ্রাস্ফীতি এড়াতে হলে বেকারত্বকে বরদাশত করা আবশ্যক, এ ধারণাও সন্দেহমুক্ত নয়।৮

ইসলামী ব্যবস্থায় বেকারত্ব যেমন অবাঞ্ছিত, তেমনি মুদ্রাস্ফীতিও অনাকাংখিত। তাই ইসলামী অর্থনীতিকে বেকারত্ব এবং মুদ্রাস্ফীতির আশংকা মুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। এজন্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আবশ্যক হলেও তা করতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ, মুদ্রাস্ফীতি এড়ানোর প্রয়োজনে মোট চাহিদা কমিয়ে আনা জরুরী হয়ে উঠতে পারে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সুবিচার এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক কল্যাণের সামগ্রিক স্বার্থে এমন একটি নৈতিকমান (Value judgement) গড়ে তুলতে হবে, যা চাহিদাকে স্থিতিশীল রাখবে বা কমিয়ে আনবে এবং এর উপায়-পন্থা নির্ধারণ করবে। যে কোন আদর্শিক ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চহার অর্জনের জন্য অনাবশ্যকীয় খাতে চাহিদা সম্প্রসারিত করার অনুমোদন সমর্থনযোগ্য নয়। আবার চাহিদার অনুরূপ সম্প্রসারণের ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বিচারে মোট চাহিদা হ্রাস করা, অন্য কথায়, বেকারত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বর্ধিত করাও সমভাবেই অসমর্থনীয়।

www.bjilibrary.com

একইভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থানকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য, প্রয়োজন হলে, উৎপাদন কাঠামোর পূণর্গঠন এবং যথোপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগে পিছপা হওয়া যাবে না। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, মুদ্রাস্ফীতি ও বেকারত্ব পরিহার এবং ব্যাপক ভিত্তিক অর্থনৈতিক কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যশীল বাস্তব ও যুক্তিসংগত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার নিশ্চিত করতে হলে, একদিকে যেমন মোট চাহিদার নিয়ন্ত্রণ, উৎপাদন কাঠামোর পূণর্গঠন ও যথোপযুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগ আবশ্যক, আপর দিকে তেমনি, পরস্পরের সাথে সামঞ্জস্যশীল যথার্থ মুদ্রানীতি, রাজস্বনীতি ও করনীতি গ্রহণ করাও জরুরী।

৪। সঞ্চয় সমাবেশকরণ

এটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। কারণ ইসলাম সঞ্চয় অলসভাবে জমিয়ে রাখাকে (Hoarding) খুবই অপছন্দ করেছে এবং এর আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সঞ্চয়ের উৎপাদনশীল ব্যবহারের তাকিদ দিয়েছে। কিন্তু সঞ্চয়কারীদের প্রত্যেকের পক্ষে নিজ নিজ সঞ্চয়ের উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করা সম্ভবপর নয়। তাই ইসলামের এই শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে উপযুক্ত ও দক্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের। এই প্রতিষ্ঠান জনগণের অলস সঞ্চয় সমূহ সমাবেশ করবে এবং একে উৎপাদনশীল খাতে সঞ্চালন করবে। সুতরাং এই প্রতিষ্ঠানকে সকল প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সমন্বয়ে পূর্ণ দক্ষ ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে এগুলো অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রকৃত এবং অমুদ্রাস্ফীতিকর যাবতীয় সরকারী ও বেসরকারী বিনিয়োগের প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হয়।

ইসলাম 'রিবা' বা সুদকে হারাম করেছে। ইসলামী আইনবেত্তাগণের দেয়া সজ্ঞায় সঞ্চয় বা ঋণের উপর পূর্বনির্ধারিত হারে অতিরিক্ত আয়কেই রিবা বলা হয়েছে। সঞ্চয়কারী বা সঞ্চয় ব্যবহারকারী কাকেও সুদ গ্রহণ বা সুদ দেয়ার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। আইনবিদগণ অবশ্য মুনাফার লেন-দেনকে বৈধ বলেছেন। তাঁদের মতে সুদের ন্যায় মুনাফার হার পূর্বনির্ধারিত নয় এবং মুনাফা ঋণাত্মক বা ধনাত্মক উভয়ই হতে পারে। [৯] সুতরাং ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের স্বার্থে সঞ্চয়ের সমাবেশ ও সঞ্চালন করার জন্য একটি ব্যাংক ব্যবস্থা অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ন্যায়, সুদের ভিত্তিতে নয়, বরং লাভ বা লোকসান যাই হোক, একমাত্র নীট আয়ের (Net Income) অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এই ব্যাংক পরিচালিত হবে।

তদুপরি ইসলামী অর্থনীতিকে এতটা সাবলীল করে গড়ে তুলতে হবে, যাতে কখনও এর অলস প্রাকৃতিক সম্পদ ও বেকার জনশক্তিকে লাভজনক কাজে ব্যবহারের জন্য পর্যাপ্ত চাহিদা সৃষ্টি করা সম্ভব না হলেও, এই অর্থনীতি মুদ্রাস্ফীতি না ঘটিয়ে যথেষ্ট পরিমাণ মুদ্রা সম্প্রসারণ করতে সক্ষম হয়।

www.bjilibrary.com

৫। অন্যান্য কাজ

সঞ্চয়ের সফল সমাবেশ এবং বাঞ্ছিত উৎপাদন খাতে এর দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়নশীল অর্থনীতির আর্থিক প্রয়োজন পূরণ করার সাথে সাথে ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা আরও কতিপয় কাজ আঞ্জাম দিবে। ইসলামী ব্যাংককে প্রাথমিক (primary) ও মাধ্যমিক (secondary) মুদ্রাবাজার গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী ব্যাংককে কমপক্ষে প্রচলিত ব্যাংকের সমমানের দক্ষতা সহকারে জনগণের যাবতীয় ব্যাংকিং কাজ আঞ্জাম দেয়া এবং সরকারের অমুদ্রাস্ফীতিকর আর্থিক প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হতে হবে।

আর্থিক সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ সমাবেশের প্রয়োজনেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মুদ্রাবাজার গড়ে তোলা অপরিহার্য। আর্থিক সম্পদকে উৎপাদন কাজে খাটাতে সক্ষম বিনিয়োগকারীদের অর্থ সরবরাহের জন্য প্রাথমিক মুদ্রা বাজার থাকা জরুরী। আর প্রয়োজনে সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীগণ যাতে তাদের বিনিয়োগকে নগদ অর্থে রূপান্তরিত করাতে পারে, সেজন্য মাধ্যমিক মুদ্রা বাজার থাকা দরকার। মাধ্যমিক বাজারের অনুপস্থিতি, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে, সঞ্চয়কারীদের অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরে রাখতে বাধ্য করে। ফলে তা সঞ্চয়ের অলস মজুদ বাড়িয়ে দেয়, সঞ্চয়কে এর স্বাভাবিক ভূমিকা পালন থেকে বিরত রাখে এবং এভাবে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার কমিয়ে আনে।

স্থিতিশীল, সুদমুক্ত এবং সমাজ কল্যাণধর্মী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা কি সম্ভব?

বর্তমান বিশ্বে সব কটি মুসলিম দেশই উন্নয়নশীল অর্থনীতির অধিকারী। এ অবস্থায় এখানে সুবিচারপূর্ণ, স্থিতিশীল, সুদমুক্ত ও সমাজ কল্যাণধর্মী ইসলামী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তোলা কি সম্ভব? অবশ্যই সম্ভব। তবে এজন্য প্রণীত প্রকল্পকে অবশ্যই বাস্তবানুগ হতে হবে। মুসলিম সরকার সমূহের জটিল আর্থিক সমস্যার সমাধান, বেসরকারী খাতে সঞ্চয় বৃদ্ধি, সঞ্চয়ের দক্ষতাপূর্ণ সমাবেশ এবং ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাঞ্ছিত হার অর্জন, ইত্যাদি, বিষয়ে বাস্তব ও সহজসাধ্য প্রস্তাবনা সমন্বয়ে বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে, একাজ মোটেই অসম্ভব নয়।

খ) কতিপয় মৌলিক সংস্কার

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হাসিল করতে হলে প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে, এর মুদ্রা ও ব্যাংক পদ্ধতির মৌলিক সংস্কার অত্যাবশ্যক। এই সংস্কার প্রচেষ্টার প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ হবে সুদকে সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করা। এছাড়া আরও কতিপয় জরুরী পরিবর্তনও আনতে হবে। নিম্নে সংক্ষেপে এ সংক্রান্ত কয়েকটি অপরিহার্য সংস্কার প্রস্তাব

www.bjilibrary.com

পেশ করা হলো। এ সব সংস্কার ব্যতীত প্রচলিত ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য হাসিল করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

১। বিলাসবহুল ভোগ ও অপচয়মূলক ব্যয় বন্ধ করা

আত্মসংযম এবং মিতাচারই হচ্ছে ইসলামের সার কথা। আল-কুরআন অমিতব্যয় ও বিলাসবহুল ভোগকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে। "খাও, পান কর, অমিতব্যয়ী হয়োনা; কারণ তিনি (আল্লাহ) অপব্যয়কারীকে পছন্দ করেন না।" (৭ : ৩)। "যখন তারা (নিষ্ঠাবান মুসলিম) ব্যয় করে, তখন অপব্যয় বা কার্পণ্য করে না, কারণ এতদুভয়ের মাঝপথই হচ্ছে সঠিক পথ" (২৫:৬৭)। মোট কথা, বিলাসিতা ও অপচয়ের ব্যাপারে ইসলাম এক সার্বজনীন ও বুদ্ধিবৃত্তিক আবেদন পেশ করেছে এবং ভোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিমাণগত বিধি-নিষেধের পরিবর্তে গুণগত নিষেধ আরোপ করেছে। একজন নৈতিকতা সচেতন ও বিনয়াবনত মুসলিমের পক্ষে, তার জন্য সমীচীন বলে বিবেচিত হয়, এমন ভাবেই ব্যয় করা উচিত।

ইসলাম যেহেতু সামাজিক সমতা এবং ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী, সেহেতু এ মূল্যবোধকে বিনষ্ট বা দুর্বল করতে পারে, এমন আচার পদ্ধতি অবশ্যই পরিহার করে চলতে হবে। আড়ম্বর ও জাঁকজমকপূর্ণ, প্রদর্শনীমূলক ও দাম্ভিকতাপূর্ণ ব্যয় ধনী-দরিদ্রের মধ্যে বিরাজমান সামাজিক ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই ইসলামে এ রূপ ব্যয় অত্যন্ত নিন্দনীয়। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ তাদের প্রতি ফিরে তাকান না, যারা দম্ভভরে পোশাক পরিধান করে।" ১০ "আল্লাহ তোমাদের বিনয়ী হবার শিক্ষা দেয়ার জন্য আমার প্রতি আদেশ করেছেন, যাতে তোমরা একে অন্যের ক্ষতি না কর এবং ঔদ্ধত্য না দেখাও।" ১১

কুরআন ও সুন্নায় অপব্যয়কে যেমন নিরুৎসাহিত করা হয়েছে, সঞ্চিত অর্থ অলসভাবে ফেলে রাখাকেও তেমনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে। শরীয়তের সীমার মধ্যে থেকে নিজের এবং অন্যদের কল্যাণার্থে ব্যবহারের উদ্দেশ্যেই আল্লাহর সম্পদ প্রদত্ত হয়েছে এবং একমাত্র এভাবেই সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে। সম্পদ অলসভাবে ফেলে রাখা এবং বৈধ ভোগে এর ব্যয় না করা বা সাধারণের কল্যাণার্থে (যাকাত, সাদাকা ও অনুরূপ দান রূপে) দান করা থেকে বিরত থাকা বা উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ না করাকে ইসলাম নিন্দনীয় কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে। "এবং যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদের কঠিন পীড়াদায়ক শাস্তির খবর দাও" (৯ : ৩৪)। নবী করীম (সাঃ) উৎপাদনশীল সম্পদ বেকার ফেলে রাখাকে এই বলে নিন্দা করেছেন : "জমির মালিককেই তার জমি আবাদ করতে দাও, যদি সে তা না করে, তবে তার ভাইকে তা আবাদ করতে দিবে।"১২

www.bjilibrary.com

খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এই বলে মুসলিমদের পরামর্শ দিতেন যে, "যার অর্থ আছে, তাকে তা বিনিয়োগ করতে দাও এবং যার জমি আছে, তাকে তা উন্নয়ন করতে দাও।"১৩

সুতরাং মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থাকে এমনভাবে সুসংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে, যাতে একই সাথে তা একদিকে অপব্যয়কে নিরুৎসাহিত করতে পারে এবং অপরদিকে সঞ্চয়ের দক্ষতাপূর্ণ সমাবেশ ও বিনিয়োগকে সামাজিকভাবে প্রয়োজনশীল উৎপাদন খাতে পরিচালিত করতে পারে। ইসলামী ব্যাংক ও অর্থ ব্যবস্থা কোন অবস্থায়ই, ইসলামী মূল্যবোধের দৃষ্টিতে কম গুরুত্বসম্পন্ন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন এবং ভোগের সুযোগ সৃষ্টি করবে না বা এতে উৎসাহ যোগাবে না। মনে রাখতে হবে, ব্যাংকে জমাকৃত সাকূল্য অর্থের মালিক হচ্ছে সমাজ। আর ব্যাংক যেহেতু ওই তহবিল থেকেই ঋণ দেয়, সুতরাং এই ঋণ প্রথমতঃ সমাজের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য-সামগ্রীর উৎপাদন ও বন্টন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যেই বরাদ্দ করা উচিত। অতঃপর অর্থ উদ্বৃত্ত হলেই কেবল অন্যান্য খাতে ঋণ দেয়া যেতে পারে। পুঁজিবাদের ন্যায় নৈতিকমান (Value Judgement) নিরপেক্ষতার অবকাশ ইসলামে নেই। কুরআন–সুন্নায় নির্দেশিত মূল্যবোধই ইসলামী ব্যবস্থার প্রাণশক্তি। একে এড়িয়ে চলার কোন পথ নেই। পুঁজিবাদে সর্বাধিক দক্ষতায় পৌছার মানদন্ড হচ্ছে, সকল প্রকার বিনিয়োগের প্রান্তিক উৎপাদন হারের সমতা বিধান (Equalisation of Marginal Productivity) করা। সামাজিক অগ্রাধিকারের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। একারণে এখানে দুষ্প্রাপ্য পুঁজি বিলাস সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত হয় এবং আবশ্যকীয় পণ্যের উৎপাদন বাঞ্ছিত পরিমাণ অপেক্ষা কম হয়।১৪ সুতরাং দক্ষতাকে বুঝতে হলে ইসলামী মূল্যবোধের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রেক্ষিতেই বুঝতে হবে, সুদ এবং মুনাফার মানদন্ডে নয়।

অপচয়মূলক ব্যয় পরিহার এবং ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার, ইত্যাদি, নির্দেশসমূহ কেবল ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়; বরং সরকারের বেলায়ও তা সমভাবে প্রযোজ্য। এমনকি, এক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আরও অধিক। সরকার যে সম্পদ ব্যবহার করে তা জনগণের। ইসলামের নির্দেশ মোতাবেক জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্যই, আমানতদার হিসেবে, সরকারের হাতে এ সম্পদ ন্যাস্ত করা হয়েছে। সুতরাং সরকারকে এমনভাবে অর্থ ব্যয় করতে হবে, যাতে সামাজিক কল্যাণ ও ইসলামের আর্থ–সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সরকারী ব্যয়ের অবদান, কমপক্ষে, এই ব্যয়ের অর্থ যোগানের জন্য কৃত সামাজিক ত্যাগের সমান হয়। কেবল এই মানদন্ডে উত্তীর্ণ সরকারী ব্যয়ই যুক্তিসংগত বলে বিবেচিত হতে পারে।

২। বর্ধিত মূলধন শেয়ার (Equity) সরবরাহ করা

সুদের বিলুপ্তি, ইসলামী অর্থনীতিতে, ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে

www.bjilibrary.com

আনবে এবং প্রধানতঃ মূলধন শেয়ারের (Equity) উপর নির্ভরশীলতা অপরিহার্য করে তুলবে। তাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির তুলনায় ইসলামী অর্থনীতিকে মূখ্যত শেয়ার ভিত্তিক হতে হবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রধানতঃ ঋণ ভিত্তিক। এতে উল্টো পিরামিডের ন্যায় শেয়ার মূলধনের ক্ষুদ্র বুনিয়াদের উপর বিরাট অর্থ প্রসাদ গড়ে তোলা হয় ১৫। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতিতে বর্ধিত পরিমাণ আর্থিক সম্পদের কারবারকে একান্তভাবে শেয়ারের উপরই নির্ভর করতে হবে। স্থির মূলধন (Fixed Captial) অথবা চলতি মূলধন (Working Captial), যাই হোক না কেন, কারবারে স্থায়ী প্রকৃতির আর্থিক প্রয়োজন দেখা দিলে, তা শেয়ারের মাধ্যমেই পূরণ করতে হবে, ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ করে নয়। অবশ্য এই বর্ধিত শেয়ার সংগ্রহ করার পদ্ধতি কি হবে– যৌথ মূলধনী কারবার, না অংশীদারী কারবারের ভিত্তিতে এ মূলধন সংগ্রহ করা হবে–এ প্রশ্ন এখানে তেমন গূরুত্বপূর্ণ নয়। ইসলামী অর্থনীতিতে ঋণ গ্রহণের অনুমতি কেবলমাত্র মূলধনের সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্যই দেয়া যেতে পারে। 'ব্রীজ ফাইন্যান্সিং'-এর প্রয়োজনে, অর্থাৎ মৌসুমী তেজিভাবের দরুণ কারবারে সাময়িক অর্থ চাহিদা দেখা দিলে, তা তাৎক্ষণিকভাবেই পূরণ করতে হয়। এত অল্প সময়ে শেয়ার বর্ধিত করা যেমন অসম্ভব, তেমনি অনভিপ্রেত। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় এসব ক্ষেত্রে ঋণ গ্রহণের অনুমতি থাকতে পারে। কিন্তু স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ গ্রহণের কোন যৌক্তিকতা ইসলামে নেই। ঋণের উপর নির্ভরশীলতার অর্থ এই যে, ঋণগ্রহীতা তার কারবারের মালিকানায় অন্যকে অংশ দিতে নারাজ এবং ব্যবসা সম্প্রসারিত করে, এর ফলাফলে আর কাউকে ভাগ দিতে অপ্রস্তুত। অথবা ঋণদাতার পক্ষে এর অর্থ এই যে, ঋণদাতা কারবারের ঝুঁকি গ্রহণে সাহসী নয় এবং সে কেবল পূর্ব-নির্ধারিত হারে ইতিবাচক আয়েরই প্রত্যাশী। ইসলামে এ উভয় মনোবৃত্তিই অবাঞ্ছিত।

ইসলামী আইনবেত্তাগণ মূদারাবাহকে হালাল বলে অনুমোদন করেছেন, ১৬ এতে কোন সন্দেহ নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, মূদারাবাহ এক ধরনের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা চুক্তি বিশেষ। 'সাহেব আল-মাল' (মূলধনের মালিক) এখানে ঋণদাতা নয়; বরং কারবারের প্রকৃত মালিক। অবশ্য মোট মূলধনের অংশ অনুপাতেই কারবারে তার মালিকানা নির্ধারিত হয়। আর 'মূদারিব' (ঋণগ্রহীতা) হচ্ছে মূদারাবাহ কারবারের ব্যবস্থাপক বা উদ্যোক্তা। মূদারিব মূদারাবাহ চুক্তি অনুযায়ী সাহেব আল-মাল কর্তৃক সরবরাহকৃত তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও কারবার পরিচালনা করে। মূদারাবাহ চুক্তির সম্পর্ক কোন বিশেষ কাজ বা কারবারের সাথে। মূদারাবাহ শেয়ার খুবই সাময়িক প্রকৃতির। যে বিশেষ কাজ বা উদ্দেশ্যে মূদারাবাহ কারবার শুরু করা হয়, সেই কাজ শেষ হলে বা এর উদ্দেশ্য অর্জিত হলেই মূদারাবাহ চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

এতে সাহেব আল-মালের (পুঁজির মালিকের) দায়িত্ব (Liability) তার পুঁজির সমপরিমাণ, তার অধিক নয়। ১৭ মুদারাবাহ কারবারে, লাভ ক্ষতি যাই হোক, কারবারের ব্যবস্হাপক বা উদ্যোক্তা তার কাজের বিনিময়ে কোন নির্ধারিত আয় বা মজুরী গ্রহণ করতে পারে না। সুদ হারাম হবার কারণ সমূহের ভিত্তিতে ইসলামী আইনবেত্তাগণ এরূপ মজুরী গ্রহণ অনুমোদন করেননি। তবে কারবারে যদি লাভ হয়, তাহলে ব্যবস্হাপক পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি মোতাবেক তার জন্য নির্ধারিত মুনাফার অংশ পাবে। কিন্তু কারবারে লোকসান হলে, সে তার কাজের জন্য কিছুই পাবে না। এক্ষেত্রে তার লোকসানের পরিমাণ হবে তার উক্ত কাজের সুযোগ ব্যয়ের (Opportunity Cost) সমান। তবে কারবারের মূলধনে তার অংশ থাকলে, সেই অংশের আনুপাতিক ক্ষতি তাকে অবশ্যই বহন করতে হবে। কেননা ফকীহ্‌দের মতে, মূলধনের ক্ষয়ই হচ্ছে লোকসান। এই যুক্তি ইসলামের সুদ মুক্ত অর্থনৈতিক মডেলের সাথে পূর্ণ সংগতিশীল। আধুনিক পরিভাষায় বললে এই বলা যায় যে, বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে শরীয়ত, ঋণদান ঋণগ্রহণ সম্পর্ক অপেক্ষা (Borrowing–Lending) বিনিয়োগ-ব্যবস্হাপনা সম্পর্ককে (Investment–Management), অধিক পছন্দ করে।

ঋণের মাধ্যমে অর্থ যোগানদানের পরিবর্তে শেয়ারের ভিত্তিতে অর্থ সরবরাহ ব্যবস্হা চালু করা হলে, পুঁজিবাদের ন্যায় ক্ষুদ্র শেয়ার বুনিয়াদের উপর প্রকান্ড অর্থ-প্রাসাদ গড়ে উঠার আশংকা দূর হবে। এ ব্যবস্হা কারবারের মালিকানাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিবে এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টনে বিরাট অবদান রাখবে। তবে এখানে এ আশংকা রয়েছে যে, কারবারের মালিকানা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়ে গেলে, বিরাট সংখ্যক শেয়ার হোল্ডার হবে খুব সীমিত আর্থিক সংগতির অধিকারী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শেয়ারের মালিক। ফলে সামর্থ ও আগ্রহের অভাবে কারবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা এদের পক্ষে সম্ভব হবে না। আর এরূপ হলে, বড় বড় কারবারের ক্ষেত্রে, সকল ক্ষমতা কেবল কতিপয় হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়বে। কারবার খুব বৃহৎ আকৃতির হলে যথেষ্ট প্রতিযোগিতা থাকে না এবং কিছুসংখ্যক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কারবারের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে অন্যদের বোকা বানিয়ে সুযোগ লুটতে পারে। এসব কারণে ইসলামী অর্থনীতিতে কারবারের ব্যাপ্তি ক্ষুদ্র ও মধ্যম আয়তনের হওয়াই অধিকতর পছন্দনীয়। বৃহদায়াতন কারবারের অনুমতি কেবল সমাজ স্বার্থের প্রয়োজনেই দেয়া যেতে পারে। তবে সেক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে জনস্বার্থ হেফাজতের জন্য কারবারের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে এবং বৃহদায়তনের সুযোগে কায়েমী স্বার্থ যাতে নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩। ব্যাংকের ক্ষমতা হ্রাস করা

পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে ব্যাংক সমাজ থেকে যে পুঁজি সংগ্রহ করে তা কয়েকটি মাত্র পরিবারের ভাগ্য গড়ার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়। ডি.এম. কোজ তাই বলেছেন, "পুঁজিবাদে দক্ষতা নয় বরং পুঁজির মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণই হচ্ছে অর্থনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি।" যুক্তরাষ্ট্রের উৎপাদন সংস্থাসমূহের (manufacturing corporations) শতকরা ৬০ ভাগই মাত্র ২শ' বৃহৎ সংস্থার এখতিয়ারভূক্ত। ফলে এই ২শ' বৃহৎ সংস্থাই দেশের রাষ্ট্রীয় এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটিয়ে থাকে, আর এদের ঋণদাতা হচ্ছে ব্যাংক। ফলে সেখানে যাবতীয় ক্ষমতা আসলে ব্যাংকারদের হাতেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে।[১৮] এ বিষয়ে প্যাটম্যান রিপোর্টের মন্তব্যে বলা হয়েছে, "এ দেশে (যুক্তরাষ্ট্র) বৃহৎ ব্যাংকগুলো অর্থনীতির ক্ষেত্রে একক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। [১৯] রিপোর্টে এই মর্মে সতর্ক করা হয়েছে যে, ব্যাংকের এই ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ফলে প্রতিযোগিতার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে এবং মারাত্মক স্বার্থদ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে।[২০] দি সিকিউরিটি এন্ড একচেঞ্জ কমিশন রিপোর্টের উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে, "আমেরিকায় বৃহৎ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে, ব্যাংকসমূহ প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী।" সেখানকার কোম্পানী, বিশেষ করে, বৃহৎ কোম্পানীগুলোর সিকিউরিটি ব্যাংক সমূহের প্রধান বিনিয়োগ এবং এজন্য ব্যাংকগুলো এসব কোম্পানীর উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব খাটিয়ে থাকে।[২১] ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের ২শ' বৃহত্তম অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (Non-Financial) উপর এক জরিপ চালান হয়। উক্ত জরিপের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, এই বৃহৎ অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এক বিরাট অংশ আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ষ্টক (Stock) ক্রয় করে অথবা এদেরকে মূলধন যোগান দেয় এবং এদের উপর নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে থাকে। তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্রভাব খাটানোর কথা সাধাণতঃ অস্বীকার করে। কিন্তু ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা বলে যে, এ অস্বীকৃতিকে এর বাহ্যিক অর্থে মেনে নেয়া যায় না।[২২] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতিগণ ব্যাংকের মাধ্যমে "অন্য লোকদের মূলধন ব্যবহারের সুযোগ পায়।"[২৩] ব্যাংকগুলো ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হওয়ার প্রধান কারণ এটাই। 'রকফেলার' এবং 'মেলোন'রা তাই নিজেদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা সংস্থাসমূহের নিয়ন্ত্রণে অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, সর্বাধিক ধনশালী এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান পুঁজিপতিরা ব্যাংকের মাধ্যমেই কাজ করে এবং ক্ষমতা খাটিয়ে থাকে[২৪]।

পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থায় 'ক্ষমতা-পিরামিডে'র গড়ন উল্টো হবার কারণ হচ্ছে এর ক্ষুদ্রতম শেয়ার ভিত্তি। এই উল্টো পিরামিডের গোড়ায় রয়েছে

www.bjilibrary.com

প্রাথমিক আমনতের অবস্থান; এই স্বল্পতম প্রাথমিক আমানতই ব্যাপক পরোক্ষ আমানতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ১৯৭৬ সালে আমেরিকার বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে শেয়ার হোল্ডারদের মোট শেয়ার ছিল ৭৩.১ বিলিয়ন ডলার। উদ্বৃত্ত ও ষ্টক ১৬.৪ বিলিয়ন, অবন্টিত মুনাফা এবং আপৎকালীন জামানত (reserve against contingencies) ৫৬.৭ বিলিয়ন; অথচ সে সময়ে তারা সর্বমোট ১.080 বিলিয়ন ডলার মূল্যের অর্থাৎ চৌদ্দ গুণেরও বেশী সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ রাখতো।[২৫] উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণকারীগণ এই বিরাট সম্পদের অতি নগণ্য অংশ, অর্থাৎ মাত্র ১৬.৪ বিঃ ডলারের মালিক ছিল।

ব্যাংক এর স্বাভাবিক কার্যাবলীর মাধ্যমে একজন সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের জন্য যে নীট আয় উপার্জন করে তার পরিমাণ উক্ত শেয়ার হোল্ডারের স্বাভাবিক আয় অপেক্ষা বেশী হবার কথা নয়। কিন্তু ব্যাংকের উপর প্রভাবশালী কতিপয় সুবিধাভোগী লোক নানাবিধ কূটকৌশলের মাধ্যমে এমনসব ব্যক্তিগত সুবিধা ভোগ করে থাকে যা দমন বা নিয়ন্ত্রণ করা অতি দুরুহ। প্রভূত অর্থনৈতিক ক্ষমতার বলে তারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রভাব খাটিয়ে থাকে এবং সমাজের অতিশয় ক্ষমতাবানদের মধ্যে নিজেদের স্থান করে নেয়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাংকসমূহ শেয়ারের মাধ্যমে যে মূলধন সংগ্রহ করে তার পরিমাণ সাধারণতঃ অতি স্বল্প হয়, এমনকি, বাণিজ্যিক ব্যাংকের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের চেয়েও শেয়ার মূলধনের পরিমাণ কম থাকে। অবশ্য শেয়ার আমানতের হার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলে অন্য কথা। অপরপক্ষে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায়, বেসরকারী খাতে অবস্থান করতে হলে, ব্যাংককে প্রধানতঃ এর পুঁজির বৃহত্তর অংশ ব্যাপক শেয়ার মালিকনার ভিত্তিতে সংগ্রহ করতে হবে। এতে সমাজের বৃহত্তর অংশে এবং অধিকতর ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাংকের সামগ্রিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা সম্ভব হবে। এতে কোন এক পরিবার বা গোষ্ঠীকে মোট শেয়ারের একটি সর্বোচ্চ অংশের অধিক শেয়ার নেয়ার অধিকার দেয়া যাবে না এবং কোন হোল্ডিং কোম্পানীকে ব্যাংকিং ব্যবসা করার অনুমতি দেয়াও উচিত হবে না। তদুপরি সমাজে অর্থনৈতিক ক্ষমতা যাতে কতিপয় হাতে কেন্দ্রীভূত হতে না পারে, সেজন্য ব্যাংকের পরিচালক মন্ডলী পরিষদের (Board of Directors) সদস্যবৃন্দ অথবা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অন্য কোন কারবারের পরিচালক বা ব্যবস্থাপক হবার সুযোগও বন্ধ করতে হবে। এ ব্যবস্থা কতিপয় পরিবারের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়ার পথ রোধ করে ব্যাংকের ক্ষমতা ছড়িয়ে দিতে সহায়ক হবে।

www.bjilibrary.com

প্রচলিত ব্যবস্হায় যদিও মুদ্রা ইস্যু করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উপর ন্যস্ত, তবু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কতিপয় পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অধীনে সমাগ্রিকভাবে বাণিজ্যিক বাংকগুলোও আমানত সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং প্রাথমিক আমানত এবং উৎপাদিত বা পরোক্ষ আমানত সমন্বয়েই ব্যাংকের মোট আমানত গঠিত হয়। ব্যাংক কর্তৃক নগদ রূপে রক্ষিত জমা বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত জমা হচ্ছে প্রাথমিক আমানত। আর বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ঋণ সম্প্রসারণ প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট আমানতকে বলা হয় উৎপাদিত বা পরোক্ষ আমানত। ১৯৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক আমানতের পরিমাণ ছিল ১২৯.৩ বিলিয়ন ডলার। বলা বাহুল্য যে, এই পরিমাণ ছিল সেখানকার মোট আমানতের মাত্র এক ষষ্ঠাংশ। অর্থাৎ সেখানে মোট আমানতের ছয় ভাগের পাঁচ ভাগই ছিল পরোক্ষ আমানত।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্হায় মোট মুদ্রা সরবরাহের (মুদ্রা+আমানত) এক বিরাট অংশই হচ্ছে উৎপাদিত আমানত। এই আমানত সৃষ্টির মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সমাজের নিকট থেকে ভর্তুকী (Subsidy) অথবা 'অর্থনির্মাণ আয় (seigniorage) (সৃষ্ট অর্থের আয় বা এর ক্রয় ক্ষমতা এবং এর উৎপাদন ব্যয়ের ব্যবধান) আদায় করে নেয়।২৬ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ 'ভর্তুকীলব্ধ আয় কাদের প্রাপ্য। প্রচলিত ব্যবস্হায় এই অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাত্র তিন শ্রেণীর লোকে ভোগ করছে। (এক) ব্যাংকের সাথে লেন-দেনকারী জনগোষ্ঠী। বিনামূল্যে ব্যাংকের সেবা গ্রহণের যে সুযোগ রয়েছে, তার মাধ্যমে এরা এই আয়ের সুফল ভোগ করছে; (দুই) সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা;এরা ব্যাংক থেকে নিম্নতর সুদে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে সুবিধা লুটে নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সৃষ্ট মুদ্রার জন্য সমাজের সুযোগ ব্যয় এবং সুদের প্রাথমিক (Prime) হারের মধ্যে যে প্রার্থক্য হয়, সমাজকে সেই পরিমাণ খেসারত দিতে হয় এবং (তিন) ব্যাংক মূলধনের অংশীদারগণ, যারা বর্ধিত মুনাফারূপে এই আয়ের ফল ভোগ করছে।২৭ সমাজের দরিদ্র, অভাবী এবং ব্যাংক লেন-দেনের সাথে অসংশ্লিষ্ট জনসাধারণ এইরূপ সৃষ্ট আমানত হতে কোন প্রকার প্রত্যক্ষ সুবিধা পায় না।

সুতরাং একথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে, ইসলামের সমাজ কল্যাণধর্মী আদর্শিক ব্যবস্হায় মুদ্রা সৃষ্টির ক্ষমতা সমাজের বিশেষ অধিকারভূক্ত হওয়া (Social Prerogative) বাঞ্চনীয় এবং এ থেকে প্রাপ্ত নীট আয় সমাজের সাধারণ কল্যাণার্থে, বিশেষ করে, দরিদ্র জনগণের ভাগ্যোন্নয়নে ব্যয়িত হওয়া দরকার।২৮ এই ব্যবস্হা কার্যকর করার জন্য দু'টি পন্হা অবলম্বন করা যেতে পারেঃ

প্রথমতঃ বাঞ্ছিত সংখ্যক ঋণগ্রহীতাকে সমাজের সাধারণ জনসমষ্টির দৈনন্দিন অভাব পূরণার্থে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সামগ্রী ও সেবা উৎপাদনের জন্য ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক সৃষ্ট ঋণকে ব্যাপকভিত্তিক অর্থনৈতিক কল্যাণে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ঋণ বরাদ্দে, খোদা প্রদত্ত অন্যান্য সম্পদ বন্টনের

www.bjilibrary.com

ন্যায়, ইসলামী সমাজের উদ্দেশ্য অর্জনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। অতঃপর সর্বোচ্চ প্রত্যক্ষ স্বাভাবিক মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রাখা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা কার্যকর করার জন্য ইসলামী মূল্যবোধ এবং লক্ষ্যের সাথে সংগতিশীল আদর্শভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা জরুরী। তাছাড়া এর দক্ষতাপূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক পদ্ধতিকেও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যশীল করে গড়ে তুলতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ বাদে উৎপাদিত আমানতের অবশিষ্ট সাকূল্য অংশকেই বাণিজ্যিক ব্যাংককে দেয়া মুদারাবাহ ঋণ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংক যদি জাতীয়কৃত হয় তাহলে এর সামগ্রিক নীট আয় আপনা থেকেই সরকারী কোষাগারে জমা হবে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক বেসরকারী খাতে থাকলে এর উৎপাদিত আমানত লব্ধ নীট আয় থেকে, মুদারাবাহ অংশীদার হিসেবে পূর্ব চুক্তি অনুসারে ব্যাংকের নিজস্ব প্রাপ্য গ্রহণ করার পর, অবশিষ্ট আয় সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। অতঃপর সরকার এ উৎস হতে প্রাপ্ত সাকূল্য আয় সমাজ কল্যাণমূলক কাজ, বিশেষ করে, এতীম ও অভাবীদের কল্যাণার্থে গৃহীত প্রকল্পসমূহে ব্যয় করবে। যাতে, কুরআনের ভাষায়, "সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে না থাকে।" (৫৯ : ৭)

উক্ত প্রস্তাবনার বিরুদ্ধে এ আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে যে, এটা ব্যাংককে অলাভজনক এবং সেজন্য অনাকর্ষণীয় ব্যবসায় পরিণত করবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে এর দ্বারা পূর্বে উল্লেখিত উৎপাদিত ঋণের আয় থেকে উপকার প্রাপ্ত তিন শ্রেণীর লোকের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুবিধাভোগী প্রাথমিক ঋণগ্রহীতাগণ। তাদের গৃহীত ঋণের উৎপাদন ক্ষমতা বেশী থাকার কারণে পরিবর্তিত অবস্থায় এর উপর উচ্চতর হারে মুনাফার অংশ পরিশোধ করতে হবে। সুতরাং এ শ্রেণীর সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহীতাদের অবশিষ্ট নীট আয়ের হার পূর্বের চেয়ে কমে যাবে। অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যাংককে প্রদত্ত প্রাথমিক সুদের হার এবং ইসলামী ব্যবস্থায় ব্যাংককে দেয় মুদারাবাহ মুনাফার হারের মধ্যে যে ব্যবধান হবে, তাদের আয় ঠিক সেই হারে হ্রাস পাবে। ব্যাংক সৃষ্ট ঋণ থেকে সুবিধা প্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে বিনামূল্যে ব্যাংকিং সেবা গ্রহণকারী জনগোষ্ঠী। প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ইসলামী ব্যাংক থেকে সমাজ সাধারণভাবে যে সুবিধা পাবে, সমাজের অংশ হিসেবে এই শ্রেণীর জনগোষ্ঠীও তা ভোগ করবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, চেক ভাংগানোর কাজ অবাধে চলতে পারে, যদি তা জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তোলা ও সঞ্চয় সমাবেশ করণের মাধ্যমে সমাজের সাধারণ কল্যাণ সাধন করে। কিন্তু ব্যাংকের কাজের সুফল যদি সংশিলষ্ট ব্যক্তি বিশেষ বা ফার্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং সমাজে

www.bjilibrary.com

সাধারণভাবে তা পরিব্যাপ্ত না হয়, তাহলে এরূপ সেবা গ্রহীতার নিকট থেকে সংশ্লিষ্ট কাজের বিনিময় বা সেবামূল্য অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ এই ব্যবস্থায় সুবিধা ভোগকারী তৃতীয় শ্রেণী অর্থাৎ ব্যাংক মূলধনের অংশীদারদের আয়ের হারকে যুক্তিসংগত ও আকর্ষণীয় করে তোলা হবে। এজন্য উৎপাদিত ঋণের উপর দেয় মুদারাবাহ মুনাফার হারে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে হতে পারে। সুতরাং প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্পনায় পূর্বের তুলনায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেবল সুবিধাভোগী ঋণগ্রহীতা এবং ব্যক্তিগত কল্যাণার্থে ব্যাংকের সেবা গ্রহণকারীগণ। আর ব্যাংক-মূলধনের মালিকগণ কেবল সেই অস্বাভাবিক মুনাফাটুকু হারাবে, যা তারা সুদী ব্যবস্থায় অর্জন করত। তবে প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় ঋণের অধিকতর উদ্দেশ্যপূর্ণ বিনিয়োগ বরাদ্দ এবং সরকার কর্তৃক অর্জিত মুদারাবাহ মুনাফার মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ব্যাপকভাবে লাভবান হবে।

৪। সুষ্ঠু মূলধন বাজার গঠন

ইসলামী অর্থনীতিতে কারবারের পুঁজির জন্য শেয়ার মূলধনের উপর নির্ভর করতে হবে। তাই কারবারীগণ যাতে অনায়াসে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে এবং অক্ষম ও অনাগ্রহী শেয়ার হোল্ডারগণ যাতে সহজেই তাদের শেয়ার ভাংগাতে পারে, সেজন্য ইসলামী অর্থনীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক মূলধন বাজারকে অধিকতর দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। বস্ততঃ সম্প্রসারিত প্রাথমিক বাজারের গঠন ও উন্নয়ন দুরূহ হবে, যদি একই সাথে মাধ্যমিক বাজারকেও সংগঠিত ও উন্নীত করা না হয়। এ ব্যাপারে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে ষ্টক মূল্যের উঠানামাকে সীমার মধ্যে আনয়ন করা। এ উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকারীদের যুক্তিসংগত হারে ডিভিডেন্ড প্রদান করতে হবে, যাতে ষ্টক ও শেয়ারের প্রতি তাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়। পুঁজিবাদী বিশ্বে বর্তমান ষ্টক বাজারে ষ্টক মূল্যের অস্থির ও অনিশ্চিত গতি এবং নিম্ন ডিভিডেন্ডের হার বিনিয়োগকারীদের আকর্ষণ করতে পারছে না, বরং উল্টো মূলধন হারানোর ঝুঁকিমুক্ত ও সুনির্দিষ্ট সুদের নিশ্চয়তাপূর্ণ বন্ডকেই অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলছে। ষ্টক মূল্যের অনিশ্চিত ও অশুভ উঠানামার পেছনে অনেক কারণ রয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, অস্থিতিশীল ফকটা কারবার। এই অশুভ ফটকা কারবার প্রতিরোধ করতে কি কি বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া উচিত, সে আলোচনা বক্ষমান প্রবন্ধের আওতা বহির্ভূত একটি পৃথক বিষয়। তবে সুদের উচ্ছেদ এ ব্যাপারে সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে, ফটকা কারবারের উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যাংক ঋণের দ্বারা যে ফটকাবাজারী চলে সুদ রহিত করা হলে তা অবশ্যই বন্ধ হবে। তাছাড়া স্টক বাজারের যে সব লেন-দেন এরূপ অস্থিরতা সৃষ্টি এবং জনস্বার্থ ক্ষুন্ন করে, ইসলামী শিক্ষার আলোকে সে সবকেও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

www.bjilibrary.com

এটা স্পষ্ট যে, ব্যবসা বাণিজ্যে বর্ধিত শেয়ার মূলধন সরবরাহের উদ্দেশ্যে শেয়ার বাজারকে যথাযথভাবে সংগঠিত করা, অর্থনীতিকে ইসলামী ধারায় গড়ে তোলার একটি অপরিহার্য মৌলিক শর্ত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, মুসলিম গবেষকগণ এ ব্যাপারে খুব কমই মনোযোগ দিয়েছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আরও অধিক উৎসাহ যোগানোর প্রয়োজন রয়েছে।

দেখা যাচ্ছে, বর্তমান মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থায় উল্লেখিত মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা হলেই কেবল ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে ইসলামের আর্থ সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। শুধু সুদ বিলোপ এবং তদস্থলে মুনাফার অংশীদারিত্ব চালু করা হলে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জিত হবে না; তবে এটুকুও নিঃসন্দেহে অভিনন্দন পাবার যোগ্য। এর দ্বারা অন্ততঃ এতটুকু লাভ তো অবশ্যই হবে যে, এটা সুদ মুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করবে এবং পরবর্তীতে অন্যান্য মৌলিক সংস্কার সাধনে দিক নির্দেশ করবে। তবে এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, যেখানে সমাজের প্রভাবশালী বুদ্ধিজীবি মহলে ইসলামী ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্পর্কে ব্যাপক আস্থাহীনতা বর্তমান রয়েছে এবং যেখানে সুদ ভিত্তিক চরম প্রতিকূল পুঁজিবাদী পরিবেশ বিরাজ করছে, সেখানে এরূপ ক্ষুদ্র আকারের দু'চারটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং এরূপ অবস্থায় কোনও প্রতিষ্ঠান যদি ব্যর্থ হয়ই তাহলে সে ব্যর্থতাকে গোটা ব্যবস্থার ব্যর্থতা হিসেবে ধরে নেয়া উচিত নয়। কেননা অনৈসলামী পরিবেশে কার্যরত ২/৪টি ইসলামী প্রতিষ্ঠান গোটা ব্যবস্থার প্রতিনিধি নয়, বরং প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকার জন্য একটি ভ্রূণ যেমন প্রাণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হয়, অনৈসলামী পরিবেশে ২/১টি ইসলামী প্রতিষ্ঠানের তুলনা সেই ভ্রূণের সাথেই করা যেতে পারে।

গ। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কতিপয় সমস্যা

ইসলামী ব্যাংকের সামনে কতিপয় জটিল সমস্যা ও অসুবিধা রয়েছে। এগুলোর কোন কোনটিকে আপাতঃ দৃষ্টিতে খুবই দুঃসাধ্য বলে মনে হয়। এখানে কয়েকটি প্রধান প্রধান সমস্যা উল্লেখ করে সেগুলোর প্রকৃতি ও গুরুত্ব নিরূপণ এবং তা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়-পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করা যাচ্ছে ঃ

১। আমানতের লোকসান

যুক্তি দেয়া যেতে পারে যে, ইসলামী ব্যাংক সঞ্চয়কারীগণকে তাদের সঞ্চয় ব্যাংকে জমা করতে নিরুৎসাহিত করবে। কারণ সঞ্চয়কারীগণ স্বভাবতঃই তাদের সঞ্চয়ের উপর ইতিবাচক আয় পেতে আগ্রহী, লোকসানের মাধ্যমে মূলধন নিঃশেষ হয়ে যাক– এ অবস্থা দেখতে তারা মোটেই রাজি নয়; অথচ লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে পরিচালিত ব্যাংকে এরূপ অবস্থা দেখা দেয়ার আংশকা অবশ্যই রয়েছে। ইসলামী ব্যাংকের জন্য প্রকৃতই এটা একটি

www.bjilibrary.com

সমস্যা; কিন্তু এ সমস্যা শুধু ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায়ই রয়েছে, তা নয়। পুঁজিবাদের সুদী ব্যাংক পদ্ধতিতেও এরূপ উদাহরণ রয়েছে, যেখানে ব্যাংকের লোকসান হওয়ার দরুন অথবা ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক আমানতকারী তাদের গচ্ছিত আমানত আর কখনও ফিরেই পায়নি। মোট কথা, কোন ব্যাংক ব্যবস্থাই এ আশংকা থেকে মুক্ত নয়।

তবে তলবী আমানতের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তলবী আমানতের উপর যেহেতু কোন মুনাফা নেই, সেহেতু এই আমানতের নিরাপত্তা বিধান করা বাঞ্ছনীয়। ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানত বীমার (Deposit Insurance) মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। আমানত বীমা ব্যাংকের যে কোন লোকসানের ক্ষেত্রে তলবী আমানতের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এ সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা করা হবে। এখানে মেয়াদী এবং সঞ্চয়ী আমানতের নিরাপত্তা সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। যেহেতু ইসলামী ব্যাংক মুদারাবাহ নীতির ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করবে, সেহেতু কারবারে ক্ষতি হলে এই আমানতসমূহের নিরাপত্তার সমস্যা দেখা দিবে। সুতরাং ব্যাংককে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেই পুঁজি বিনিয়োগে যেতে হবে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ব্যাংক হাজার হাজার কারবারে পুঁজি সরবরাহ করবে, এই বিপুল সংখ্যক ব্যবসায়ের লাভজনীনতা (Profitability) মূল্যায়ন করার জন্য আবশ্যকীয় উপায় এবং প্রযুক্তিগত অবস্থা সংগ্রহ করা কি ইসলামী ব্যাংকরে পক্ষে সম্ভব! এই আশংকা যথার্থ নয়। কেননা, পুঁজিবাদী ব্যাংক পদ্ধতিতেও ঋণ মঞ্জুর করার পূর্বে সংশ্লিষ্ট কারবারের সুস্থতা (Soundness) মূল্যায়ন করতে হয়। কারণ ঋণ গ্রহীতার লোকসান হলে ব্যাংককে এর সুদের সাথে সাথে আসলও হারাতে হতে পারে। পুঁজিবাদী ব্যাংককে তাই কেবলমাত্র ঋণ গ্রহীতার চরিত্র এবং সততা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেই চলে না; বরং তার বাণিজ্যিক প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, তার মূলধন সম্পদ, এমনকি, ঋণের উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও কারবারের সম্ভাবনা এবং ঋণ পরিশোধের উৎস সম্পর্কেও খতিয়ে দেখতে হয়।[২৯] যে ঋণে দায়বদ্ধ জামানত (Collateral) ভাংগিয়ে ঋণের অর্থ আদায় করতে হয়, তার চেয়ে সে ঋণই উত্তম যেখানে ঋণ গ্রহীতার প্রত্যাশিত আয় বা মুনাফা থেকে ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। জামানতের (Collateral) যথার্থ কাজ হচ্ছে ব্যাংকের ঝুঁকি হ্রাস করা, ঋণ পরিশোধ করা নয়। ঋণ গ্রহীতা, এমনকি, ব্যাংকের পক্ষেও পূর্বাহ্নে জানা সম্ভব নয় এমন কারণে ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ যোগাতে ব্যর্থ হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রেও যাতে ব্যাংকের ঝুঁকি সর্বনিম্ন হয়, সে জন্যই জামানত (collateral) রাখা হয়।[৩০] সুতরাং ঋণ নিজেই নিজের পরিশোধযোগ্য অর্থ যোগাতে সক্ষম কিনা (Self amortizing) তা নির্ধারণ করতে হলে পুঁজিবাদী ব্যাংক পদ্ধতিতেও ঋণের আয় সম্ভাব্যতা নিরূপণ না করে উপায় নেই।[৩১] তবে ঐ

www.bjilibrary.com

পর্যন্তই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ঋণ গ্রহীতা এর অতিরিক্ত আয় করলেও তাতে ব্যাংকের কোন আগ্রহ থাকে না। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় কারবারের মুনাফায় ব্যাংকের অংশ নিরূপণ করার জন্য মুদারিবের অর্জিত প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা ব্যাংকের জন্য জরুরী। সুতরাং এ ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংককে দ্বিমুখী ঝুঁকির মোকাবিলা করতে হবে ঃ (এক) নৈতিক ঝুঁকিঃ মুদারিব যদি অসৎ ও অসাধু প্রকৃতির হয় এবং কারবারে লাভ হওয়া সত্ত্বেও লোকসান হয়েছে বলে জানায় অথবা প্রকৃত মুনাফার চেয়ে কম মুনাফা ঘোষণা দেয়, তাহলে নৈতিক ঝুঁকি দেখা দেয়; (দুই) বাণিজ্যিক ঝুঁকিঃ বাজার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ প্রত্যাশিত অবস্থা থেকে ভিন্নতর রূপ নিলে বাণিজ্যিক ঝুঁকির উদ্ভব হয়।

ইসলামী ব্যাংকের সূচনাকালে নৈতিক ঝুঁকি বেশী থাকতে পারে। কিন্তু কালক্রমে ব্যাংকের অর্থ বিনিয়োগকারীগণ যখন একথা উপলব্ধি করবে যে, ইসলামী ব্যাংক থেকে অর্থ লাভের যোগ্যতা কারবারের মুনাফার উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল, তখন ব্যাংককে প্রতারণা করার প্রবণতাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পাবে। সুতরাং বাজার নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহই এরূপ ঝুঁকিকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করতে সক্ষম হবে।

তদুপরি ব্যাংকের অর্থ ব্যবহারকারীদের হিসাব যখন তখন নিরীক্ষণ করার জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে আকস্মিক হিসাব নিরীক্ষণ পদ্ধতি (Random Audit) চালু করা যেতে পারে। আকস্মিক হিসাব নিরীক্ষণ পদ্ধতি ঠক-প্রবণ উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।

এখন আসে বাণিজ্যিক ঝুঁকির প্রশ্ন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায়ও ব্যাংকের বিনিয়োগ ব্যবস্থাপককে (Portfolio Manager) বাণিজ্যিক ঝুঁকি নিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাকে তার বিনিয়োগের (Portfolio) গুণাগুণ সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকতে হয় এবং বাজার পতনজনিত লোকসান থেকে বাঁচতে হয়। পুঁজিবাদী ব্যাংকের ন্যায় ইসলামী ব্যাংকও যথার্থ প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (Scenario Planning)[৩২] প্রণয়ন করে মেয়াদ (Maturity) ও খাতের দিক থেকে বিভিন্নমুখী (Diversification) মুদারাবাহ বিনিয়োগের মাধ্যমে এই ঝুঁকিকে ন্যূনতম পর্যায়ে নামিয়ে আনতে পারে। অতঃপর কদাচিত যদি নীট লোকসান হয়, তাহলে ব্যাংকের বার্ষিক মুনাফা থেকে "ক্ষতিপূরণ তহবিল" (Loss offsetting reserve) গড়ে তুলে এরূপ আপৎকালীন দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হবে।

২। স্বল্প মেয়াদী ঋণ

ইসলামী ব্যাংকের সামনে দ্বিতীয় সমস্যা হচ্ছে সকল প্রকার অর্থ সরবরাহকে মুনাফার অংশীদারিত্ব ব্যবস্থার আওতায় আনতে না পারা। উদাহরণ স্বরূপ, তলবী ঋণ (Call loan), এক রাত্রি ঋণ (Overnight Loan), দৈনিক ঋণ

www.bjilibrary.com

(Daily loan) অথবা ঐ সব ঋণ, যার মেয়াদ এত স্বল্প যে, ঐ সময়ের জন্য মুনাফা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন; আর তাই এসব ঋণের জন্য মুনাফায় অংশীদারিত্বের বন্দোবস্ত করাও অসম্ভব। ফলে এ ব্যাপারে ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ দাতার মধ্যে স্বার্থ-দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। ঋণ গ্রহীতা নামমাত্র সেবা মূল্যের বিনিময়ে এরূপ সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারলেই খুশী হবে, অপর পক্ষে ঋণ দাতা, বিশেষ করে, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দাতা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে ফেরত পেলেও অনুরূপ ঋণ দানে বিরত থাকবে। সে জানে, ঋণ গ্রহীতা উক্ত ঋণের দ্বারা মুনাফা অর্জন করলেও এত স্বল্প সময়ে মুনাফা নিরূপণ করা যাবে না। তাছাড়া, যেহেতু এরূপ ঋণের সাথে ঋণ ফেরত না পাওয়ার ঝুঁকিও জড়িত আছে, সেহেতু ইসলামী ব্যবস্থায় অনুরূপ স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা রাখা হবে না, বরং স্বল্প মেয়াদী অধিকাংশ অর্থ সরবরাহকেই সামগ্রিক মুদারাবাহ চুক্তির অংশ বানিয়ে নিতে হবে। কারণ স্বল্প মেয়াদী অর্থ চাহিদা পূরণ করার (Balance) জন্য যে কাঠামোগত ব্যবস্থার (Built-in-arrangement) দরকার হয়, ইসলামী পদ্ধতিতে, ঋণ গ্রহীতা ও ঋণ দাতার পারস্পরিক সন্তুষ্টির মাধ্যমে তা করতে হবে। এ বিষয়ে পরে আরও আলোচনা করা হয়েছে।

৩। কিস্তি ঋণ

ভোগ্য-ঋণ, গৃহ নির্মাণ ঋণ ও কুটির শিল্প জাতীয় ঋণদানের সমস্যা হচ্ছে ইসলামী ব্যাংকের তৃতীয় সমস্যা। ভোগ্য ঋণ সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুঁজিবাদের ন্যায় ভোগবাদী অর্থনীতি ইসলাম মোটেই পছন্দ করেনা। প্রতিবেশীর সাথে তাল মিলিয়ে প্রদর্শনীমূলক ও অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করা ইসলামের নীতি নয়। ইসলামের এই নির্দেশ পালন করা হলে ভোগ্য ঋণের প্রয়োজন অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এর পরও কোন ক্ষেত্রে ইসলামের লক্ষ্য অর্জনের জন্য আবশ্যকীয় বিবেচিত হলে, সে ক্ষেত্রে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে মুদারাবাহ ভিত্তিতে ভোগ্যপণ্য ব্যবসায়ীদের (dealer) মাধ্যমে ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। এর ফলে কিস্তি প্রকল্পের অধীনে অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে যে মুনাফা হবে, তা দোকানদার ও ব্যাংক পূর্ব চুক্তি মোতাবেক নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবে। কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে ট্যাক্সি, সেলাই কল এবং কুটীর শিল্পের সরঞ্জাম, ইত্যাদি, সামাজিক উপযোগিতা সম্পন্ন সামগ্রী ক্রয় করে দেয়া ইসলামী মূল্যবোধের সাথে পূর্ণ সংগতিশীল এবং ইসলামের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য হাসিলে সহায়ক। সুতরাং সরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত বা কোন পরার্থপরায়ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের (পরে আলোচনা করা হয়েছে) উদ্যোগে স্থাপিত বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এগুলো ক্রয় করে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। গৃহ নির্মাণ ঋণের ক্ষেত্রেও প্রকৃতপক্ষে কোন সমস্যা থাকবে না। কেননা, এক্ষেত্রে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সমজাতীয় অন্যান্য বাড়ীর ভাড়ার সাথে

www.bjilibrary.com

সংগতি রেখে নির্মিত বাড়ীর ভাড়া নির্ধারিণ এবং ভাড়ায় আনুপাতিক অংশ গ্রহণের মাধ্যমে গৃহ নির্মাণ ঋণ সমস্যার মোকাবিলা করতে পারবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, কোন বাড়ী নির্মাতাকে ২,00,000.00 টাকা ঋণ দেয়া হল। ঐ বাড়ী নির্মাণে প্রকৃত খরচ যদি ৩,00,000.00 টাকা হয়, তাহলে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ঐ বাড়ীর নির্ধারিত মোট ভাড়ার দুই তৃতীয়াংশ পাবে। উল্লেখ্য যে, ঋণদাতাকে কেবলমাত্র ঋণের অপরিশোধিত অংশের জন্য প্রাপ্য ভাড়াই দিতে হবে, এবং ঋণ যতই শোধ করা হবে দেয় ভাড়ার পরিমাণও ততই হ্রাস পেতে থাকবে; ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ হয়ে গেলে ভাড়া আর দিতে হবে না। দীর্ঘ মেয়াদী গৃহ নির্মাণ ঋণের সাথে আরও একটি প্রশ্ন জড়িত রয়েছে। ঋণ দীর্ঘ মেয়াদী হওয়ার কারণে উক্ত সময়ে সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক, আর তাহলে, ঋণ দাতা উক্ত বর্ধিত মূল্যের অংশ পাবে কি না? এ যাবৎ ইসলামী সাহিত্যে বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পেয়েছে বলে জানা যায় না। সুতরাং শরীয়তের আলোকে এ বিষয়ে পূর্ণাংগ আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

সুদী ব্যবস্থায় সুদ হচ্ছে একটি অতিরিক্ত বোঝা। এই বোঝা পণ্যের বর্ধিত মূল্য আকারে ক্রেতা সাধারণের উপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু মুনাফার অংশীদারিত্ব পদ্ধতিতে ভোক্তাদের উপর এরূপ কোন অতিরিক্ত সুদী ব্যয় বর্তায় না। অংশীদারিত্ব ব্যবস্থায় ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীকে কিস্তিতে পরিশোধ যোগ্য অতিরিক্ত অর্থ যুগিয়ে তার বিক্রি বাড়াতে সহায়তা করে এবং বর্ধিত বিক্রির ফলে অর্জিত অতিরিক্ত মুনাফা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়ী নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেয়। সুতরাং ব্যবসায়ীর পক্ষে ঋণ-প্রতিষ্ঠানের সাথে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে প্রায় সকল স্থায়ী (durable) সামগ্রীর ক্ষেত্রেই কিস্তি বিক্রয় ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব।

(৪) সরকারী ঋণ-চাহিদা পূরণ

ইসলামী ব্যাংকের চতুর্থ সমস্যা হচ্ছে বেসরকারী খাত হতে ঋণ গ্রহণ করে সরকারী ঋণ-চাহিদা পূরণ করা। মুনাফার অংশীদারিত্ব পদ্ধতির আওতায় আনা সম্ভব, এমন সরকারী প্রকল্পের জন্য যেমন ঋণের দরকার হবে, তেমনি এই ব্যবস্থার অধীনে আনা সম্ভব নয়, তেমন প্রকল্পের জন্যও ঋণের প্রয়োজন হতে পারে। অনেক সরকারী প্রকল্প আছে যার সামাজিক লাভ বেশ উচ্চ; কিন্তু বাণিজ্যিক দিক থেকে এর আয় নিরূপণ করা অসম্ভব। এসকল প্রকল্প যেসব সেবা ও কাজ আঞ্জাম দেয় সেগুলোর দাম নির্ধারণ করা সাধ্যায়ত্ব নয় অথবা তা কাম্য নয়। অধিকাংশ জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং যাবতীয় প্রতিরক্ষা প্রকল্প এই শ্রেণীভূক্ত। এগুলোর মূল্য দেয়া সম্ভব নয়। জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, ইত্যাদি, কতিপয় প্রকল্পের মোট ব্যয় উসুলের জন্য মূল্য প্রদান সম্ভব হলেও ইসলামে তা কাম্য নয়; কারণ ইসলামে সামাজিক কল্যাণ এবং সম্পদ ও আয়ের সুষম

www.bjilibrary.com

বন্টনের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল করার উপর ইতিপূর্বে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল হলে তা রাষ্ট্রকে মুদ্রাস্ফীতি উদ্দীপক অর্থ সরবরাহের আশ্রয় নেয়া থেকে বিরত থাকতে সহায়তা করবে। কিন্তু অপব্যয় এবং অনুৎপাদনশীল ব্যয় সম্পূর্ণ পরিহার কিংবা ব্যাপকভাবে হ্রাস করা সত্ত্বেও সরকারের ঋণ গ্রহণ করা আবশ্যক হতে পারে। সব সরকারেরই কিছু সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্প থাকে। ইসলামও এরূপ প্রকল্পের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু কেবল ট্যাক্সের মাধ্যমে এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেয়া সম্ভব নাও হতে পারে। সুদ (ইসলামে নিষিদ্ধ) রহিত করে এইসব প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কিভাবে সংগ্রহ করা হবে– মুনফার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (সকল ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে) অথবা মুদ্রাস্ফীতি উদ্দীপক অর্থ সরবরাহের মাধ্যমে (এটা অবাঞ্ছিত) এ প্রশ্নের আলোচনা পরে আসছে।

(৫) সম্পদ (Resource) বিনিয়োগকরণ

ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রায়ই এই অভিযোগ তোলা হয় যে, ইসলামী ব্যাংক সম্পদের সর্বাধিক বিনিয়োগ বরাদ্দ করতে সক্ষম হবে না। যুক্তি হিসেবে বলা হয়, সুদ হচ্ছে পুঁজির দাম; অন্যান্য পণ্যের দামের ন্যায় সুদ ব্যক্তি নিরপেক্ষভাবে সুদ প্রদান ক্ষমতার ভিত্তিতে সীমিত ঋণযোগ্য তহবিলকে অসংখ্য ব্যবহারকারীর মধ্যে বরাদ্দ করে থাকে। ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদা অথবা যোগানের পরিবর্তন ঘটলে ভিন্নতর সুদের হারে নতুন ভারসাম্য স্থাপিত হয়।

এই অভিযোগে এটা ধরে নেয়া (assume) হয়েছে যে, সুদের অবর্তমানে ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঋণযোগ্য তহবিলের কোন দাম নেয়া হবে না; আর এজন্য ঋণের চাহিদা হবে অসীম অথচ এই চাহিদাকে ঋণযোগ্য তহবিলের সসীম যোগানের সাথে সমতা বিধানের কোন প্রক্রিয়া (Mechanism) থাকবে না। এতে আরও ধরে নেয়া হয়েছে যে, পুঁজি বরাদ্দের ব্যক্তি নিরপেক্ষ একটি মানদন্ডের অনুপস্থিতিতে দুস্প্রাপ্য পুঁজি অদক্ষ হাতে পড়ে সমাজের ক্ষতি ডেকে আনবে। সত্যিকার অর্থে এ অভিযোগ সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ এর মৌলিক অনুমানগুলোরই কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। ইসলামী ব্যবস্থায় ঋণযোগ্য তহবিলের দাম অবশ্যই থাকবে; আর সে দাম হবে ঋণের অর্জিত মুনাফার অংশ। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থায় পুঁজি বরাদ্দের একমাত্র মানদন্ড হবে মুনাফার হার। মুনাফার হারই সেখানে ঋণযোগ্য তহবিলের চাহিদাকে এর যোগানের সাথে সমতায় আনার প্রক্রিয়া (Mechanism) হিসেবে কাজ করবে। কোন কারবারে বিনিয়োগপূর্ব (axe–ante) মুনাফার হার যত বেশী

www.bjilibrary.com

হবে, সেই কারবারে অর্থ সরবরাহও ততো অধিক হবে। অপরপক্ষে কোন ব্যবসায় যদি বিনিয়োগপূর্ব (axe-ante) মুনাফা অপেক্ষা বিনিয়োগোত্তর মুনাফা ক্রমাগত ভাবে কম হতে থাকে, তাহলে ঐ কারবারের পক্ষে ভবিষ্যতে মূলধন সংগ্রহ করা কঠিন হবে। সুতরাং বিনিয়োগপূর্ব মুনাফার গুরুত্ব হচ্ছে তাৎক্ষনিক, কিন্তু বিনিয়োগোত্তর মুনাফা হচ্ছে ভবিষ্যতে মূলধন আহরণে সফলতার জন্য চূড়ান্ত গুরুত্বের অধিকারী। মুনাফা সুদের মত নয়। সুদ নির্ভর ঋণদাতা সুদের ভিত্তিতে কারবারের মূলধন যোগান দেয় অথচ কারবারের ঝুঁকি গ্রহণ করেনা। ব্যবসার নীট আয়ে লাভ-ক্ষতি যাই হোক, ঋণ গ্রহীতাকে পূর্ব নির্ধারিত হারে ঋণের সুদ অবশ্যই পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় সাহিব আল-মাল যে ব্যবসায় পুঁজি যোগান দেয় সেই কারবারের ঝুঁকিও বহন করে। ফলে পূর্ব নির্ধারিত হারে আয় পাবার নিশ্চয়তা সাহিব আল-মালের থাকে না।

এ কথা বলা যায় যে, মুনাফার হার সুদের হার অপেক্ষা পুঁজি বিনিয়োগের অধিকতর দক্ষ প্রক্রিয়া (Mechanism) হিসেবে কাজ করবে। বস্তুতঃ ভারসাম্য সুদের হার এর ধারণা নিছক একটি কিতাবী বিষয় মাত্র, বাস্তবে এরূপ বাজারব্যাপী (Market clearing) একটি মাত্র সুদের হারের পরিবর্তে নানা রকম সুদের হার চালু থাকতে দেখা যায়। এর দ্বারা সর্বাধিক পুঁজি বরাদ্দের কাজও দক্ষতার সাথে পালিত হয় না; বরং ক্রমে এই সুদের হার যথেচ্ছাচারী (perverted) দামে পরিণত হয় এবং ধনীক শ্রেণীর অনুকূলে মূল্য বৈষম্য (Price discrimination) সৃষ্টি করে। ঋণ বহন যোগ্যতা যার যত বেশী হয়, তাকে তত কমহারে সুদ দিতে হয় অথবা বিপরীতক্রমে ঋণবহন যোগ্যতা (Credit worthy) যার যত কম হয়, তাকে তত অধিক হারে সুদ দিতে বাধ্য হতে হয়। ফল এই হয় যে, বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এর উচ্চ মাত্রার ঋণ বহন যোগ্যতার (higher credit rating) কারণে স্বল্প দামে অধিক মূলধন লাভে সক্ষম হয়। এভাবে বৃহৎ অথবা উচ্চতর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ার কারণে ভারবহনের যোগ্যতা যাদের সবচেয়ে বেশী থাকে, তাদের ঘাড়েই চাপান হয় সবচেয়ে কম বোঝা।

অপর পক্ষে ছোট ও মাঝারি আকারের কারবারগুলোর অবস্থা কি হয়? জাতীয় উৎপাদনে বরাদ্দকৃত মূলধনের একক প্রতি (per unit) অবদানের বিচারে ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানগুলো কখনও কখনও বড় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনশীলতা এবং সততা ও আস্থার দিক থেকে অন্ততঃ সেগুলোর সমমানের ঋণ বহনযোগ্য হতে পারে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলকভাবে উচ্চ সুদের হারের কারণে স্বল্পতর পুঁজি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সুতরাং সুদ পুঁজি বরাদ্দের নিরপেক্ষ মানদন্ড, 'কারবারের উৎপাদনশীলতা', বিচার করে না, বরং পক্ষপাতদুষ্ট মানদন্ড 'ঋণ

www.bjilibrary.com

বহন যোগ্যতার শ্রেণী বিন্যাস' (credit rating) দেখে থাকে। সুদের এই বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বৃহদায়তন কারবারগুলো অধিকতর বৃহৎ হতে হতে অবশেষে আয়তন মিতব্যয়ীতার (Economies of scale) সীমা অতিক্রম করে যায়; আর মাঝারি ও ছোট প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের অভাবে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণে বাধ্য হয়। এই কি সর্বাধিক বাঞ্ছিত সম্পদ বরাদ্দ অথবা একটি সুদক্ষ ব্যাংক ব্যবস্থার লক্ষণ![৩৩]

অপর পক্ষে সুদ পরিহার করে লাভজনীনতার (Profitability) ভিত্তিতে কারবারে ঋণ সরবরাহ করা হলে ছোট, বড় ও মাঝারি সকল কারবার একই ভিত্তির উপর দন্ডায়মান হবে। অতঃপর যে কারবারে মুনাফার হার যত বেশী হবে, সে কারবারের পুঁজি সংগ্রহের যোগ্যতাও তত অধিক হবে। বড় কারবার যদি সত্যিই অধিক লাভজনক হয়, তবে তা তার ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে নিম্নতর নয় বরং উচ্চতরহারে মুনাফা প্রদান করবে। এভাবে ইসলামী ব্যবস্থায় ছোট ছোট আমানতকারীগণ বেশী উপকৃত হবে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র জমাকারীগণই সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হয়। কারণ তারা তাদের জমার উপর অতি নিম্ন হারে সুদ পায়। অপরদিকে বৃহৎ কারবারগুলোর অবস্থা হচ্ছে এর সম্পূর্ণ বিপরীত। পুঁজিবাদে বৃহৎ কারবারগুলো এদের তথাকথিত অধিক উৎপাদনশীলতা এবং মুনাফা যোগ্যতার বলে অর্জিত মুনাফার তুলনায় অনেক কম সুদের হারে বিপুল পরিমাণ মুলধন সংগ্রহ করতে পারে এবং এভাবেই একচেটিয়া ক্ষমতা, আয়ের ভারসাম্যহীনতা ও সম্পদের এককেন্দ্রীকতার জন্ম দেয়। আয় বৈষম্যের এই মূল কারণ দূর করার চেষ্টা করতে হবে। অন্যথায় কেবল কর আরোপের মাধ্যমে এই বৈষম্যের পুরাপুরি অবসান ঘটান সম্ভব হবে না। ইসলামী ব্যবস্থা সুদ রহিত করবে, মুনাফায় অংশীদারিত্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ব্যাংকের সম্পদের ব্যাপক ব্যবহার করবে এবং এভাবে আমানতকারী বড় বড় কারবারীদের নিকট থেকে অধিক হারে মুনাফা আয় করে ছোট ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের মধ্যে পূনর্বন্টন করবে। ইসলামী ব্যবস্থা এভাবেই অর্থনৈতিক বৈষম্যের একটি প্রধান কারণকে অপসারণ করতে সক্ষম হবে।

সুতরাং সুদমুক্ত অর্থনীতি সম্পদের সর্বাধিক বিনিয়োগ করতে পারবে না বলে এর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বস্তুতঃ মুনাফায় অংশীদারিত্বের ইসলামী ব্যবস্থা অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পদ বিনিয়োগ বরাদ্দ করতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, বরং তা সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূক্ত হওয়াকেও হ্রাস করবে।

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

উপরে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্দেশ্য এবং কর্মপদ্ধতি (Mechanics) সম্পর্কে আলোচনা করার পর এখানে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তুলে ধরা আবশ্যক। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রচলিত ব্যাংক পদ্ধতিকে ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম করে তুলতে হলে, এতে কতিপয় মৌলিক পরিবর্তন আনয়ন অত্যাবশ্যক এবং এজন্য কিছু প্রস্তাবও পেশ করা হয়েছে। এই প্রস্তাবনার আলোকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামোগত রূপ কি হতে পারে, তাই এখন তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। পরিবর্তিত এই নতুন কাঠামো ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য এবং উপরে উল্লেখিত ইসলামী ব্যাংকের সমস্যাবলী সমাধানে সহায়ক হবে। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই কাঠামোকে পুঁজিবাদী ব্যাংকিং কাঠামোর অনুরূপ মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভিন্নতর। উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি, ক্ষমতা ও পরিধি এবং দায়িত্বের দিক থেকে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। ইসলামী ব্যবস্থার প্রস্তাবিত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিম্নরূপ হতে পারেঃ

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)
খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Bank)
গ) অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান (Non–Bank Financial Institutions)
ঘ) বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠান (Specialized Credit Institutions)
ঙ) আমানত বীমা সংস্থা (Deposit Insurance Corporation)
চ) বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা (Investment Audit Corporation)

উল্লেখ্য যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থার এক একটি অপরিহার্য অংশ এবং উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী হাসিল করতে হলে এর কোন একটিকেও বাদ দেয়া যায় না। এখানে আরো উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে একযোগে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বলা যেতে পারে।

(ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Central Bank)

কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হবে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করবে। মুদ্রা ও ব্যাংক জগতে ইসলামী অর্থনীতির আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনই হবে এর দায়িত্ব ও কর্তব্য। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ব্যাংক এবং সরকারের ব্যাংক হিসেবে কর্তব্য পালনই হবে এর কাজ। বাণিজ্যিক ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান,

www.bjilibrary.com

বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আমানত বীমা সংস্থা এবং বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা সমূহের স্বাধিকারে হস্তক্ষেপ না করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এগুলোকে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান এবং এগুলোর কার্যাবলী তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক বিষয়ে দায়িত্ব পালন করতে হয়। সুতরাং এর কেন্দ্রীয় পরিচালনায় বলিষ্ঠ ও যোগ্যতম ব্যক্তি ছাড়া এই দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর বা পরিচালককে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও উচ্চ নৈতিকগুণ সম্পন্ন এবং শরীয়ত ও ব্যাংক বিষয়ে বিশেষ প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে হবে। একজন মন্ত্রীর সমমর্যাদা দিয়ে সরকারের পরামর্শক্রমে আইন পরিষদ কর্তৃক যথেষ্ট দীর্ঘ সময়ের জন্য গভর্ণরের নিয়োগ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংককে প্রতিবছর জাতীয় অর্থনৈতিক লক্ষ্য হাসিল ও মুদ্রামানের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার প্রেক্ষিতে বার্ষিক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে নিতে হবে এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপ (performance) ও দ্রব্যমূল্যের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বা প্রয়োজনবোধে মাঝে মাঝেই এই লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অর্থনীতির জন্য বাঞ্ছিত পরিমাণ মুদ্রা (M) সরবরাহের প্রয়োজনে আবশ্যকীয় নির্দিষ্ট পরিমাণ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা (Mo) সৃষ্টি করে, এর অংশবিশেষ সরকারকে এবং অবশিষ্টাংশ বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরবরাহ করতে হবে। বিশেষ করে, যে সব আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং স্বনিয়োজিত (Self employed লোকদের ঋণদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত, সেগুলো যাতে এর অংশ পায় তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিলে এসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও স্বনিয়োজিত লোকদের আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে, অথচ বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের যোগ্যতা এদের নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক Mo এর মোট পরিমাণ নির্ধারণে যেমন অর্থনৈতিক অবস্থা, ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য এবং মুদ্রানীতির নির্দেশাবলী বিবেচনা করে থাকে, তেমনি উল্লেখিত তিনটি খাতে Mo বন্টনের অনুপাত নিরূপণও এগুলোর দৃষ্টিতেই করতে হবে।

Mo-এর যে অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংককে দেয়া হবে, তা সুদ মুক্ত ঋণ হিসেবে দিতে হবে, আর বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ এর যে অংশ পাবে, তাকে মুদারাবাহ বিনিয়োগরূপে গণ্য করতে হবে। বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রদত্ত এই মুদারাবাহ ঋণ থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে মুনাফা লাভ করবে, তা পূর্বে উল্লেখিত দারিদ্র বিমোচন কল্পে গৃহীত প্রকল্পে ব্যয় করার জন্য সরকারকে প্রদান করতে হবে। এইরূপ মুনাফা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে আপনা থেকে আসবে, যদি উৎপাদিত

www.bjilibrary.com

আমানতের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অংশ নির্ধারিত থাকে। Mo-এর যে অংশ বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হবে তাও মুদারাবাহ ঋণ হিসেবেই দিতে হবে। বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ এর দ্বারা প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ব্যাংক অথবা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণে অক্ষম স্বনিয়োজিত ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও কারবারে অর্থ সরবরাহ করবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধিকার অক্ষুন্ন রাখতে হলে এর ব্যয় নির্বাহের জন্য পৃথক স্বাধীন আয়ের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। সুতরাং এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নিম্নলিখিত দু'টি পথে আয় করার অনুমতি দেয়া জরুরীঃ

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকার ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে সব কাজ করে, তার উপর আরোপিত সেবামূল্যের (Service Charge) মাধ্যমে এবং (২)কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিধিবদ্ধ (Statutory) জামানতের বিনিয়োগলব্ধ আয়-এর মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকই হবে দেশের মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের জন্য একক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। এ উদ্দেশ্যে শরীয়ত বিরোধী নয়, এরূপ যে কোন উপায় ও পদ্ধতি ব্যবহারের অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের থাকবে। এ বিষয়ে মুদ্রানীতি অধ্যায়ে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

(খ) বাণিজ্যিক ব্যাংক ৩৪

যেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংকের যাবতীয় কার্যকলাপ প্রধানতঃ জনগণের পুঁজির উপরই একান্তভাবে নির্ভরশীল, সেহেতু বাণিজ্যিক ব্যাংককে কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ নয়, বরং জনগণের সাধারণ স্বার্থ রক্ষার্থেই কাজ করতে হবে। সুদের বিলোপ সাধন ব্যতীত পুঁজিবাদী ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী অন্যান্য মৌলিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে জনস্বার্থের সংরক্ষণও ইসলামী ব্যাংকের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামী ব্যাংক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যই জনগণের আমানত ব্যবহার করবে।

এ প্রবন্ধে যে সামগ্রিক পরিকল্পনা পেশ করা হয়েছে, তাতে বাণিজ্যিক ব্যাংক রাষ্ট্রীয় খাতে থাক অথবা বেসরকারী খাতেই একে রাখা হোক, উভয় অবস্থাতেই উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যাবলী অর্জন করা সম্ভব হতে পারে। রাষ্ট্রয়াত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে এবং ব্যাংকের মাধ্যমে অর্জিত সাকুল্য মুনাফা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এসে জমা হতে পারে। অপরদিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের দক্ষতা অধিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংককে একেবারে বাদ দেয়া উচিত নয়। তবে এক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংকের শেয়ার ভিত্তিকে যথেষ্ট বিস্তৃত ও ব্যাপক করতে হবে এবং একে

www.bjilibrary.com

এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, যাতে তা জনস্বার্থের সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে পারে এবং সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণ না হয়। এছাড়া সরকারী ও বেসরকারী খাতের যৌথ উদ্যোগেও বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মালিকানার রূপ যাই হোক, একে জাতীয়করণ করা হোক, আর নাই হোক, সকল অবস্থাতেই দেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতার এককেন্দ্রীকতা রহিতকরণ, অত্যাধিক ঝন্ঝাটপূর্ণ ও অদক্ষ হওয়ার ঝুঁকি থেকে বেঁচে থাকা এবং যথার্থ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যাংকের কাজে অধিকতর দক্ষতা সৃষ্টি ও সেবার মানোন্নয়নের জন্যই বেশী সংখ্যক বাণিজ্যিক ব্যাংক কাম্য হওয়া উচিত। একটি মাত্র একচেটিয়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠান যেমন পরিত্যাজ্য, তেমনিভাবে আমেরিকার ন্যায় কয়েকটি মাত্র দৈত্যতুল্য প্রতিষ্ঠান সম্বলিত একক ব্যাংক পদ্ধতিও (Unit banking system) কাম্য নয়। কেননা এসব বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রভূত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখে, যার ফলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান অসহায় হয়ে পড়ে।

ব্যাংকের আয়তন এত ছোট হওয়া উচিত নয়, যা মিতব্যয়ীতার নীতিতে অসমর্থনযোগ্য অথবা এত বৃহৎ হওয়া উচিত নয়, যা ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম; বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী মাঝারি আয়তনের অধিক সংখ্যক ব্যাংক থাকাই সমস্যার আদর্শ সমাধান হতে পারে।

ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংকের সম্পদের সিংহভাগই শেয়ার (equity capital) হিসেবে সংগৃহীত হবে। এছাড়া এই ব্যাংক তলবী আমানত (Demand Deposit) ও মুদারাবাহ জমাও (মেয়াদী ও স্থায়ী) গ্রহণ করবে। প্রচলিত ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী ব্যাংকেও তলবী আমানত তলব মাত্রই উঠান যাবে। এ আমানতের পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকবে এবং এর উপর কোন মুনাফা দেয়া হবে না। এই ধরনের আমানতের উপর মুনাফার অংশ না দেয়ার পেছনে যে যুক্তি রয়েছে, তা হচ্ছে নিরাপত্তার যুক্তি। এই আমানত কোন ঝুঁকি বহন করেনা এবং শরীয়ত মোতাবেক ঝুঁকিতে অংশ গ্রহণ ব্যতীত মুনাফার অংশ নেয়ার অনুমতি নেই। তলবী আমানতের উপর কোন মুনাফা না থাকায়, তা সঞ্চয়কারীদের কারবারে অংশগ্রহণে (মুদারাবাহ আমানত সহ) উদ্বুদ্ধ করবে এবং এভাবে ঋণের উপর কারবারের নির্ভরশীলতা হ্রাস করবে, যা ইসলামী অর্থনীতি স্বাভাবতঃই কামনা করে।

মুদারাবাহ আমানত (Mudarabah Deposit) বলতে ব্যাংকের মূলধন শেয়ারের অস্থায়ী ক্রয়-বিক্রয় বুঝায়। এরূপ আমানত ব্যাংকে রাখা হলেই ব্যাংকের মূলধন শেয়ার খরিদ করা হয় এবং আমানত তুলে নিলেই উক্ত শেয়ার বিক্রি করা হয়ে যায়। এই আমানত ব্যাংকের মুনাফার অংশ পায় এবং কোন

www.bjilibrary.com

লোকসান হলে তারও আনুপাতিক অংশ বহন করে। ব্যাংকের মুনাফা বন্টনের জন্য নির্ধারিত কোন সময়ব্যাপী (তিন মাস, ছয় মাস, এক বছর) মুদরাবাহ হিসাবে গড়ে যে অর্থ থাকে, সেই অনুপাতেই মুদারাবাহ আমানতকারীদের মুনাফা নির্ণয় করা হয়। মুদারাবাহ হিসাবধারীদের (Account holder) স্বার্থ রক্ষার্থে ইসলামী ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলী পরিষদে (Board of Directors) তাদের কোন প্রতিনিধি থাকতে পারে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মনোনীত কোন প্রতিনিধি উক্ত দায়িত্ব পালন করবেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, ইসলামী পদ্ধতিতে যথার্থ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ সাপেক্ষে বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানত সৃষ্টির অনুমতি দেয়া যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে যে, (১) এই অনুমোদন অর্থনীতিতে কেবল অমুদ্রাস্ফীতিকর অর্থ সরবারাহের প্রয়োজন অনুসারে উৎপাদিত আমানত সৃষ্টি করবে, এবং (২) উৎপাদিত আমানতের মাধ্যমে আদায়কৃত আয় বা 'মুদ্রানির্মাণ আয়' (Seigniorage) কায়েমী স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিনিয়োগ-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কের ভিত্তিতে মুদারিবগণকে সরাসরিভাবে অথবা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে, পরোক্ষভাবে, মুদারাবাহ মূলধন (মূলধন শেয়ারে সাময়িক ভাবে অংশ গ্রহণ) সরবরাহ করবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মুদারিব ও অন্যান্য গ্রাহকদের সুবিধা ও আয়াস দান কল্পে জমাতিরিক্ত ঋণ (Over draft) সুবিধা প্রদান করতে পারে এবং অতি স্বল্প মেয়াদের ভিত্তিতে স্থানান্তরে রয়েছে (Fund in Transit) এমন পুঁজির সাময়িক ঘাট্তিপূরণ অথবা মৌসুমী ও আকস্মিক কারণে সৃষ্ট নগদ ঘাটতি মোকাবেলার জন্য সাময়িকভাবে অর্থ যোগান দিতে পারে। মুদারিবদের ক্ষেত্রে তাদের সাথে কৃত সামগ্রিক মুদারাবাহ ব্যবস্থার অংশ হিসেবেই অনুরূপ স্বল্পমেয়াদী ঋণ সুবিধা দেয়া যাবে, আর অন্যান্য গ্রাহকদের বেলায় সেবামূল্যের বিনিময়ে অত্যন্ত সীমিত আকারে এই সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে।

ইসলামী ব্যবস্থায় বাণিজিক ব্যাংক সেবামূল্যের বিনিময়ে, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে, বিনামূল্যে ব্যাংকের অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দিবে। এব্যাপারে কোন্ কোন্ সেবার মূল্য নেয়া হবে, আর কোন্ কোন্ সেবার মূল্য থাকবে না, সে বিষয়ে ইংগিত পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ব্যাংক ঐসব কাজ ও সেবার কোন মূল্য নিবে না, যেগুলোর সাথে সমাজের সাধারণ কল্যাণ সংশ্লিষ্ট রয়েছে; কিন্তু যে সব কাজের ফল প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ফার্মই কেবল ভোগ করে, সেগুলোর উপর অবশ্যই সেবামূল্য ধার্য করা হবে।

তলবী আমানত গ্রহণ এবং চেক ভাংগানোর অধিকার কেবল বাণিজ্যিক ব্যাংকেরই থাকা উচিত। বেসরকারী খাতে মুদ্রা সৃষ্টি ক্ষমতার সফল প্রতিরোধ

www.bjilibrary.com

এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়া অন্য কোন প্রতিষ্ঠান যাতে এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পেই এটা আবশ্যক। এ সিদ্ধান্তের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে একমাত্র বাণিজ্যিক ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেই তাদের নগদ তহবিল বাণিজ্যিক ব্যাংকে আমানত রাখতে হবে এবং চেকের মাধ্যমে তাদের অধিকাংশ দেনা পরিশোধ করতে হবে।

সামাজিক কল্যাণে সঞ্চয় সমাবেশের (mobilization of savings) গুরুত্ব খুবই বেশী। সুতরাং ইসলামী ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে সঞ্চয়ের সমাবেশকরণ। এ উদ্দেশ্যে সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তোলা বাঞ্ছনীয় এবং এ জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরী। এর অন্যতম পদক্ষেপ হিসেবে চেকের মাধ্যম ব্যতীত নির্ধারিত সীমার অতিরিক্ত আর্থিক লেন-দেনকে অগ্রহণযোগ্য ঘোষণা করা যেতে পারে। এ ব্যবস্থা জনগণের সঞ্চয়কে ব্যাংকের প্রতি আকৃষ্ট করবে এবং জাতির (উম্মাহ) কল্যাণে এর ব্যবহার সম্ভব করে তুলবে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত সাকুল্য আমানতী অর্থ ব্যাংক নিম্নলিখিত পন্থায় ব্যবহার করবেঃ

১। নগদ (Cash)ঃ ব্যাংকের মোট আমানতী দেনার শতকরা দশভাগ নগদ হিসেবে রাখতে হবে। অবশ্য কেবল কোষাগারের নগদ অর্থই নয়, বরং সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় অবস্থানরত অন্যান্য নগদ অর্থ এবং অন্য ব্যাংকে গচ্ছিত ব্যাংকের তলবী আমানতের অর্থও এর অন্তর্ভূক্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংকে কি পরিমাণ অর্থ নগদরূপে রাখতে হবে, তা জনগণের ব্যাংকিং অভ্যাস, দেশে নগদ অর্থের ব্যবহার এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় চেক ভাংগানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের পরিমাণ দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

২। বিধিবদ্ধ জামানতঃ (Statutory Reserve) বাণিজ্যিক ব্যাংককে এর তলবী আমানতের একটি বিশেষ অংশ, শতকরা ১০-২০ ভাগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকে বিধিবদ্ধ জামানত (Statutory Reserve) হিসেবে জমা রাখতে হবে। দেশে মুদ্রানীতির দাবী অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিধিবদ্ধ জামানতের হারে হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে। বিধিবদ্ধ জামানত কেবল তলবী আমানতের উপরই রাখতে হবে; এর কারণ এই যে, মুদারাবাহ আমানতকে ইসলামী ব্যাংকের মূলধন শেয়ারের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং যেহেতু অন্যান্য মূলধন শেয়ারের উপর বিধিবদ্ধ জামানত রাখা হয় না, সেহেতু মুদারাবাহ আমানতের উপর অনুরূপ জামানতের যুক্তি থাকতে পারে না। দেশের মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রাকে (Mo) এর উৎসমুখে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তা করা যেতে পারে। এ বিষয়ে এ পুস্তকের অন্যত্র আরও আলোচনা করা হয়েছে। বিধিবদ্ধ জামানতরূপে কেন্দ্রীয় ব্যাংক

www.bjilibrary.com

যে অর্থ লাভ করবে, আয় করার উদ্দেশ্যে তা বিনিয়োগ করা যাবে, যাতে এ বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় হতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক বিধিবদ্ধ জামানত সমাবেশের জন্য কৃত ব্যয় প্রত্যার্পন সহ এর অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারে। যেহেতু পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ন্যায় সুদ ভিত্তিক সরকারী সিকিউরিটি-তে বিনিয়োগ করার সুযোগ ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের থাকবে না, সেহেতু ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বিনিয়োগের জন্য বিকল্প সুযোগ বের করতে হবে। তবে সরাসরি বিনিয়োগ না করে, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে মুদারাবাহ ভিত্তিতে অর্থ সরবরাহ করাই ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্য অধিক শ্রেয়ঃ হবে। অবশ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা নীতির ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ না করে ধরে রাখতে পারবে।।

৩। **সরকার (Government)** ঃ সরকারের যে সব সমাজ কল্যাণমূলক প্রকল্পে মুনাফার অংশীদারিত্ব নীতি বাস্তবায়ন করা যায় না, অথবা তা কাম্য নয়, সে সব প্রকল্পে অর্থ সরবরাহে সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের তলবী আমানতের একটি বিশেষ অংশ, সর্বোচ্চ ২৫%, সরকারকে প্রদান করতে হবে। এই অর্থ হবে মুদ্রা সরবরাহে কোন নির্দিষ্ট বাঞ্ছিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক ভিত্তি (Mo) সম্প্রসারিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত। যুক্তি হিসেবে বলা যায় যে, যেহেতু ব্যাংকে রক্ষিত তলবী আমানতের সাকুল্য অর্থের মালিক জনগণ এবং এই আমানতের উপর ব্যাংককে কোন মুনাফা দিতে হয় না এবং যেহেতু এসব আমানত পূর্ণ নিশ্চয়তা সম্পন্ন ও লোকসানের ঝুঁকি হতে মুক্ত, সেহেতু এ থেকে প্রাপ্ত কল্যাণের একটি অংশ জনগণের প্রাপ্য হওয়া উচিত। আর এ কল্যাণ জনগণের কাছে পৌঁছাবার সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে, এই আমানতের একটি অংশ সরকারী তহবিলে প্রদান করা, যাতে সরকার সুদের বোঝা কাঁধে না নিয়ে সামাজিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রকল্পে অর্থ যোগান দিতে পারে। এই প্রস্তাবের অর্থ হচ্ছে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ জনগণের এজেন্ট হিসেবে জনগণের অলস সঞ্চয় সমাবেশ করে থাকে এবং এই সংগৃহীত সঞ্চয় প্রধানতঃ জনগণের হিত সাধনেই নিয়োজিত হওয়া উচিত, তবে সমাজ এর বৃহত্তর স্বার্থে যতটুকু অনুমতি দেয়, ততটুকু অংশ বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক ব্যক্তিগত কল্যাণ সাধনে ব্যবহৃত হতে পারে।

এভাবে সরকারকে প্রদত্ত তহবিল ঐ সব প্রকল্পে অর্থ সরবরাহ সম্ভব করে তুলবে, যেগুলোর ব্যাপক সামাজিক কল্যাণ থাকা সত্ত্বেও সরাসরি পরিমাপযোগ্য আর্থিক আয় খুবই নগণ্য বা একেবারেই নেই এবং এ কারণে এতে মুনাফার অংশীদারিত্ব নীতি কার্যকর করা সম্ভব নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে, সরকার এভাবে প্রাপ্ত তহবিল কেবল ব্যাপক সামাজিক কল্যাণমূলক

www.bjilibrary.com

প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে এবং দারিদ্র দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ও আয়ের সুষম বন্টন নিশ্চিত করা, ইত্যাদি, ইসলামের উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করবে।

সরকারকে প্রদত্ত এ তহবিলকে সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে গণ্য করতে হবে, অবশ্য সরকার এর বিনিময়ে সুদমুক্ত সিকিউরিটি ইস্যু করবে। এই সিকিউরিটির উপর কোন আয় নির্ধারিত না থাকায় এগুলো বাজারজাতকরণযোগ্য হবে না। এসব সিকিউরিটির পরিপক্কতার তারিখ (Maturity date) নির্ধারিত থাকবে এবং পরিপক্ক হলে সরকারকে পুনরায় সেগুলো কিনে নিতে হবে। করের মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল এবং এভাবে ঋণ হিসেবে গৃহীত অর্থের মধ্যে পার্থক্যের স্বীকৃতি দান এবং সরকার যে ঋণের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল নয়, তার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্যই এরূপ করতে হবে। তলবী আমানতের যে অংশ সরকারকে সরবরাহ করা হবে, সরকার তার জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে সেবামূল্য প্রদান করবে। তলবী আমানত সমাবেশকরণ এবং এদতসংক্রান্ত কার্যাবলী সমাধানে বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে ব্যয় হবে, সরকার-প্রদত্ত সেবামূল্যের পরিমাণ অন্ততঃ তার শতকরা ২৫ ভাগের সমান হতে হবে। এই সেবা মূল্য সুদের মত নয়। কারণ এজেন্ট হিসেবে জনগণের অলস সঞ্চয়সমূহের সমাবেশ করতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের যে ব্যয় হয়, সরকার আনুপাতিক হারে কেবল সেই ব্যয়ের অংশই পরিশোধ করবে। এছাড়া আমানত বীমা সংস্থা, বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা এবং এ জাতীয় অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় কৃত ব্যয়ের আনুপাতিক অংশও সরকারকে বহন করতে হবে। কারণ এই ব্যয় ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনায় কৃত মোট ব্যয়েরই অংশ। যেহেতু সরকার কল্যাণের অংশ পাচ্ছে, সেহেতু তাকে ব্যয়ের অংশও বহন করা উচিত। সরকার এ হারে ব্যয় বহন করলে তা এই নিশ্চয়তা দান করবে যে, সরকার কর্তৃক ব্যাংক থেকে গৃহীত সুদমুক্ত ঋণের ব্যয়ভার জনগণের উপর বোঝা হয়ে দাঁড়াবেনা এবং সেই সাথে এটাও প্রমাণিত হবে যে, ব্যাংক ব্যবস্থা পরিচালনায় ব্যয়ের কমপক্ষে আনুপাতিক অংশ বহন করা ব্যতীত সরকারও ব্যাংক থেকে অর্থ পায়না।

এখানে বলা যেতে পারে যে, বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগের (Portfolio) মধ্যে বাজারজাতকরণ অযোগ্য সরকারী সিকিউরিটির অন্তর্ভূক্তি মুদ্রানীতির একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতছাড়া করে দিবে। এই অভিযোগ সত্য হতে পারে, যদি মুদ্রা সরবরাহের পরিমাণকে (M) এর উৎসমুখেই নিয়ন্ত্রণ করা না হয়। যাহোক, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি আর্থিক ভিত্তি (Mo) নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, তাহলে বিধিবদ্ধ জামানতের হার পরিবর্তন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রদত্ত মুদারাবাহ ঋণের নিয়ন্ত্রণ এবং প্রয়োজনবোধে ঋণের মাত্রা নির্ধারণের মাধ্যমেই মুদ্রা সরবরাহের (M) ক্ষেত্রে অন্যান্য ছোটখাট গড়মিল দূর করা যেতে পারে।

www.bjilibrary.com

৪। মুদারাবাহ বিনিয়োগ ঃ উপরোক্ত লেন-দেন শেষে তলবী আমানতের প্রায় শতকরা ৪৫ হতে ৬০ ভাগ এবং মুদারাবাহ আমানতের সম্পূর্ণ অংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাছে থেকে যাবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরিভাবে অথবা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুদারাবাহ ঋণ হিসেবে ব্যবসা ক্ষেত্রে এ তহবিল বিনিয়োগ করতে পারবে। এই তহবিলের একাংশের দ্বারা ব্যাংক মুদারাবাহ চুক্তিতে আবদ্ধ নয়, এমন নিয়মিত গ্রাহকগণকে সেবামূল্যের বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দান করতে পারবে। এক্ষেত্রে সেবামূল্য সেবাদানকারী ব্যাংকের প্রকৃত ব্যয়ের (অনুমিত ব্যয়) সমান হতে হবে।

মুদারাবাহ ঋণের দ্বারা সমাজ কল্যাণের এক ব্যাপক ধারার সূচনা করা যেতে পারে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সংগতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধনে সহায়তা কল্পে মুদারাবাহ ঋণ বরাদ্দ করতে হবে। সম্পদ কেন্দ্রীভূত করা অথবা বিলাসবহুল ভোগ বৃদ্ধিতে এ ঋণ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয়। আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন পূরণ অথবা রফতানির জন্য পণ্য সামগ্রী ও সেবার উৎপাদন ও বন্টনকে সহযোগিতা দেয়ার উদ্দেশ্যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সর্বাধিক সংখ্যক উদ্যোক্তার কাছে এ ঋণ পৌঁছাতে হবে। যুক্তিসংগত পরিমাণে ব্যাপক সংখ্যক উদ্যোক্তাকে মুদারাবাহ ঋণ সরবরাহ করাই হবে এর উদ্দেশ্য। মুদারাবাহ ব্যাংক পদ্ধতি যাতে কোনক্রমেই 'রকফেলার-মেলন' সৃষ্টি অথবা সামাজিকভাবে অনাকাংখিত ভোগ অথবা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে না পারে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এ উদ্দেশ্যে মুদারাবাহ ঋণকে দেশের সামগ্রিক পরিকল্পনার সাথে পূর্ণ সংগতিশীল করে নিতে হবে।

মুদারাবাহ ব্যাংক ব্যবস্থা কেবল সুদমুক্তই নয় বরং সমাজ কল্যাণধর্মীও। এ ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে মুসলিম ব্যাংক ব্যবসায়ীদের নিকট একটি চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। শুরুতে এ ব্যাংকের সামনে নানাবিধ সমস্যা থাকা স্বাভাবিক; কিন্তু উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতা থাকলে এ সমস্যার সমাধান কঠিন হবার কথা নয়।

(গ) অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা বিনিয়োগ ট্রাষ্ট, ক্রেডিট ইউনিয়ন এবং এ জাতীয় অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠানকে বুঝানো হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ শেয়ার এবং মুদারাবাহ আমানতের মাধ্যমে সঞ্চয় সমাবেশ করবে এবং সম্ভাবনাময় বিনিয়োগকারীদের অর্থ যোগান দিবে। এসব প্রতিষ্ঠান এদের মক্কেলদের বিশেষ তহবিলের সংরক্ষণ এবং এ দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে মূলধন শেয়ার ক্রয়ে অথবা মুদারাবাহ ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা করতে পারবে। এভাবে অ-বাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সঞ্চয়কারী ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে সেতুবন্ধকারীর ভূমিকা পালন করবে। একদিকে সঞ্চয়কারীগণকে তাদের

www.bjilibrary.com

সঞ্চয় লাভজনক কারবারে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করে দিবে, অন্যদিক উদ্যোক্তাগণকে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ব্যবস্থা করে দিবে।

ইসলামী ব্যবস্থায় এ ধরণের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণভাবে ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকতে হবে। কর্মক্ষেত্রের দিক থেকে এগুলোর কোন কোনটি সাধারণ প্রকৃতিরও হতে পারে। কিন্তু অন্যগুলো অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন খাত যেমন, গৃহনির্মাণ, কৃষি, শিল্প, আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য, ইত্যাদি, এক এক খাতে এক একটি বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠান রূপে কাজ করবে। এভাবে কর্মক্ষেত্রের বিভিন্নতা এবং সংগৃহীত তহবিলের পরিপক্কতা মেয়াদের (Maturity) তারতম্য অনুসারে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের একটি অন্যটি থেকে ভিন্নতর হবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যেকটি এর মোট তহবিলের একাংশ এর ষ্টকহোল্ডার, একাংশ ব্যাণিজ্যিক ব্যাংক, একাংশ মুদারাবাহ আমানত এবং এর নিকট রক্ষিত স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী বিশেষ তহবিল থেকে সংগ্রহ করবে। প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে একমাত্র সাধারণ বৈশিষ্ট্য এটাই। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ মধ্যম আয়তনের হবে এবং সম্পদ ও ক্ষমতার এককেন্দ্রীকতা প্রতিরোধকল্পে এদের পর্যাপ্ত ও ব্যাপক শেয়ার-ভিত্তি থাকতে হবে। আমানতকারীদের তহবিলের নিরাপত্তা বিধান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের লেন-দেনে সততা নিশ্চিত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর যথোপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। এরূপ প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলী পরিষদে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অথবা আমানতকারীদের অথবা উভয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। ফটকামুক্ত ইসলামী ধারায় সুসংগঠিত ষ্টক বাজার (Stock market) এই প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি অপরিহার্য সহায়ক।

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো মূলতঃ বিশেষ বিনিয়োগ ট্রাষ্ট হিসেবে কাজ করবে এবং এজন্য অন্যান্য কারবারের শেয়ার খরিদ (নিয়ন্ত্রণ শেয়ার ব্যতীত) ও মুদারাবাহ ঋণ দানের উদ্দেশ্যে এর সংগৃহীত তহবিল কাজে লাগাবে। মুদারাবাহ ঋণ কেবল ঐসব কারবারের সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্য দেয়া হবে যেগুলোকে পূর্বাহ্নে অর্থ সরবরাহ করা হয়েছে। যৌথ কারবারে মধ্যম বা দীর্ঘ মেয়াদী পুঁজির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট কারবার প্রতিষ্ঠানকে বর্ধিত শেয়ারের মাধ্যমেই তা পূরণ করতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিজেই উক্ত কারবারের বর্ধিত শেয়ার খরিদ করে নিতে পারে অথবা মধ্যস্থকারী হিসেবে পুঁজির মালিকের সাথে উদ্যোক্তার সম্মিলন ঘটিয়ে দিতে পারে। বাজারের সাথে গভীর পরিচিতি থাকার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্ণ যোগ্যতার সাথে এরূপ সম্মিলন ঘটাতে পারবে। পুঁজি-মালিক ও উদ্যোক্তার মধ্যে এই মিলন ঘটানোই হচ্ছে এ পরিকল্পনার মধ্যমণি। এটা

www.bjilibrary.com

কারবারের মালিকানাকে বিস্তৃত এবং সম্পদের এককেন্দ্রীকতাকে হ্রাস করবে। অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অর্জিত মুনাফা থেকে ভবিষ্যত লোকসান পূরণের উদ্দেশ্যে গঠিত সংরক্ষিত (Reserve) তহবিলের জন্য নির্ধারিত অংশ কেটে নেয়ার পর তা এর অংশীদার (Equity) ও আমানতকারীদের মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত ফরমুলা মোতাবেক বন্টন করা হবে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এদের লাভের অংশ থেকে মুনাফা স্থিতিশীলতা তহবিল (Profit stabilization fund) গঠন করতে পারবে।

ব্যাপক সংখ্যক মাঝারি আকৃতির অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান থাকলে এদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে এগুলো মুদারাবাহ ঋণ ব্যবস্থাপনায় অধিকতর দক্ষ হয়ে উঠবে এবং অর্জিত মুনাফার সঠিক ঘোষণা দিতে বাধ্য হবে। যে সব প্রতিষ্ঠান তাদের কাজে অধিকতর সফলতার প্রমাণ দিতে পারবে সেগুলোকে স্বাভাবিক ভাবেই আরও বেশী মুদারাবাহ তহবিল সরবারাহ করা হবে। এভাবে প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্পদের দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পুঁজিবাদের সুদী ব্যাংক ব্যবস্থায় ব্যাংকের দক্ষতা বৃদ্ধিতে আমানতকারীগণ নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কারণ এরূপ ব্যাংক তাদের সাধারণতঃ, কম-বেশী, প্রায় একই হারে সুদ দেয়। এসুদের হার ব্যাংক অর্জিত সুদের হার এবং ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণকারী উদ্যোক্তার অর্জিত মুনাফার হার অপেক্ষাও নিম্ন হয়। এটা উচ্চ ঋণবহন ক্ষমতাসম্পন্ন বৃহত্তর ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ প্রদান এবং ব্যাংকের উপর নিয়ন্ত্রণ রক্ষাকারী পরিবারসমূহের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার প্রবণতা বাড়িয়ে তোলে এবং এভাবে আয় ও সম্পদের এককেন্দ্রীকতা সৃষ্টিতে বিরাট ভাবে সহায়তা করে।

বাজার পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতার কারণে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো শেয়ার ও মুদারাবাহ আমানতের উপর পারস্পরিক প্রতিযোগিতামূলক মুনাফা ঘোষণা করতে বাধ্য হবে। ফলে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক ভাবেই এর অংশীদার ও মুদারিবদের নিকট থেকে এর শেয়ার ও মুদারাবাহ আমানতের সর্বাধিক দক্ষতাপূর্ণ ব্যবহার কামনা করবে। সুতরাং এটা ধরে নেয়া বাস্তবসম্মত হবে না যে, সুদমুক্ত ব্যাংক ব্যবস্থায় মুদারিবগণ প্রকৃত মুনাফা অপেক্ষা কম মুনাফা দেখিয়ে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রতারিত করবে। কোন মুদারিব এরূপ অসদাচরণের আশ্রয় নিলে সে নিজেই নিজেকে মুদারাবাহ ঋণ থেকে বঞ্চিত করার কারণ হবে। যেহেতু কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে মুদারাবাহ ঋণ উদ্যোক্তাদের পুঁজির একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস, সেহেতু এ ঋণ থেকে নিজেরাই নিজেদের বঞ্চিত করার ন্যায় আত্মবঞ্চনামূলক প্রবণতার আশ্রয় উদ্যোক্তাগণ কদাচিতই নিতে পারে।

www.bjilibrary.com

মুনাফা ঘোষণায় কারচুপি দমনের উপরোক্ত ব্যবস্থাকে অধিকতর কার্যকর করে তোলার জন্য বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থার মাধ্যমে মুদারাবাহ ঋণ গ্রহণকারী কারবার প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাব আকস্মিকভাবে নিরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে। তাছাড়া, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেসব মক্কেলদের হিসাব নিরীক্ষার প্রয়োজন বোধ করবে, বিশেষ করে, যেসব মক্কেলদের ঘোষিত মুনাফা সন্তোষজনক নয় বলে মনে হবে, বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা সেসব মক্কেলদের হিসাবও নিরীক্ষণ করবে। বিনিয়োগকারী ফার্মসমূহের পুঁজি সংরক্ষণকারী অংশীদারগণ কর্তৃক নির্দেশিত ফার্ম বা ফার্মসমূহের হিসাবও বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা নিরীক্ষণ করতে পারবে। এরূপ অডিটের মুকাবিলায় কারচুপি ফাঁস হয়ে পড়ার আশংকা ঋণ প্রতিষ্ঠানের মূলধন ও মুদারাবাহ তহবিল ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক আচরণ থেকে দূরে থাকতে বাধ্য করবে।

এখানে আরও একটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে যা ঋণগ্রহীতা বা ঋণদাতা প্রতিষ্ঠানকে প্রকৃত মুনাফা প্রদর্শন থেকে বিরত রাখতে পারে। এ কারণটি হচ্ছে বাস্তবতা বিবর্জিত উচ্চহার বিশিষ্ট কর ব্যবস্থা। উচ্চ করের হার ব্যবসায়ীদের মধ্যে কর এড়ানোর প্রবণতা সৃষ্টি করে এবং দু'ধরণের হিসাবের খাতা রাখতে বাধ্য করে। সুতরাং এ অবাঞ্ছিত অবস্থা এড়াতে হলে কর পদ্ধতি যুক্তিযুক্ত করা অপরিহার্য। কর ব্যবস্থাকে এমন হতে হবে যাতে এর মধ্যে সরকার, ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতারণা করার প্রবণতা সৃষ্টির কোন উপাদান অবশিষ্ট না থাকে।

প্রস্তাবিত অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এ প্রকল্পের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী ব্যাংকের ন্যায় সম্পদ কেন্দ্রীভূত করণের অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে। একথা ঠিক যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ঋণ ও মূলধন শেয়ারের উল্টো পিরামিডের মাধ্যমে এবং কতিপয় সুবিধাভোগী ঋণ গ্রহীতাকে বিপুল সম্পদ সরবরাহের দ্বারা সম্পদের যেরূপ বিরাট এককেন্দ্রীকতা সৃষ্টি করে, প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেরূপ করার কোন আশংকা নেই। তবে এগুলোর পক্ষে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করার আশংকা থাকতে পারে, কিন্তু কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে এ আশংকাও অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। প্রথমতঃ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা বিপুল হতে হবে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই যাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সীমার বাইরে এর সম্প্রসারণ ঘটাতে না পারে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে বিপুল সংখ্যক উদ্যোক্তাকে অর্থ সরবরাহ করতে বাধ্য হয় এবং কোন বিশেষ কারবার বা পরিবারকে প্রতিষ্ঠানের মোট পুঁজির একটি ক্ষুদ্র অংশের অতিরিক্ত পুঁজি সরবরাহ করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। তৃতীয়তঃ এ

www.bjilibrary.com

প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে কোন কারবারের নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ার গ্রহণ করতে না পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চতুর্থতঃ অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোন পরিচালক যেন অন্য কোন কারবারের পরিচালক হতে না পারে। পঞ্চমতঃ এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজ যাতে পুঁজির মালিক ও উদ্যোক্তার মিলন ঘটানো পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে এবং কোন প্রতিষ্ঠানই যাতে অন্য কোন কারবারের শেয়ার অধিক কাল ধরে রাখতে না পারে, তার ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সর্বশেষে, এরূপ প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শেয়ার যাতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় এবং কোন বিশেষ ব্যক্তি, পরিবার বা গোষ্ঠী যাতে এগুলোর নিয়ন্ত্রণকারী অংশ কিনতে না পারে, সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এছাড়া, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে সম্পদ ও ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে না পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান কল্পে সহজ বোধ্য বিস্তারিত ও যথার্থ কার্যকরী আইনের মাধ্যমে অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থাও নেয়া যেতে পারে।

(ঘ) বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠান

ইসলামের সমাজ কল্যাণধর্মী কাঠামোর অন্তর্ভূক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয়ই সাধারণতঃ মুনাফা প্রবণতা (Profit motive) দ্বারাই পরিচালতি হবে। সুতরাং ক্ষুদ্র কৃষক, কুটির শিল্পী, কারুশিল্পী, টেক্সী ও ট্রাক চালকদের মত অসংখ্য অর্থনৈতিক খাতের প্রতি এগুলোর আগ্রহ না থাকা খুবই স্বাভাবিক। অথচ ঋণ সহযোগিতা দিয়ে এদের উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাছাড়া, আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস কল্পে প্রণীত ইসলামী বিধি-বিধানের দৃষ্টিতেও এসব খাতে ঋণ সরবরাহ করা জরুরী। সুতরাং এসব খাতে মুদারাবাহ ভিত্তিতে ঋণ দান অথবা উত্তম ঋণ (করজে হাসানা)সরবরাহের উদ্দেশ্যে সরকারকে বিশেষায়িত ঋণ দান প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নতুনভাবে সৃষ্ট, পূর্বে উল্লেখিত, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন (High powered money) মুদ্রা থেকে এসব প্রতিষ্ঠানকে পুঁজি সরবরাহ করা যেতে পারে। মুদারাবাহ বিনিয়োগ লব্ধ মুনাফা অথবা করজে হাসানা লেন-দেনের উপর আদায়কৃত সেবামূল্য থেকে প্রাপ্ত আয়ের দ্বারা বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ঙ) আমানত বীমা সংস্থা

মুদারাবাহ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত করা হলে একে অন্ততঃ পুঁজিবাদী ব্যাংকের ন্যায় সফলতার প্রমাণ দিতে হবে। কিন্তু মুদারাবাহ ব্যাংকের তলবী আমানতকারীগণ তাদের আমানতের উপর ব্যাংকের মুনাফা থেকে কোন অংশ পাবে না এবং মুদারাবাহ বিনিয়োগে ব্যাংক লোসানেরও সম্মুখীন হতে পারে। সুতরাং এ ব্যাংক ব্যবস্থায় তলবী আমানতকারীগণের মধ্যে এই আপাতঃ

www.bjilibrary.com

আশংকা, (যদিও বাস্তবে এরূপ হবে না) দেখা দিতে পারে যে, ব্যাংকের লোকসানের মাধ্যমে তাদের আমানত নিঃশেষ হয়ে যাবে। ফলে তারা তাদের সঞ্চয়কে মজুদ করে রাখতে অধিক পছন্দ করতে পারে। ব্যাংকের সফলতার জন্য এ অবস্থা কাম্য নয়। সুতরাং তলবী আমানতকে এ জাতীয় সকল ঝুঁকি থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারলে তা ইসলামী ব্যাংকের জন্য সহায়ক হবে। এজন্য ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে একটি আমানত বীমা স্কীমও থাকতে হবে। এই স্কীমের অধীনে বাণিজ্যিক ব্যাংকের তলবী আমানতের বীমা করার জন্য একটি আমানত বীমা সংস্থা (Deposit Insurance Corporation) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।৩৬ এ সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মুদারাবাহ আমানতের বীমা করবে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কেবল তলবী আমানতের বীমা ব্যবস্থা কি তলবী আমানত অপেক্ষা মুদারাবাহ আমানতকে নিরুৎসাহিত করবেনা এবং এর ফলে কি মুদারাবাহ বিনিয়োগ হ্রাস পাবেনা? এই প্রশ্নের উত্তরে সংস্থা সিকিউরিটির (Corporate Securities) উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে। শেয়ার বাজারের অসুস্থ, অস্থির ও ফটকামূলক উঠা-নামার দরুণ সংস্থা সিকিউরিটিতে লোকসানের প্রচুর আশংকা রয়েছে; কিন্তু এতদসত্ত্বেও এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ হ্রাস পায়নি। অপর পক্ষে ইসলামী অর্থনীতিতে সুদের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট আয় উপার্জনের জন্য কোন সম্পদ পাওয়া যাবে না এবং মুদারাবাহ শেয়ারের একমাত্র বিকল্প হবে তলবী আমানত, আর এর উপরও কোন আয় থাকবে না। তদুপরি পূর্বে উল্লেখিত কারণেও মুনাফা স্থিতিশীলতা তহবিল গঠনের দরুণ তলবী আমানত অপেক্ষা মুদারাবাহ আমানতই অধিক পছন্দনীয় হবে। কেননা স্বাভাবিক অবস্থায় এ থেকে ইতিবাচক আয় পাবার আশা রয়েছে। এরপরও যদি ধরে নেয়া হয় যে, মক্কেলদের আগ্রহ তলবী আমানতের প্রতিই অধিক থাকবে, তাহলেও বিনিয়োগ যোগ্য তহবিলের পরিমাণ হ্রাস পাবার কোন আশংকা থাকবে না, কারণ সরকার এবং ব্যাংক উভয়েই এ তহবিলকে উৎপাদনশীল বিনিয়োগে ব্যবহার করবে।

আমানত বীমা সংস্থা সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি অ-লাভজনক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হবে এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কাজ পরিচালনা করবে। এর সাকুল্য মূলধন বাণিজ্যিক ব্যাংক সরবরাহ করবে। এটি একটি আত্মনির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান হবে এবং প্রারম্ভিক পর্যায় ব্যতীত এর জন্য সরকারকে কোন বাজেট বরাদ্দ করতে হবে না। প্রারম্ভিক অধ্যায়ের খরচ নির্বাহের জন্যও আমানত বীমা সংস্থা এর সংরক্ষিত তহবিল থেকে কয়েক

www.bjilibrary.com

বছরে পরিশোধ করার শর্তে সরকারের কাছ থেকে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। আমানত বীমা সংস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার পরিচর্যা সরকারকে করতে হবে। এটা অংশতঃ এ কারণে যে, ব্যাংক থেকে সরকার সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং অংশতঃ এ কারণেও যে, ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা এবং একে সফল করে তোলায় সরকারের দায়িত্ব রয়েছে।

আমানত বীমা সংস্থার আয়ের উৎস হবেঃ (১) কতিপয় ব্যতিক্রম ও বিয়োজন বাদ দিয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকের মোট গড় তলবী আমানতের উপর স্বল্প হারে ধার্যকৃত দেয় হতে প্রাপ্ত; (২) সংস্থার নিজস্ব সংরক্ষিত তহবিলের বিনিয়োগলব্ধ আয়। সরকার তলবী আমানতের যে অংশ সুদমুক্ত ঋণ হিসেবে গ্রহণ করবে, সে অংশের প্রিমিয়াম সরকারই দিবে; আর কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর বিধিবদ্ধ জামানতের প্রিমিয়াম দিবে। প্রিমিয়ামের হার সমহার ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে। তবে সুস্থ ব্যাংক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করার জন্য উত্তমকার্য সম্পাদনকারী ব্যাংককে কিছু রেয়াত দেয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে। এসব আয়ের মাধ্যমে সঞ্চিত আমানত বীমা তহবিল থেকে ভবিষ্যত আমানত বীমার দাবী (Deposit Insurance Claims) পরিশোধ এবং আনুসংগিক লোকসান পূরণ করা হবে। এ তহবিলে ভবিষ্যতের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য পর্যাপ্ত হবে কি না তা বীমাকৃত ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠুতা এবং প্রতিকূল অর্থনৈতিক অবস্থার মত বিরুদ্ধ উপাদানের উপর নির্ভর করবে।

প্রথমদিকে আমানত বীমা সংস্থার হাতে উপায়-উপকরণ থাকবে খুব সীমিত। ফলে এ সময়ে সংস্থা বীমা করণে আমানতের উপর সীমা আরোপ করতে বাধ্য হবে। তবে এ সীমা গোটা পরিকল্পনার সাথে সংগতিশীল হবে। কারণ, এর ফলে সংস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সকল আমানতকারীর আমানতকে বীমার আওতায় আনতে সক্ষম হবে। পরবর্তী সময়ে সংস্থার উপায়-উপকরণ পর্যাপ্ত পরিমাণে বর্ধিত হলে এবং ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য হাসিলের স্বার্থে প্রয়োজনীয় বিবেচিত হলে, বীমার সীমা বাড়িয়ে দেয়া যাবে। যেহেতু আমানত বীমা সংস্থা বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থে পরিচালিত একটি অ-মুনাফাকর প্রতিষ্ঠান, সেহেতু প্রকৃতপক্ষে এটি পারস্পরিক সহযোগিতা মূলক বা সমবায় ভিত্তিক একটি বীমা কোম্পানী হবে বলা যায়। সকলের নিকট, এমনকি, যারা কোন কোন বাণিজ্যিক বীমাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না, তাদের কাছেও এই বীমা প্রতিষ্ঠান সর্বোতভাবে গ্রহণযোগ্য হবে।

(চ) বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা

এই প্রতিষ্ঠানটিও আমানত বীমা সংস্থার মত একই নিয়মে সরকারী

www.bjilibrary.com

উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হবে। যে সব মুদারিব অন্যদের নিকট থেকে সরাসরিভাবে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মুলধন শেয়ার অথবা মুদারাবাহ ভিত্তিতে সংগৃহীত অর্থ বিনিয়োগ করবে, সে সব মুদারিবদের হিসাব নিরীক্ষণ করাই হবে এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ। আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানতকারী এবং অংশীদারদের স্বার্থ হেফাজত করাই হবে এইরূপ হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্য। তবে সকল মুদারিবের হিসাব নিরীক্ষা করা সম্ভব নয় বলে বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা মুদারিবদের বিক্ষিপ্ত নমুনা (Random Sample) এর ভিত্তিতে অডিট পরিচালনা করবে অথবা সাহিব আল-মাল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বিনিয়োগকারীগণ কর্তৃক নির্দেশিত মুদারিবদের হিসাব নিরীক্ষণ করবে। দেশের কর ব্যবস্থা যুক্তিসংগত হলে এরূপ হিসাব নিরীক্ষা মুলধন শেয়ার এবং মুদারাবাহ তহবিল ব্যবহারকারীদের সতর্ক রাখবে এবং কেউ মুনাফা কম করে দেখাতে সাহস করবে না।

বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজস্বভাবে অডিট কর্মচারী নিয়োগ করতে হবে না। এভাবে প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরাট খরচ বেঁচে যাবে। ব্যক্তিগতভাবে ঋণ সরবরাহকারীগণও এই প্রতিষ্ঠানের দ্বারা কাজ নিতে পারবে। প্রয়োজনে তারাও বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থার যোগ্য ও নিরপেক্ষ অডিটর দ্বারা তাদের ঋণ গ্রহীতাদের হিসাব পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারবে।

বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থার যাবতীয় ব্যয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহই বহন করবে। এজন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মোট মুদারাবাহ ঋণ এবং শেয়ার বিনিয়োগের উপর নির্ধারিত হারে অডিট ফী ধার্য করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যে সব অডিট করা হবে, সেগুলোর উপর বিশেষ ফী ধার্যের ব্যবস্থা করা যাবে। ব্যক্তিগতভাবে যারা অডিট করাবে তাদের কাছ থেকে কাজের প্রকৃত ও ব্যাপকতা অনুযায়ী সেবামূল্য আদায় করা যেতে পারে। অনেকে বলেন যে, ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যাংককে বিপুল সংখ্যক অডিটর নিয়োগ করতে হবে এবং এর ফলে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা ব্যয়বহুল হয়ে পড়বে। যদিও ইসলামী ব্যাংক সম্পর্কে এ কথা যথার্থ সত্য নয়, তবুও একটি অভিযোগ হিসেবে একথা উত্থাপন করা হয়। যাহোক বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থাই হচ্ছে এ অভিযোগের যথার্থ জবাব। একথাও বলা হয় যে, বিপুল সংখ্যক অডিটর নিয়োগ করা না হলে ইসলামী ব্যাংকের পক্ষে বিনিয়োগকারীদের হিসাবের যথার্থতা নিরূপণ করা সম্ভব হবে না। এ বিষয়ে পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, বাজার উপাদান আপনা থেকেই এ সমস্যার সমাধান করবে। বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থার সৃষ্টি বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের অধিকতর হেফাজত সম্ভব করবে।

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়
মুদ্রানীতি

ইসলামী অর্থনীতিতে সুদ সম্পূর্ণ রহিত করা হবে এবং সুদভিত্তিক মুদ্রানীতির অন্যতম হাতিয়ার বাট্টার হার (Discount Rate) ও খোলা বাজার কারবার (Open Market Operation) সেখানে থাকবে না। সুতরাং এ অবস্থায় ইসলামী সমাজে একমাত্র মুদ্রার পরিমাণের (Stock of Money) উপর ভিত্তি করেই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করতে হবে। এই মুদ্রানীতির আশু লক্ষ্য হবে পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জন এবং ভারসাম্য পূর্ণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনে সৃষ্ট অর্থের চাহিদার সাথে মুদ্রা সরবরাহের সামঞ্জস্য বিধান করা। মুদ্রার পরিমাণ সর্বদাই যাতে দ্রব্য সামগ্রী ও সেবা সরবরাহে অর্থনীতির সামর্থের সাথে সংগতিশীল হয় এবং কোনক্রমেই সামগ্রী ও সেবার তুলনায় অপর্যাপ্ত (Inadequate) বা অধিক (Excessive) না হয়, মুদ্রানীতিকে অবশ্যই তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

এখানে অর্থনীতির উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এ কথা ঠিক যে, একমাত্র মুদ্রানীতির মাধ্যমেই উক্ত উদ্দেশ্য সফল করা সম্ভব নয়; বরং এজন্য একটি সুষ্ঠু মুদ্রানীতির পাশাপাশি রাজস্বনীতি ও আয় নীতি সহ দেশের অন্যান্য নীতিকেও একই উদ্দেশ্যমুখী করে গড়ে তোলা আবশ্যক, যাতে এই সব নীতিসমূহ অর্থনীতির মূল উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

মুদ্রা সম্প্রসারণ যেহেতু প্রধানতঃ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থের (High powered money) প্রাপ্যতার উপরই নির্ভরশীল, সেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাংককে এ অর্থের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থের উৎস তিনটিঃ (১) সরকারী রাজস্ব ঘাটতি, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে পূরণ করা হয়; (২) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণ এবং (৩) লেন-দেন ভারসাম্যের সেই উদ্বৃত অংশ, যা দেশীয় মুদ্রা হিসেবে চালু করা হয়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, জাতীয় অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যাবলীর আলোকে প্রতি বছর কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বার্ষিক বাঞ্ছিত মুদ্রা (M) সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করে নিতে হবে। এই বাঞ্ছিত পরিমাণ মুদ্রা (M) সরবরাহ করতে হলে এর জন্য যে পরিমাণ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থের প্রয়োজন হবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে তা সৃষ্টি করে সরকার, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করতে হবে।

অন্যান্য ব্যবস্থার ন্যায় ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেও এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মধ্যে গভীর সমন্বয় থাকা

www.bjilibrary.com

অপরিহার্য এবং উক্ত লক্ষ্যের প্রতি উভয়কেই দৃঢ় প্রতিশ্রুতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অধিকন্তু উক্ত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকাও অবশ্যই জরুরী। সরকার যদি তার রাষ্ট্রীয় নীতির অপরিহার্য উদ্দেশ্য রূপে দ্রব্য মূল্যের স্থিতিশীলতা অর্জনে ব্রতী না হয় এবং এজন্য সরকারী ব্যয়ে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করে, তাহলে একটি সুষ্ঠু ও ফলপ্রসূ মুদ্রানীতি গ্রহণ করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

উপরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বার্ষিক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে। এতে অবশ্যই এটা দাবী করা হয়নি যে, অর্থের বেসরকারী চাহিদা পূর্বাহ্নেই সঠিকভাবে নিরূপণ করা যায়। এখানে যা বলতে চাওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, প্রকৃত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে অর্থনীতির কোন নির্দিষ্ট ক্ষমতার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সামান্য হ্রাস-বৃদ্ধি সাপেক্ষে মুদ্রা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ করতে পারে এবং তা পারা উচিতও। তবে যেহেতু অনুমান সর্বদাই সত্য হবে এমন নয়, সেহেতু উক্ত লক্ষ্য-মাত্রাকে মাঝে মাঝে পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে এতে পরিবর্তন পরিবর্ধন করতে হবে। এরূপ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা সম্প্রসারণের পরিবর্তিত লক্ষ্যমাত্রার আলোকে সরকার ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেয় ঋণের পরিমাণেও পরিবর্তন আনতে হবে। এই পদ্ধতিতে মুদ্রা সরবরাহের জন্য বার বার লক্ষ্যমাত্রা পর্যালোচনা এবং এর সংশোধন দরকার হতে পারে। এই ঝামেলা এড়ানোর জন্য ফ্রীডম্যানের সহজ নিয়ম চালু করার বিষয়ও চিন্তা করা যেতে পারে। ফ্রীডম্যান উৎপাদনের ধারাবাহিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হারের সাথে তাল মিলিয়ে একটি নির্দিষ্ট বার্ষিক হারে মুদ্রা (M) সরবরাহ বৃদ্ধি করার কথা বলেছেন।[৩৬] এখন প্রশ্ন হচ্ছে বাট্টার হার এবং খোলাবাজার নীতির অনুপস্থিতি একটি ফলপ্রসূ মুদ্রানীতি কার্যকর করার পথে কোন সমস্যা সৃষ্টি করবে কি না। এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থকে যদি এর উৎসমুখেই যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে এ ব্যাপারে কোন সমস্যা থাকবে না। তদুপরি প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাংকের অর্থ উৎপাদন ক্ষমতায়ও নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ছোটখাট পরিবর্তন আনা যেতে পারে : (১) কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংককে প্রদত্ত ঋণের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি, (২) বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত জামানতের হারে পরিবর্তন, অর্থাৎ প্রয়োজনবোধে জামানতের হার বৃদ্ধি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা হ্রাস অথবা জামানতের হার হ্রাস করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণদান ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থ সরবরাহের বাঞ্ছিত লক্ষ্য হাসিল করা যাবে এবং (৩) বেসরকারী খাতে ঋণের সীমা নির্ধারণ, অর্থাৎ অর্থ সরবরাহকে বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে রাখার জন্যে প্রয়োজনবোধে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক বেসরকারী খাতে প্রদত্ত সামগ্রিক ঋণের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া যেতে

www.bjilibrary.com

পারে। যা হোক, মুদ্রানীতির ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতির সামগ্রিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য কেবল এটাই যথেষ্ট নয়; বরং এজন্য ঋণের খাতওয়ারী বরাদ্দ যাতে জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়, তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। তাছাড়া, বিভিন্ন কারবারের মধ্যে ঋণের বন্টন অবশ্যই সুষম এবং ইসলামের আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচারের লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হতে হবে। শুধু অন্ধ বাজার উপাদানের উপর নির্ভর করে এসব হাসিল সম্ভব নাও হতে পারে। এজন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ফলপ্রসূ ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে হবে। এসব ব্যাপারে পুঁজিবাদী কেন্দ্রীয় ব্যাংক যেভাবে কাজ করে তা থেকে কোন সুফল আশা করা যায় না। ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যংককে পুঁজিবাদী ব্যাংকের চেয়ে আরও বেশী উদ্ভাবনশীল হতে হবে এবং যথাযথ নির্দেশনা, নির্বাচিত ঋণ নিয়ন্ত্রণ, অনুপ্রেরণা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং হস্তক্ষেপ পদ্ধতির মাধ্যমে ইসলামের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্য হাসিলকে অধিকতর সুগম করতে হবে। এব্যাপারে ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আদর্শিক দায়িত্ব হবে নিম্নরূপঃ (১) ঋণের খাতওয়ারী বন্টন যাতে ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হয় তা নিশ্চিত করা, (২) সর্বাধিক সংখ্যক কারবার যাতে ঋণসুবিধা পেতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধান করা এবং (৩) ঋণ বরাদ্দ যাতে সমাজের সাধারণ মানুষের জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার সর্বাধিক উৎপাদন ও বন্টনে নিয়োজিত হয় তা নিশ্চিত করা। ইসলামী অর্থনীতিতে ঋণের বরাদ্দ সর্বদাই উদ্দেশ্য মূলক ও আদর্শ ভিত্তিক হতে হবে। কারণ জনগণের অর্থই হচ্ছে ঋণ তহবিলের মূল উৎস; সুতরাং এ ঋণ সর্বসাধারণের কল্যাণেই বরাদ্দ করা আবশ্যক।

ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রানীতির হাতিয়ারসমূহ নিম্নরূপ হবেঃ

১। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা সম্প্রসারণের লক্ষ্যমাত্রা নিরূপণ এবং বাঞ্ছিত পরিমাণ মুদ্রা সৃষ্টি করে সরকার, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সরবরাহ করা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট এই মুদ্রার মোট পরিমাণ কত হবে এবং এ থেকে সরকার, বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে কত পরিমাণ অর্থ সরবরাহ করা হবে, এসব বিষয় ইসলামী অর্থনীতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এবং মুদ্রানীতির নির্দেশ ক্রমে স্থির করতে হবে। এই মুদ্রা থেকে সরকারকে প্রদত্ত অংশ সুদ মুক্ত ঋণ হিসেবে দেয়া হবে। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশকে মুদারাবাহ ঋণ হিসেবে গণ্য করা হবে।

২। আমানত সমাবেশ করা এবং আনুসংগিক কাজের খরচের সমপরিমাণ সেবামূল্যের বিনিময়ে তলবী আমানতের একটি অংশ সরকারকে প্রদান করা।

www.bjilibrary.com

সরকার কর্তৃক ব্যবহৃত তলবী আমানতের এই অংশের পরিমাণ মুদ্রানীতির চাহিদা মুতাবেক হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাবে। অর্থাৎ সরকার পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থার সময় যে পরিমাণ তলবী আমানত ব্যবহার করবে, মন্দার সময়ে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ ব্যবহার করতে পারবে।

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ নির্ধারিত হারে এদের তলবী আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জামানত রাখবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক জামানতের এই অর্থ আয়ের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে পারবে। দেশের মুদ্রানীতির নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এই জামানতের হার বাড়ানো-কমানো যাবে।

৪। আমানত সম্প্রসারণ যাতে মোট অর্থ (M) সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রার বাঞ্ছিত সীমার মধ্যে থাকে সেজন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বেসরকারী ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারিণ করে দেয়া।

৫। দেশের মোট ঋণ এবং এর বরাদ্দ যাতে দেশের সার্বিক কল্যাণধর্মী পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং ইসলামী মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় সেজন্য নির্বাচিত পদ্ধতিতে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করা।

এখানে প্রশ্ন উত্থাপণ করা যেতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা গেলেও মন্দা উত্তোরণ সম্ভব হবে কি না। মুনাফার সম্ভাবনা যখন অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে আসবে এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারী খাতসমূহ যখন মুদারাবাহ বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে, তখন এর সমাধান কি করে করা হবে? এ কথা অবশ্য সত্য যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবল ঋণ সরবরাহ করতে পারে; কিন্তু কারবারে মুনাফার সম্ভাবনা যখন নাজুক হয়, তখন বেসরকারী খাতকে বিনিয়োগে বাধ্য করতে পারে না। এমতাবস্থায় সরকারকে তার ব্যয় পরিকল্পনার প্রতি সর্বক্ষণ লক্ষ্য রাখতে হবে ও পর্যালোচনা করে দেখতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে রাজস্ব ঘাটতির মাধ্যমে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি করে বেসরকারী খাতে মোট চাহিদার যে কোন ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদেশী পুঁজি প্রবাহ নিঃসন্দেহে মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে তুলতে পারে। এরূপ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। এখানে সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে না। তবে গরম ফটকা বাজারীর ফলে সৃষ্ট পুঁজি প্রবাহ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর। কিন্তু ইসলাামী অর্থনীতিতে এটা কোন সমস্যা সৃষ্টি করতে পারবে না। কারণ ইসলামী দেশসমূহের লেন-দেন ভারসাম্য তাদের অনুকূল হবে এবং সুদের হারের তারতম্যের দরুণ এসব দেশে গরম পুঁজি সরবরাহের সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা এসব দেশে তলবী আমানতের উপর কোন সুদ দেয়া হবে না, আর মেয়াদী আমানতসমূহ কেবল শেয়ার ভিত্তিতে এবং তুলনামূলক ভাবে অধিকতর দীর্ঘ সময়ের জন্য গ্রহণ করা হবে। শুধু তাই নয়,

www.bjilibrary.com

বরং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কেবল তখনই এরূপ আমানত গ্রহণ করবে, যখন মুনাফার অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে লাভজনকভাবে এ অর্থ খাটানো সম্ভব হবে। অনীহা, কর আরোপ ও নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্থের মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনার দরুন সৃষ্ট পুঁজির অন্তপ্রবাহকেও নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে। ইসলামী অর্থনীতিতে স্থিতিশীল মূল্যস্তর চলতি হিসাবের ঘাটতি পূরণ এবং এর ফলশ্রুতিতে সৃষ্ট মুদ্রার মূল্যহ্রাস এবং পুঁজির বহিঃনির্গমন সর্বনিম্নে রাখতে সহায়ক হবে।

www.bjilibrary.com

৪র্থ অধ্যায়
উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও মডেল

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইসলামী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার প্রস্তাবিত এ স্কীম কিভাবে ইসলামের আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করবে!

ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থায় মুসলিম সমাজের প্রয়োজন এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করবে। এ ব্যাপারে দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রেখে উচ্চ অথচ বাস্তবভিত্তিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের জন্যে মোট মুদ্রা (M) সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করা হবে। মুদ্রা সরবরাহের (M) এই পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা দু'টি ব্যবস্থার মাধ্যমে অর্জন করা যাবেঃ (১) এজন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন অর্থের (High powered money) বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং (২) সরকারের রাজস্ব ঘাটতি এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ বরাদ্দের মাধ্যমে। এর পরও এমন কিছু কারণ থাকতে পারে, যেগুলো নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করা দুরূহ। এসব কারণগুলো অনিরূপিত ও অনিয়ন্ত্রিত থেকে যাওয়ার দরুণ মুদ্রা সরবরাহে আধিক্য বা ঘাটতি সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যদি এরূপ হয়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক বাণিজ্যিক ব্যাংককে বরাদ্দকৃত 'মুদারাবাহ' ঋণের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধি, বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত বিধিবদ্ধ জামানত হারের পরিবর্তন এবং বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের সীমা নির্ধারণের মাধ্যমে মুদ্রা সম্প্রসারণের এই আধিক্য বা ঘাটতিকে এর চাহিদার সমতায় আনা হবে। এইভাবে মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়াও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ বরাদ্দের (Allocation of credit) উপরও তার প্রভাব খাটাবে, যাতে ঋণের বরাদ্দ অর্থনীতির উদ্দেশ্য-লক্ষ্য, বিশেষ করে, আর্থ-সামাজিক সুবিচার এবং আয়-সম্পদের সুষম বন্টনের লক্ষ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

উৎপাদিত অর্থ (created money) অথবা এ অর্থ থেকে উদ্ভূত অর্থ নির্মাণ আয় (Seigniorage) সরকারী কোষাগারে স্থানান্তরিত করা হবে, যাতে সরকার এই অর্থ দারিদ্র দূরীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উচ্চ হার অর্জন, বেকারত্ব কমিয়ে আনা এবং আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েমের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ করতে পারে। এই ভাবে এই স্কীম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সম্পদের এককেন্দ্রীকতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এই স্কীমের বাস্তবায়ন দ্বারা সরকারের আর্থিক সমস্যার আংশিক সমাধানও সম্ভব হবে। কারণ প্রথমতঃ উৎপাদিত অর্থ বা নির্মাণ আয় (Seigniorage) আকারে অতিরিক্ত সম্পদ সরকারের হাতে আসবে এবং দ্বিতীয়তঃ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের তলবী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিনা সুদে এবং

www.bjilibrary.com

নামমাত্র সেবা মূল্যের বিনিময়ে সরকারকে ঋণ দেয়া হবে। সুদী ব্যবস্থায় সরকারের গৃহীত ঋণের উপর দেয় সুদের বোঝার তুলনায় এই সেবা মূল্যের হার হবে অনেক কম। সুদী ব্যবস্থায় সুদ গ্রহণের মাধ্যমে ধনী আরও ধনী হয় এবং এ ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য অতিরিক্ত হারে কর দিতে দিতে দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে পড়ে। অধিকন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় কারবার সমূহের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের বিরাট অংশ শেয়ারের ভিত্তিতে সংগৃহীত হবে। সুতরাং এখানে পুঁজির সুদ বাবদ কোন ব্যয় হবে না এবং এ জন্য কৃত অতিরিক্ত ব্যয় মূল্যের সাথে যোগ হয়ে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে তোলারও কোন আশংকা থাকবে না। এই ব্যবস্থায় ঋণগ্রহীতা এবং ঋণদাতার (মুদারিব এবং সাহিব আল-মাল) মধ্যে মুনাফার ন্যায়সংগত বন্টন সম্ভব হবে। একজন নির্দিষ্ট হারে নিশ্চিত আয় পাবে, আর অপর জন লাভ হলে পাবে, আর লোকসান হলে সুদের বোঝা সহ সাকুল্য লোকসান বহন করতে বাধ্য হবে, এমন অবিচার ও বৈষম্যের অবকাশ ইসলামী ব্যবস্থায় নেই। ইসলামী ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের সাথে সুদ যোগ হবে না, এ কারণে দ্রব্য মূল্য অবশ্যই কমে আসবে, এমন নাও হতে পারে। কারণ স্বাভাবিক অবস্থায় দ্রব্য মূল্য বাজারের অবস্থা ও বাজার উপাদান দ্বারাই নির্ধারিত হবে এবং মোট মূলধনের উপর বাজার কর্তৃক নির্ধারিত (market determined) স্বাভাবিক আয় (ইতিবাচক বা নেতিবাচক) মূল্যের অন্তর্ভূক্ত থাকবে।

কারবারের লাভ-লোকসানে অংশগ্রহণের বাধ্যবাধকতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ বরাদ্দের ক্ষেত্রে অধিক সতর্ক হতে বাধ্য করবে। ফলে এই প্রতিষ্ঠানসমূহ ঐসব ঋণগ্রহীতাকে ঋণ দেবে, যারা ঋণের সর্বাধিক উৎপাদনশীল ব্যবহার করে অধিকহারে মুনাফা অর্জন ও প্রদান করতে সক্ষম। সুতরাং এই ব্যবস্থায় সম্পদের বরাদ্দ হবে সর্বোত্তম, বিনিয়োগ হবে সর্বাধিক এবং মুনাফা হবে সর্বোচ্চ। আর এই উচ্চতম মুনাফার একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সমাজের কাছে পৌঁছে যাবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক উৎপাদিত আমানতের উপর অর্জিত মুনাফার অংশ হিসেবে উক্ত মুনাফা লাভ করবে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থায় এরূপ হয় না। সেখানে প্রাথমিক (prime) ঋণগ্রহীতাগণ নিম্নতর সুদের হারে ঋণ সুবিধা পায়। ফলে যাদের আর্থিক ক্ষমতা বেশী তারাই নিম্ন সুদের হারে অধিক ঋণ নেয়ার সুযোগ পায়। এতে স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে যাদের আছে, তাদের হাতেই সম্পদ কুক্ষিগত হয়ে পড়ায় প্রবণতা দেখা দেয় এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয় না।

অধিকন্তু ইসলামী সমাজে ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো যেহেতু কারবারের লাভ–ক্ষতিতে অংশ নিবে, সেহেতু কারবারের প্রতি এদের আগ্রহ বেশী থাকবে এবং কারবারের সাথে তারা ঐসব ব্যাংকারের মত ব্যবহার করবে না, "যারা আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছাতা ধার দেয়, কিন্তু বর্ষণ শুরু

www.bjilibrary.com

হলেই ছাতা ফেরত নিয়ে যায়"। সুতরাং ইসলামী সমাজে ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান কারবারের ব্যর্থতায় ঐরূপ অবদান রাখবে না, যেরূপ সুদী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো অচেতনভাবে রেখে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রস্তাবিত স্কীমটি সামগ্রিক ভাবে যে কোন দেশের অর্থনীতির বৃহত্তর কল্যাণার্থে কাজ করবে এবং ইসলামী রাষ্ট্রের স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

www.bjilibrary.com

৫ম অধ্যায়

ইসলামী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থায় উত্তোরণ

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মুসলিম দেশসমূহে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যাংক ব্যবস্থাকে প্রস্তাবিত ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় কি ভাবে রূপান্তর করা যাবে, আর এই রূপান্তরের সময় সূচীই বা কিরূপ হবে! এ কথা নিশ্চিত যে, অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে একবারে এই পরিবর্তন করতে যাওয়া মারাত্মক ভূল হবে। দ্রুত ও হঠাৎ পরিবর্তনের কোন প্রচেষ্টা গোটা ব্যবস্থাকে শ্বাসরুদ্ধ করে দিবে এবং সব কিছু লন্ডভন্ড করে দিয়ে অর্থনীতি, তথা ইসলামের বিরাট ক্ষতি বয়ে আনবে। সুতরাং এই রূপান্তর হতে হবে ক্রমিক ধারায়। যথেষ্ট দীর্ঘ সময় নিয়ে ধীরে ধীরে এবং ধাপে ধাপে এই রূপান্তর প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। রূপান্তরের এই পর্যায়শীলতা সম্পর্কে কোন সংশয় থাকা উচিত নয়। কারণ এটা ইসলামেরই শিক্ষা। এ ব্যাপারে ইসলাম জ্ঞান, বুদ্ধি ও হিকমত অবলম্বনের শিক্ষা দিয়েছে। নবী করীম (সাঃ) দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের মাধ্যমে এরই উদাহরণ রেখে গেছেন। সুতরাং পুঁজিবাদী ব্যাংক থেকে ইসলামী ব্যাংকে উত্তোরণ প্রক্রিয়াকে অবশ্যই দীর্ঘ এবং ক্রমিক হতে হবে।

উত্তোরণের ধারাবাহিক কর্মসূচীর প্রথম পর্যায়ে যে কাজটি করা অত্যন্ত জরুরী এবং অপরিহার্য তা হচ্ছে, ইসলামের প্রতি মুসলিম সরকারদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতির দৃপ্ত আলো আবার প্রজ্জলিত করতে হবে। এসব সরকারকে সমাজের নৈতিক চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য যথার্থ ব্যবস্থা নিতে হবে। ইসলামের নৈতিক বিধিবিধান অনুসারে বাণিজ্যিক নীতিমালা (Business Ethics) গড়ে তুলতে হবে। ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য এ কাজ অপরিহার্য। কিন্তু তাই বলে, একটি নৈতিকতা সচেতন আদর্শ মুসলিম সমাজ যতদিন তৈরী না হবে, ইসলামী অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়িত করার জন্য ততদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। বরং বর্তমান অবস্থায়ই তা চালু করার পদক্ষেপ নিতে হবে।

বর্তমান অবস্থায় ইসলামী মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে সর্বাগ্রে এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তুলতে হবে। এর মধ্যে থাকবেঃ (১) প্রস্তাবিত আইন-কাঠামো আনুসারে ইসলামী কেন্দ্রীয় ব্যাংক স্থাপন করা; (২) বাণিজ্যিক ব্যাংককে নতুন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা; (৩) সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ, যথা, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, আমানত বীমা সংস্থা, বিনিয়োগ হিসাব নিরীক্ষণ সংস্থা, ইত্যাদি কায়েম করা এবং (৪) দেশের কর পদ্ধতিকে যুক্তি সংগত করে ঢেলে সাজানো। উল্লেখ্য যে, সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হওয়া উচিত।

www.bjilibrary.com

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলার সাথে সাথে অর্থনীতিতে শেয়ার-ঋণের অনুপাত ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে দিতে হবে, যাতে প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অচল করে দেয়া সম্ভব হয়। সকল বাণিজ্যিক সংস্থা (Corporations), অংশীদারী কারবার এবং একক মালিকানা প্রতিষ্ঠানকেই পর্যায়ক্রমে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের মোট মূলধনে শেয়ারের অংশ এমনভাবে বৃদ্ধি করতে হবে, যাতে ঋণের উপর তাদের নির্ভর করতে না হয় এবং তাদের সাকূল্য স্থায়ী ও চলতি মূলধনের চাহিদা শেয়ারের দ্বারাই পূরণ করা যায়। এতে কারবারের মালিকানা সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে যাবে এবং সম্পদ গুটি কয়েক হাতে কুক্ষিগত হওয়ার আশংকা হ্রাস পাবে। এই পদক্ষেপকে সফল করতে হলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট ষ্টক বাজারকেও (Stock market) ফটকা মুক্ত ইসলামী ছাঁচে পুনর্গঠিত করতে হবে। এতে মূলধন ও শেয়ারের মূল্য অবিবেচক ফকটা শক্তির প্রভাব মুক্ত হয়ে অনিশ্চয়তা ও ব্যাপকভাবে উঠা-নামার পরিবর্তে অর্থনৈতিক উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং এর উঠা–নামা সংগত পর্যায়ে অবস্থান করবে।

তৃতীয় পদক্ষেপে সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশেষায়িত ঋণ প্রতিষ্ঠান থেকে সুদের লেন-দেন ধীরে ধীরে সম্পূর্ণ উঠিয়ে দিতে হবে। চতুর্থ পদক্ষেপ প্রথম দুই পদক্ষেপের সাথেই নেয়া যেতে পারে। এই পর্যায়ে সকল সুদী আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে (দেশী বা বিদেশী) পর্যায়ক্রমে লাভ-ক্ষতির অংশীদার প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ব্যাপারে সর্বোত্তম পদ্ধতি এই হতে পারে যে, প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর তার সুদী ঋণের হার কিছু কমিয়ে সমপরিমানের লাভ-ক্ষতির অংশীদারী ঋণ বৃদ্ধি করতে বাধ্য করা। এভাবে প্রতিবছর ক্রমাগতভাবে সুদী ঋণ কমিয়ে লাভ-ক্ষতির অংশীদারী ঋণ বৃদ্ধি করে যেতে হবে, যাতে ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে পরিবর্তন সম্পূর্ণ করা যায়।

একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য যে, রূপান্তরের উল্লেখিত এই সময়সূচী বল প্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ্য হাসিলের তাৎক্ষনিক প্রচেষ্টা অপেক্ষা অধিকতর বাস্তবধর্মী। এই রূপান্তর প্রক্রিয়া যথার্থভাবে কার্যকর করতে হলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং কারবার প্রতিষ্ঠানগুলোকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হবে। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়ায় বহু জটিল ও প্রযুক্তিগত এমন সমস্যা দেখা দিতে পারে যার সমাধান না করে সামনে আগানোর আর কোন উপায়ই থাকবে না। উদাহরণ স্বরূপ, আমানত বীমা সংস্থার কথা উল্লেখ করা যায়। আমানত বীমা সংক্রান্ত ব্যাপারে এই সংস্থার কোন অভিজ্ঞতা নেই। লাভ-ক্ষতির অংশীদারী ব্যাংক ব্যবস্থায় এই বীমা কিভাবে করা যাবে, এব্যাপারে বিস্তারিত কিছুই জানা নেই। সুতরাং এই আমনত বীমা সংস্থাকে অবশ্যই সমস্যায় পড়তে হবে এবং কাজ শুরু করে

www.bjilibrary.com

অভিজ্ঞতার আলোকে ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে সামনে অগ্রসর হতে হবে। ধীর অথচ দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চূড়ান্ত সফলতায় পৌঁছা, দ্রুত পদক্ষেপে ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। এটা অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে, এই প্রচেষ্টা সফল হলে তা ইসলামী আদর্শের মহত্ত্ব ও শক্তিই বাড়িয়ে দিবে। আর যদি এটা ব্যর্থ হয়, তাহলে তা ইসলামের খ্যাতি বিনষ্ট করবে।

সরকারকে আভ্যন্তরীণ সুদী ঋণ সমূহ এর নির্দিষ্ট পরিপক্কতা কালের মধ্যেই পরিশোধ করে দিতে হবে। অতঃপর নতুন ঋণ গ্রহণ করতে হলে তা উক্ত মডেলে বর্ণিত পদ্ধতিতে এমনভাবে গ্রহণ করা উচিত, যাতে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় উত্তোরণের জন্য প্রস্তাবিত সময় সীমা, ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সুদমুক্ত সরকারী সিকিউরিটি (Security) বিনিয়োগের হার শতকরা ২৫ ভাগে উন্নীত হয়। বাণিজিক ব্যাংকের কাছে কোন মুসলিম সরকারের আভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ যদি শতকরা ২৫ ভাগ তলবী আমানতী দায় কর্তৃক অনুমোদিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহলে সেই সরকারকে রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে উক্ত ঋণের বাড়তি অংশ ১৫ বছর কালের মধ্যে পরিশোধ করার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাংক ঋণ ছাড়া বেসরকারী খাত থেকে গৃহীত সরকারের যাবতীয় সুদী ঋণকে, যেখানে সম্ভব লাভ-ক্ষতির অংশীদার ঋণে পরিবর্তিত করতে হবে। আর যেখানে এরূপ পরিবর্তন সম্ভব নয়, অথবা তা অভিপ্রেত নয়, সেখানে ধনীদের কাছ থেকে সুদ মুক্ত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে এ-মান্বয়ে সুদী ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে।

এর পর আসে বৈদেশিক ঋণের সমস্যা। বৈদেশিক ঋণের উপর সুদ প্রদানকে আপাততঃ একটি অত্যাবশ্যকীয় মন্দ কাজ বলে ধরে নিতে হবে। বিদেশী ঋণ গ্রহণে বাধ্য দেশকে এব্যাপারে একই সাথে অর্থনৈতিক ও নৈতিক দায়িত্ববোধের সাথে চিন্তা করতে হবে এবং কেবল অপরিহার্য ক্ষেত্রেই যেন বৈদেশিক ঋণের আশ্রয় নেয়া হয়, সে ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে। তাছাড়া, এমন পরিকল্পনার ভিত্তিতে এরূপ ঋণ গ্রহণ করা উচিত, যাতে ১৫ বছর কালের মধ্যে তারা যাবতীয় সুদী ঋণ পরিশোধ করে দিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে অথবা কেবল সুদমুক্ত ঋণ দ্বারা চলতে সক্ষম হয়। পরিতাপের বিষয় যে, কোন কোন মুসলিম দেশের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশী, যা কোন ক্রমেই অভিপ্রেত নয়। তাছাড়া, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব ঋণের কারণ হচ্ছে অপচয়মূলক এবং অনুৎপাদনশীল ব্যয়। এরূপ ব্যয়ের জন্য ঋণের আশ্রয় নেয়া না হলে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ এত অধিক হবার কথা নয়। বস্তুতঃ ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি প্রতিশ্রুতিশীল কোন সরকার যদি পূর্ণ নিষ্ঠা ও দক্ষতা সহকারে সুস্থ আর্থিক নীতি, রাজস্ব নীতি ও আয় নীতির মাধ্যমে অর্থনীতি পরিচালনা করতে পারে, তাহলে বৈদেশিক ঋণের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে না পারা এবং যথেষ্ট পরিমাণ শেয়ার মূলধন আকৃষ্ট করে সুদী ঋণ পরিহার করতে না পারার কোনই কারণ থাকতে পারে না।

www.bjilibrary.com

পরিশিষ্ট

টীকা ঃ

১। গালব্রেইথ যথার্থই বলেছেন, "সামগ্রিকভাবে জীবন হচ্ছে, দৃঢ় বয়নকৃত সূত্রসমূহের গ্রন্থীর ন্যায়।" জীবনের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অন্যান্য সকল দিক ও বিভাগগুলোর একটি আর একটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ও পরস্পর নির্ভরশীল; আর সব বিভাগ মিলে হচ্ছে সামগ্রিক জীবন। অস্কার মংগেষ্টার্ণের অর্থনৈতিক পদ্ধতির 'সংকোচনশীলতা' তত্ত্ব অনুসারে অর্থনৈতিক পদ্ধতির একটা মূল বা কেন্দ্রবিন্দু রয়েছে। এ কেন্দ্রবিন্দু ধ্বংস হলে গোটা পদ্ধতি ভেংগে পড়তে বাধ্য। এভাবে কেন্দ্রের সাথে সম্পৃক্ত সংগঠন বা ব্যবস্থাসমূহে বিভিন্ন ধরন ও মাত্রায় পরস্পর নির্ভরশীলতা থাকে। (উদ্ধৃত করেছেন, মাইকেল হেরিংটনঃ **দি টুইলাইট অব ক্যাপিটালিজম**, লন্ডনঃ দি ম্যাকমিলন প্রেস, ১৯৭৬, পৃঃ ৬৯)

মূল আলোচনায় 'অন্তর্নিহিত' (Inherent) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, গত শতাব্দী থেকে সমাজবাদের চাপের ফলে পুঁজিবাদের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। কিন্তু অবস্থার চাপে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদিও অনেক কিছু গ্রহণ ও বর্জন করা হয়েছে, তবু পুঁজিবাদের মূলে কোন পরিবর্তন হয়নি এবং পুঁজিবাদ আজও এর ঐসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিলেই ব্যপৃত রয়েছে, যা এর মৌলিক দর্শন ও প্রকৃতিগত স্বভাবে অন্তর্নিহিত রয়েছে।

২। এই বিষয়ে বিভিন্ন মুসলিম স্কলারদের অভিমত জানার জন্য এম, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী প্রণীত '**এ সার্ভে অব কনটেম্পোরারী লিটারেচার অন ইসলামিক ইকোনমিক্স**' দেখা যেতে পারে। কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে মক্কায় অনুষ্ঠিত ইসলামী অর্থনীতির উপর প্রথম আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে নিবন্ধটি উপস্থাপন করা হয়েছিল। (পৃঃ ২৩–২৬)। এছাড়া এম, ওমর চাপড়া রচিত, (ক) **দি ইকোনমিক সিষ্টেম অব ইসলাম** (লন্ডনঃ দি ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, ১৯৭০, পৃঃ ৪–১৮) এবং কে, আহমদ এবং জে, আই, আনসারীর, **ইসলামিক পারস্পেক্টিভস** গ্রন্থে (লিষ্টার, যুক্তরাজ্য, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৯, পৃঃ ১৯৫ ২২১) **দি ইসলামিক ওয়েলফেয়ার ষ্টেট এন্ড ইট্স রোল ইন দ্যা ইকোনমী** শিরোনামে এম, ওমর চাপড়ার নিবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

৩। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত ইসলামের ধারণা সম্পর্কে সুন্দর আলোচনার জন্য আহমদ এন্ড আনসারীর পূর্বোল্লোখিত গ্রন্থের ২২০–২৪০, পৃষ্ঠায় কে, আহমদ লিখিত নিবন্ধ "**ইকোনমিক ডেভেলাপমেন্ট ইন এন ইসলামিক ফ্রেমওয়ার্ক**" দ্রষ্টব্য।

৪। এস, এ, বি, পেজ এবং এস, ট্রোলোপ, "**এন ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে অব**

www.bjilibrary.com

ইনডেক্সিং এন্ড ইট্স ইফেক্ট্স", ন্যাশন্যাল ইনষ্টিটিউট ইকোনমিক রিভিউ, নভেম্বর, (১৯৭৪, পৃঃ ৪৬–৫৯); ই, ভি, মরগান (ইড), **ইনডেক্সেশন এন্ড ইনফ্লেশন** (লন্ডন ঃ ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস, ১৯৭৫, পৃঃ ৭–১০) এবং এইচ, গেইর্‌শ, "**ইনডেক্স ক্লজেজ এন্ড দি ফাইট এগেইন্‌ষ্ট ইনফ্লেশন**, (অধ্যায় ১, পৃঃ ১–২৩), গ্রন্থে এইচ, গেইর্‌শ-এর, "**এসেজ অন ইনডেক্সেশন এন্ড ইনফ্লেশন** (ওয়াশিংটন, ডি, সি, ঃ আমেরিকান ইনষ্টিটিউট ফর পাবলিক পলিসি রিসার্চ, ১৯৭৪)

৫। **এসেজ অন ইনডেক্সেশন এন্ড ইনফ্লেশন**,(উল্লেখিত, পৃঃ ৬৩–৭০), গ্রন্থে উইলিয়াম ফেলনার-এর "**দি কন্ট্রোভারসিয়াল ইস্যু অব কম্প্রিহেন্সিভ ইনডেক্সেশন।**" জি, ডি, জুড, **ইনফ্লেশন এন্ড দি ইউজ অব ইনডেক্সেশন ইন ডেভেলাপিং কান্ট্রিজ**" (নিউইয়র্কঃ প্রেজার, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪৪)।

৬। টি, লিসেনার এবং এম, কিং (ইড্স), **ইনডেক্সিং ফর ইনফ্লেশন** (লন্ডন: ইনষ্টিটিউট অব ফিসক্যাল ষ্টাডিজ, ১৯৭৫) গ্রন্থের ২০–২৫ পৃষ্ঠা, আর, জ্যাকম্যান এবং কে, স্ল্যাফেওল্‌জ, "**দি কেইজ ফর ইনডেক্সিং ওয়েজ এন্ড স্যালারিজ**"। ফেলনার এর পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৭। ১৯৭৩–৭৭ পর্যন্ত পাঁচ বছরে মুসলিম দেশসমূহে মুদ্রাস্ফীতির হার দেখলে এটা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। নীচে সাতটি দেশের গড় যৌগিক মুদ্রাস্ফীতির হার দেওয়া হলোঃ

সাতটি মুসলিম দেশের ভোগ্যপণ্যের দাম
(বার্ষিক বৃদ্ধির হার)

দেশের নাম	জি.ডি.পি. ১৯৭৭		ভোগ্য পণ্যের দাম বার্ষিক বৃদ্ধির হার					গড় যৌগিক বৃদ্ধির হার
	বিলিয়ন ইউ.এস. ডলার	মোট–এর শতকরা হার	১৯৭৩	১৯৭৪	১৯৭৫	১৯৭৬	১৯৭৭	
মিসর	১৮.৮	১০.৪	৫.১	১০.৮	৯.৮	১০.৩	১২.৭	৯.৭
ইন্দোনেশিয়া	৪৫.৯	২৫.৪	৩১.২	৪০.৭	১৯.০	১৯.৮	১১.০	২৪.৩
পাকিস্তান	১৩.২ (১৯৭৬)	৭.৩	২২.৯	২৬.৬	২০.৯	৭.২	১০.১	১৭.৫
সৌদি আরব	৫৪.৪ (১৯৭৬)	৩০.৩	১৬.৫	[illegible]	৩৪.৬	৩১.৬	১১.৩	২৩.১
সুদান	৪.৩ (১৯৭৫)	২.৩	১৫.৫	২৬.১	২৩.৯	১.৭	১৬.৭	১৬.৮
তুরস্ক	৪৩.৯	২৪.৩	১৫.৪	১৫.৯	১৯.২	১৭.৩	২৭.২	১৯.০
মোট	[illegible]	১০০.০	১৯.২	২৪.৪	২৩.১	২০.৪	১৫.৩	২০.৫
বিশ্ব			৯.৪	১৫.৩	১৩.৬	১১.৫	১১.৪	১২.২

সূত্র ঃ আই, এম, এফ এর ইনটারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল ষ্ট্যাটিস্টিক্স-এ প্রদত্ত তথ্য অনুসারে

www.bjilibrary.com

উপরের টেবিলে দেখা যাচ্ছে যে, উল্লেখিত দেশ সমূহের মোট জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে নির্ণীত বার্ষিক মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল শতকরা ২০.৫ ভাগ। আর বিশ্বের মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল শতকরা বার্ষিক মাত্র ১২.২ ভাগ। ঋণের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (Indexation) চালু করা হলে এসব দেশে প্রত্যেক ঋণগ্রহীতাকে ১৯৭৩ সালে গৃহীত প্রতি ১০০ ডলার ঋণের বদলে ১৯৭৭ সালে ২৫৪.১ ডলার অর্থাৎ আসলের আড়াই গুণেরও অধিক অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কোন কোন দেশে এর পরিমাণ আরও অধিক হবে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লেখিত বছর গুলোকে অধিক মুদ্রাস্ফীতির বছর বলা যেতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক যে, ঋণের ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (Indexation) মেনে নিলে এবং একে ধর্মীয়ভাবে জায়েয করা হলে, মুদ্রাস্ফীতির হার কম হোক বা বেশী হোক, ঋণগ্রহীতাকে যে আসলের অতিরিক্ত অর্থ ফেরৎ দিতে হবে তাতে, কোন সন্দেহ নেই।

৮। অর্থনীতিতে ফিলিপস্ কার্ভের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতির হারের সাথে বেকারত্বের যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে, বেশ কয়েকজন গ্রন্থকারই এর সত্যতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, থমাস এম, হামফ্রের **"চেঞ্জিং ভিউজ অব দ্যা ফিলিপস্ কার্ভ"** (ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব রিচমন্ড মান্থলি রিভিউ, জুলাই, ১৯৭৩, পৃঃ ১–১৩); চার্লস এন, হ্যানিং-এর **"ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস এন্ড দ্যা ইকোনমী** (এঙ্গেলউড ক্লিফস, এন, জে, ১৯৭৫,পৃঃ ৩৫০–৫৪) এবং মরগান গ্যারান্টি ট্রাষ্ট কোং অব নিউ ইয়র্ক, **ওয়ার্ল্ড ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস**, (ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮,পৃঃ ৩) দ্রষ্টব্য।

৯। আবদ–আল রহমান আল জাযিরী, **"কিতাব আল ফিকহ্ আ'লা আল–মাযাহিব আল-আরবায়াহ** (কায়রোঃ আল-মাকতাবাহ আল– তেজারিয়্যাহ্ আল–কুবরা, ১৯৩৮, খন্ড–২, পৃঃ ২৪৫–৫৯ এবং ২৮৩–৪)।

১০। মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী, **আল জামি আল সহীহ** (কায়রো; মুহাম্মদ আলী সুবাইহ্, এন, ডি, খন্ড–৭, পৃঃ ১৮২); আবু আল হুসাইন মুসলিম আল–নিশাপুরী, **সহীহ মুসলিম**, (কায়রোঃ ঈসা আল–বাবি আল–হালাবী, ১৯৫৫, খন্ড–৩,পৃঃ১৬৫১ঃ৪২) এবং আবু আব্দ–আল্লাহ মালিক বিন আনাস, **আল মুয়াত্তা**, (কায়রোঃ ঈসা আল–বাবি আল–হালাবী, ১৯৫১, খন্ড–২, পৃঃ ৯১৪ ঃ ৯)। মুহাম্মদ বিন ইয়াযিদ বিন মাজাহ্ আল–কাজভিনি, **সুনান** ইবনে মাজাহ্ (কায়রোঃ 'ঈসা আল–বাবি আল–হালাবী, ১৯৫২, খন্ড–২, পৃঃ ১১৯২ ঃ ৩৬০৬)।

১১। আবু দাউদ আল–সিজিস্তানী, **সুনান আবু দাউদ** (কায়রো, 'ঈসা আল–বাবি আল–হালাবী, ১৯৫২, খন্ড–২, পৃঃ ৫৭২)।

১২। মুসলিম,উল্লেখিত, খন্ড–৩, পৃঃ ১১৭৬ ঃ ৮৮

১৩। মুহাম্মদ হুসাইন হাইকাল, **হায়াত মুহাম্মদ** (কায়রো ঃ মাকতাবাহ

www.bjilibrary.com

আল নাহ্‌দাত আল–আরাবিয়্যাহ, ১৯৬৩, খন্ড–২, পৃঃ ২২৯)।

১৪। বিলাস সামগ্রী ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সংজ্ঞা সময় ও স্থানের পার্থক্য নির্বিশেষে একরূপ হওয়া জরুরী নয়। মুসলিম সমাজে সাধারণ সম্পদ রাজির পরিমাণ এবং জীবন যাত্রার মান দ্বারাই নির্ণীত হবে, কখন ও কোথায় কোন্ সামগ্রী বিলাস দ্রব্য এবং কোনটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য । এখানে যে কথাটি মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, যদিও ইসলাম ব্যক্তির আয় ও সামাজিক মর্যাদার তারতম্য অনুসারে ভোগের মাত্রায় কিছুটা পার্থক্য অনুমোদন করেছে, তবুও এ ক্ষেত্রে ব্যবধান খুব বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রয়োজনবোধে এরূপ বৈষম্যকে নিরুৎসাহিত করতে হবে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে ভোগের ব্যবধান কমিয়ে আনতে হবে। সুতরাং "সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের নিকট বর্তমান উপায়-উপকরণকেই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য হতে বিলাস সামগ্রীকে পৃথক করার মানদন্ড গণ্য করা উচিত।"

১৫। ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৫ তারিখের 'ইকোনমিষ্ট'এর ৯৭ পৃষ্ঠায় জাপানের উপর প্রকাশিত রিপোর্ট দ্রষ্টব্য। এতে 'ইদাই' নামে জাপানের একজন অন্যতম প্রধান প্লাইউড প্রস্তুতকারকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যার মূল পরিশোধিত মূলধন ছিল মাত্র ৩২ মিলিয়ন ডলার, কিন্তু তার ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ বিলিয়ন ডলার।

উপরের দৃষ্টান্তটি অবশ্য একটি প্রান্তিক ঘটনা। অন্যান্য ক্ষেত্রে অবস্থা এর চেয়ে কিছু উন্নত হতে পারে। তবু উল্টো পিড়ামিডের একটি বাস্তব চিত্র এতে ফুটে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ অ-আর্থিক বেসরকারী খাতে ১৭৮'৯ বিলিয়ন ডলার তহবিল সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার মধ্যে মাত্র ১0 বিলিয়ন ডলার বা যার মাত্র ৫.৬ শতাংশ ছিল শেয়ার মূলধন (ফেডারেল রিজার্ভ বুলেটিন, জানুয়ারী, ১৯৭৮, টেবিল ক ৪৪ দ্রষ্টব্য)। ওয়াশিংটনের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৫২ সালে মোট সরবরাহকৃত তহবিলে শেয়ার মূলধনের (equity +debt) হার ছিল মাত্র '৩৮৩; ১৯৭৭ সালে এ রেশিও আরও কমে গিয়ে '২৪৫ এ দাঁড়ায়।

ও,ই,সি,ডি, ফাইন্যান্সিয়াল ষ্ট্যাটিসটিক্স, খন্ড ১১, টেবিল, ক ২১১–তে বিভিন্ন দেশের মোট ফাইন্যান্সের মধ্যে ইকুইটির হার নিম্নরূপে দেখানো হয়েছে ঃ

জাপান,	১৯৭৬	'২0৯
ইতালী,	১৯৭৫	'২২৪
ফ্রান্স,	১৯৭৫	'৪0৬
যুক্তরাজ্য,	১৯৭·	'৬৭১
জার্মানী,	১৯৭৬	'৩৮0

এ রেশিওতে সংশ্লিষ্ট সমিতি (affiliates) ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে গৃহীত স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণই কেবল ধরা হয়েছে, বাণিজ্যিক ঋণ ধরা

www.bjilibrary.com

হয়নি। যদি বাণিজ্যিক ঋণ ধরা হয়, তাহলে ইক্যুইটির হার আরও কম হবে।

১৬) ইসলামের মুদারাবাহ ও শিরকত সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্যঃ আল-জাযিরী, উল্লেখিত গ্রন্থ, খন্ড-৩, পৃঃ ৩৪-৯৩; আলী আল-খাফিফ, **আল-শিরকত ফী আল-ফিক্‌হ আল-ইসলামী** (কায়রো, দ্বার আল-নশর লী আল জমিয়ত আল-ইসলামিয়্যাহ, ১৯৬২) এবং এম, নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী, **শিরকত ওয়া মুদারাবাহকে শরয়ী উসূল** (লাহোর ঃ ইসলামিক পাবলিকেশন্স লিঃ, ১৯৬৯)

১৭) আবদ আল- আযীয আল-খাইয়্যাত, **আল-শিরকত ফী আল-শরীয়াহ আল-ইসলামিয়্যাহ ওয়া আল-কানুন আল-ওয়াদ-ই** (আম্মান, জর্দানঃ মিনিষ্ট্রি অব আওকাফ, ১৯৭১, খন্ড-২, পৃঃ ১৩২-৩)।

১৮) ডি, এম, কোজ, **ব্যাংক কন্ট্রোল অব লার্জ করপোরেশনস ইন ইউ, এস,** (রাবকেলীঃ ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, ১৯৭৮, পৃঃ ১৪৮)।

১৯) ইউনাইটেড ষ্টেটস কংগ্রেস, হাউস ব্যাংকিং এন্ড কারেন্সী কমিটি, সাব-কমিটি অন ডোমেষ্টিক ফাইন্যান্স, **কমার্শিয়াল ব্যাংকস এন্ড দেয়ার ট্রাষ্ট একটিভিটিজঃ ইমার্জিং ইনফ্লুয়েন্স অন দ্যা আমেরিকান ইকোনমী,** ৯০ তম কংগ্রেস, ২য় অধিবেশন, ১৯৬৮, পৃঃ ৫।

২০) পূবে উল্লেখিত, পৃঃ ১।

২১) যুক্তরাষ্ট্র, নিরাপত্তা ও বিনিময় কমিশন,**ইনষ্টিটিউশনাল ইনভেষ্টর ষ্টাডি রিপোর্ট,** হাউজ ডকুমেন্ট ৯২-৬৪ রেফার্ড টু দ্যা হাউজ কমিটি অন ইন্টার ষ্টেট এন্ড ফরেইন কমার্স, ১৯৭১ অংশ ৮, পৃঃ ১২৪-৫।

২২) কোজ, পূর্বে উল্লেখিত গ্রন্থ, পৃঃ ১১৯।

২৩) পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৪৩।

২৪) পূর্বে উল্লেখিত, পৃঃ ১৪৯।

২৫) ফেডারেল ডিপোজিট ইনসিউরেন্স করপোরেশন, **বার্ষিক রিপোর্ট, ১৯৭৬,** পৃঃ ২৩৯-৪২।

২৬) কে, ই, বোল্ডিং এবং টি, এফ, উইলসন (ইডস), **রিডিস্ট্রিবিউশন থ্রু দ্যা ফাইন্যান্সিয়াল সিস্টেমঃ দি গ্র্যান্টস ইকোনমিক্স অব মানি এন্ড ক্রেডিট** (নিউ ইয়র্কঃ প্রেজার পাবলিশার্স, ১৯৭৮; পৃঃ xxiii এবং ৪)। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ে অধিক জানার জন্য এ গ্রন্থের আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পড়তে পারেন।

২৭) টি, এফ, উইলসন, **"আইডেন্টিফিকেশন মেজারমেন্ট অব গ্র্যান্ট এলিমেন্টস ইন মনেটারী পলিসি"**– বোল্ডিং এন্ড উইলসন,উল্লেখিত গ্রন্থঃ পৃঃ ৪৮। লেখক দেখিয়েছেন যে, "মুদ্রা নির্মাণ আয় (Seignoirage) এমন

www.bjilibrary.com

একটি মঞ্জুরী যা অর্থনীতিতে সম্পদের উপর (Resource) অর্থ উৎপাদনকারীর (বা নির্মাতার) অথবা যার কাছে এ মঞ্জুরী হস্তান্তর করা হয় তার নিয়ন্ত্রণ অধিকার এনে দেয়।" পৃঃ ৩৮।

২৮) সেমিনারে এই নিবন্ধের উপর আলোচনাকালে কিং আবদুল আযীয ইউনিভার্সিটির অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ আনাস-যারকা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, 'সৃষ্ট আমানত' (Created deposits) হচ্ছে 'ফাই' (বিনা যুদ্ধে যে সব সম্পদ মুসলিমদের হস্তগত হয়) এর ন্যায়। কেননা এ ধরনের আমানত সৃষ্টি করতে তেমন কোন শ্রম নিয়োগ করতে হয় না। সুতরাং এ আমানত থেকে প্রাপ্ত আয় কুরআনের ঐ নির্দেশ মুতাবেক বন্টিত হওয়া উচিত, যা 'ফাই' বন্টনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এ প্রসংগে তিনি এই আয়াত তুলে ধরেনঃ "জনপদের অধিবাসীদের যে সব মাল আল্লাহ তাঁর নবী (সাঃ)কে দান করেন, তা আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সাঃ), নিকট আত্মীয়, এতীম, অভাবী এবং মুসাফিরের জন্য, যাতে সম্পদ কেবল তোমাদের ধনীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়" (৫৯ঃ৭)।

উল্লেখ্য যে, নবী করীমের (সাঃ) ইন্তেকালের পর খোলাফায়ে রাদেশীন 'ফাই' এর যাবতীয় সম্পদই এতীম, অভাবী এবং মুসাফিরদের কল্যাণে ব্যয় করেছেন। উল্লেখিত আয়াতের ব্যাখ্যা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে কিছুটা মত প্রার্থক্য রয়েছে। ঈমাম সাফেয়ীর মতে 'ফাই' উল্লেখিত পাঁচটি খাতে সমভাবে বন্টন করা উচিত। কিন্তু ঈমাম আবু হানিফা, ঈমাম মালিক এবং ঈমাম আহমদ (রঃ) মনে করেন যে, রাসূলের (সাঃ) অবর্তমানে ফাই-এর সাকূল্য সম্পদ মুসলমানদের সাধারণ কল্যাণার্থে ব্যয় করা উচিত। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আবুল আ'লা মওদূদী, তাফহীম আল-কুরআন দ্রষ্টব্য (লাহোর, পাকিস্তানঃ ইদারা তরজুমান্ আল-কুরআন, ১৯৭১, খন্ড-৫, পৃঃ ৩৯২)। যাহোক, সৃষ্ট আমানতের ক্ষেতে 'ফাই' এর নীতি অনুসরণ করা হলে, এর দ্বারা জনগণের বিরাট কল্যাণ সাধিত হবে এবং সম্পদের বন্টন অধিকতর সুষম হবে।

২৯) এল, সি ম্যাথার, দি লেন্ডিং ব্যাংকার (লন্ডনঃ ওয়াটার লো এন্ড সন্স, ১৯৬৬)।

৩0) হাওয়ার্ড ক্রস, ম্যানেজমেন্ট পলিসিজ ফর কমার্শিয়াল ব্যাংকস (এ্যাংগেলউড ক্লিফ্স এন, জে, প্রেন্টিসহল, ১৯৬২, পৃঃ১৯৬-৯৮)।

৩১) প্রচনাও বাণিজ্যিক ব্যাংক ঋণের প্রত্যাশিত আয়তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন। এ তত্ত্বে তিনি মূলতঃ পূর্ববর্তী আত্ম পরিশোধ যোগ্যতা এবং স্থানান্তরযোগ্যাতা তত্ত্বের বিপরীত বক্তব্য পেশ করেছেন। পূর্বের তত্ত্বসমূহে ব্যাংক সম্পদের তারল্য অথবা হস্তান্তর যোগ্যতার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রচনাও, এর বিরুদ্ধে, ঋণগ্রহীতার উপার্জন ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেছেন। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, এই তত্ত্বের দ্বারা ঋণগ্রহীতার দায় পরিশোধ করার প্রকৃত ক্ষমতা

www.bjilibrary.com

ঋণগ্রহীতার উপার্জন ক্ষমতার উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। পূর্ববর্তী তত্ত্বে এ ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল তারল্য অথবা ব্যাংক সম্পদের হস্তান্তর যোগ্যতার উপর। বস্তুতঃ সম্পদ বাজারে হস্তান্তর করে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যায় কিনা, তা দেখে ঋণ বরাদ্দ করার পরিবর্তে ঋণগ্রহীতার উপার্জন ক্ষমতা তার দায় পরিশোধ করার যোগ্য কিনা, তার বিচারে ঋণ বরাদ্দের কথাই এখানে বলা হয়েছে। এইচ, ভি, প্রচনাও, **টার্ম লোনস এন্ড থিওরিজ অব ব্যাংক লিকুইডিটি,** (নিউইয়র্ক, ১৯৪৪, পৃঃ ৪০১-১১) এবং এইচ, ভি, প্রচনাও এবং এইচ, ভি, প্রচনাও জে, আর, (ইডস), **দি চেন্জিং ওয়ার্ল্ড অব ব্যাংকিং,** (নিউইয়র্ক, ১৯৭৪, পৃঃ১৬৬-৭)। দেখা যাচ্ছে যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেও বাণিজ্যিক ব্যাংককে ঋণের স্ব-পরিশোধ যোগ্যতার প্রকৃতি (Self amortizing nature) নির্ধারণ করার জন্য ঋণগ্রহীতার আয় নির্ণয় করতে হয়। তাহলে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থায় একাজ করায় সমস্যা হবে কেন?

৩২) এস, পি, ব্র্যাডলে এবং ডি, বি, ক্রেইন, **ম্যানেজমেন্ট অব ব্যাংক পোর্টফলিওস,** (নিউইয়র্ক, জন উইলে, ১৯৭৫)।

৩৩) সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এ বিষয়ে ডঃ জিয়াউদ্দীন (স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, করাচী) রচিত একটি সংক্ষিপ্ত অথচ চিন্তাশীল প্রবন্ধ দেখতে পারেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম হচ্ছে, **ইকোমিক রেশন্যাল অব প্রোহিবিশন অব ইন্টারেষ্ট ইন ইসলাম**"। প্রবন্ধটি লেখক নিজে ব্যক্তিগত ভাবে বিলি করেন।

৩৪) এ বিষয়ে বেশ কটি বই লিখা হয়েছে। ইংরেজী, আরবী ও উর্দু বইয়ের পূর্ণ তালিকার জন্য দ্রষ্টব্যঃ এম, এন, সিদ্দিকী, **কনটেম্পোরারী লিটারেচার অন ইসলামিক ইকোনমিক্স** (লিষ্টার, ইউ, কে, দি ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৭৮, পৃঃ ৩৫-৩৮)। এ বিষয়ে ইংরেজী ভাষায় লিখিত গ্রন্থের মধ্যে কয়েকটির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ এম, এন, সিদ্দিকী, **ব্যাংকিং উইদাউট ইন্টারেষ্ট** (লাহোরঃ ইসলামিক পাবলিকেশন্স, ১৯৭৩); এম, ওযাইর, **এন আউট লাইন অব ইন্টারেষ্টলেস ব্যাংকিং** (করাচীঃ রায়হান পাবলিকেশন্স, ১৯৫৫) এবং আরব রিপাবলিক অব ইজিপট, দি **ইজিপশিয়ান ষ্টাডি অন দ্যা এসটাব্লিশমেন্ট অব দ্যা ইসলামিক ব্যাংকিং সিস্টেম** (কায়রো, ১৯৭২)।

৩৫) কয়েকজন মুসলিম স্কলার ইতিপূর্বেই 'আমানত বীমা'–এর পরামর্শ রেখেছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ এম, এন, সিদ্দিকী, **ব্যাংকিং উইদাউট ইন্টারেষ্ট** (লাহোর, ১৯৭২; পৃঃ ৪৫-৪৭) এবং এ, নাজ্জার, **আল-মদখাল ইলা আল-নাযরিয়্যাত আল একতেসাদিয়্যাহ ফী আল-মানহাজ আল-ইসলামী,** (বইরুত, ১৯৭৩, পৃঃ ১২৫-৫৩)।

৩৬) মিলটন ফ্রিডম্যান, **এ প্রোগ্রাম অব মনেটারী ষ্ট্যাবিলিটি** (নিউইয়র্কঃ ফর্ডহাম ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৫, পৃঃ ৯০-৯১)।

www.bjilibrary.com

লেখক পরিচিতি

ডক্টর মুহাম্মদ ওমর চাপড়া একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ এবং নিষ্ঠাবান ইসলামী স্কলার। তিনি ১৯৬১ সালে মনেটারী ইকোনমিক্স-এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। ইসলামের মূল উৎস কুরআন-সুন্নাহ থেকে সরাসরি জ্ঞান লাভের জন্য কঠোর পরিশ্রম করে তিনি আরবী ভাষা শিখেন এবং ইসলাম সম্পর্কে ব্যাপক অধ্যয়ন করেন। এভাবেই তাঁর মধ্যে ইসলামী ও পাশ্চাত্য জ্ঞানের এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটে।

ছাত্র জীবনে ডক্টর চাপড়া ছিলেন অসাধারণ মেধার অধিকারী। তিনি ১৯50 সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় করাচী ও সিন্ধু-এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেন। ১৯৫৬ সালে করাচী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,কম পাশ করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং ১৯৬১ সালে "মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়, মিনিয়াপোলিস থেকে অর্থনীতিতে পিএইচ, ডি, ডিগ্রী লাভ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য বিভাগীয় প্রধান উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠিত দেশ-জাতি নির্বিশেষে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে সেরা ছাত্র বলে তাঁর প্রশংসা করেন।

ডক্টর ওমর চাপড়া শিক্ষকতা ও গবেষণা ক্ষেত্রে বেশ কটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আমেরিকার উইসকনসিন ষ্টেট ইউনিভার্সিটি ও ইউনিভার্সিটি অব কেনটাকী-তে অর্থনীতির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে শিক্ষাদান করেন। এক সময়ে তিনি পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডেভেলাপমেন্ট ইকোনমিক্সে পাকিস্তান ডেভেলাপমেন্ট রিভিউ-এর সিনিয়র অর্থনীতিবিদ ও সহযোগী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেন। অতঃপর পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক রিসার্চ-এ রীডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সৌদি এরাবিয়ান মনেটারী এজেন্সীতে ইকোনমিক এডভাইজার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। বিগত ২৩ বছর যাবৎ তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

বস্তুতঃ শিক্ষা, গবেষণা এবং নীতি নির্ধারণ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জনের বিরাট সুযোগ ডঃ চাপড়া পেয়েছেন। তিনি অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স-এর উপর বহু সংখ্যক আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন। এসব সেমিনার ও সম্মেলনে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বর্তমান নিবন্ধটিও তাঁর এ প্রচেষ্টারই ফসল।